নগর সংস্করণ
প্রথম আলো
বুধবার
১৩ নভেম্বর ২০২৪
২৮ কার্তিক ১৪৩১, ১০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
প্র অধুনাসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

এক্সট্রা থেকে নায়ক » বিনোদন ১৪
আওয়ামী লীগের ফাঁকা আওয়াজের রাজনীতি » মতামত ৮
ইটিং ডিজঅর্ডার : খাওয়া নিয়ে মানসিক সমস্যা » প্র অধুনা ১২
সোনিয়া-রোমানাকে ছাপিয়ে যুথী » খেলা ১৫

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১০

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

জলবায়ু সংকটে বাংলাদেশ

১২০০ কোটি ডলার প্রয়োজন বছরে

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাকু থেকে*

জলবায়ু সংকটে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের চাহিদা বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার (১ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা)। বছরের পর বছর বাংলাদেশকে যে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা পূরণ ও পরিচ্ছন্ন শক্তি জোগানে এই অর্থ প্রয়োজন। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ২৯-এর আসরে গতকাল মঙ্গলবার এই তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

পরিবেশের কারণে বাংলাদেশকে অস্বাভাবিক বন্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বন্যা প্লাবিত চিরায়ত এলাকাগুলো ছাড়াও এবার প্লাবিত হয়েছে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও লক্ষ্মীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। এ বছরে ছয়টি বন্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে জানিয়ে শফিকুল আলম বলেন, এসব হচ্ছে জলবায়ু সংকটের কারণে। শুধু বন্যার কারণেই এ বছর দেশের ক্ষতি হয়েছে প্রায় সোয়া বিলিয়ন ডলার।

প্রেস সচিব বলেন, জলবায়ুর কারণে বার্ষিক ক্ষতি হচ্ছে ১২ বিলিয়ন ডলার। অথচ অনুদান হিসেবে বাংলাদেশ পাচ্ছে ৩৪০ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। এর বাইরে ঋণ পাচ্ছে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে দরপত্র ছাড়া ঠিকাদার

পদ্মা সেতু | ঢাকা-ভাঙ্গা মহাসড়ক | বঙ্গবন্ধু টানেল

টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে পাঁচ বছরে ব্যয় **৬৯৩** কোটি টাকা। যমুনা সেতুতে তা ১৮৮ কোটি টাকা।

টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে পাঁচ বছরে ঠিকাদার পাবে **৭১৭** কোটি টাকা, যা এখনকার আয়ের ৮০%।

টোল আদায়কারী ঠিকাদারের পেছনে মাসে ব্যয় প্রায় সাড়ে **১১** কোটি টাকা। আয় মাত্র ২.৫ কোটি টাকা।

তিনটি অবকাঠামোর টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগ দরপত্র ছাড়া।

কাজ পেয়েছে দক্ষিণ কোরীয় ও চীনা ঠিকাদার।

নতুন অবকাঠামোতে রক্ষণাবেক্ষণে বড় অঙ্কের ব্যয় ধরা নিয়ে প্রশ্ন।

সূত্র : সেতু বিভাগ ও সওজ

টানেল ও মহাসড়কের টোলের বড় অংশ নিয়ে যায় ঠিকাদার

প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তি

পদ্মা সেতু, মহাসড়ক ও টানেলে দরপত্র ছাড়া টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার।

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল—এই তিন অবকাঠামো নতুন; কিন্তু এগুলোর মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে বিপুল ব্যয় ধরে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। আর ঠিকাদার কাজ পেয়েছে কোনো প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়া।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দরপত্র ছাড়া নিজেদের পছন্দে ঠিকাদার নিয়োগে লাভবান হয়েছে কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠান। সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তৎকালীন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। লোকসান হয়েছে দেশের মানুষের। তাঁদের এখন ঋণের বোঝা টানতে হচ্ছে, অন্যদিকে চলাচলে খরচ পড়ছে বেশি। অবকাঠামোগুলো থেকে যে আয় হচ্ছে, তার বড় অংশ নিয়ে যাচ্ছে ঠিকাদার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়কে (এক্সপ্রেসওয়ে) টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কোম্পানিকে দরপত্র ছাড়া কাজ দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। টোল আদায়ের জন্য তারা বছরে পাবে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা। অথচ বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতুতে বছরে মাত্র ১২ কোটি টাকায় টোল আদায় করছে চীনা কোম্পানি। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে কাজ পেয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে যমুনা সেতুতে তারা টোল আদায় শুরু করে।

> বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যত কেনাকাটা ও ঠিকাদার নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে, প্রায় সবই প্রশ্নবিদ্ধ। যোগসাজশের ব্যাপক অভিযোগ আছে।
>
> **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**
> উপদেষ্টা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর এক্সপ্রেসওয়ের টোল আদায় ও সেটির রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাঁচ বছরে কোরীয় প্রতিষ্ঠানটিকে দেবে ৭১৭ কোটি টাকা। চালুর পর এক্সপ্রেসওয়েটি থেকে এখন পর্যন্ত যে টোল আদায় হয়েছে, তার ৮০ শতাংশই চলে গেছে ঠিকাদারের পেছনে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলো*কে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যত কেনাকাটা ও ঠিকাদার নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে, প্রায় সবই প্রশ্নবিদ্ধ। যোগসাজশের ব্যাপক অভিযোগ আছে। এসব চুক্তি পর্যালোচনা করা হবে।

পদ্মা সেতু, টানেল ও এক্সপ্রেসওয়ে—এই তিন অবকাঠামো সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন। অভিযোগ আছে, তৎকালীন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং সেতু বিভাগের তখনকার সচিব খোন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে ঠিকাদারদের সখ্য ছিল। দুজনের তৎপরতায় আওয়ামী লীগ সরকার দরপত্র ছাড়া সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগ দেয়। খোন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওবায়দুল কাদের আত্মগোপনে চলে যান। তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব খোন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, পদ্মা সেতু ও টানেল জটিল স্থাপনা। ওই দুটিতে টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগ হয়েছে জিটুজি ভিত্তিতে (সরকারের সঙ্গে সরকারের সমঝোতায়)। যে ঠিকাদার নির্মাণ বা তদারকিতে ছিল, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় করার দায়িত্ব দিলে ভালো হবে—এই বিবেচনা ছিল সরকারের।

> ‘জিটুজি’ পদ্ধতিতে কেনাকাটা বা ঠিকাদার নিয়োগ একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া। এতে যোগসাজশের মাধ্যমে রাজনীতিক ও প্রভাবশালী আমলাদের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ থাকে।
>
> **সামছুল হক**
> অধ্যাপক, বুয়েট

নিজের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ঠিকাদার এসেছে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের মাধ্যমে। এখানে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

পদ্মা সেতু

৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত পদ্মা সেতুর টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০২২ সালের এপ্রিলে কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে করপোরেশন (কেইসি) ও চীনের চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে (এমবিইসি) নিয়োগ দেয় সেতু বিভাগ। ব্যয় ধরা হয় ৬৯৩ কোটি টাকা, মেয়াদ পাঁচ বছর।

কেইসি পদ্মা সেতু নির্মাণ তদারকিতে পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেছিল। এমবিইসি মূল

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অনুমতি ৩৩ কোটি ডিমের, এক বছরে এসেছে ১০ লাখ

ডিম আমদানি

শর্ত পূরণ করে বাংলাদেশে ডিম পাঠানোকে ‘ঝামেলা’ মনে করেন ভারতের রপ্তানিকারকেরা। দেশে আসার পর নমুনা পরীক্ষার শর্ত যোগ হয়েছে।

মনিরুল ইসলাম, *যশোর*

গত এক বছরে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে ১০ লাখের মতো মুরগির ডিম আমদানি করেছে। অথচ এ সময়ে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ৩৩ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরবরাহ সংকটের মধ্যে ডিমের বাজার চড়া হওয়ার পর কয়েক দফায় ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হলেও ব্যবসায়ীরা এখন আর এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ডিম আমদানিতে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে, তা মানতে তাঁরা বিপত্তিতে পড়ছেন বলে তাঁদের অভিযোগ।

দেশে চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি থাকায় প্রায়ই ডিমের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। গত মাসে ডিমের দাম ডজনপ্রতি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় উঠেছিল। ভারতে ডিমের দাম বাংলাদেশের তুলনায় কম হওয়ায় ভালো মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়ার পরও ব্যবসায়ীরা কেন তা আমদানি করছেন না, এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এর কারণ খুঁজতে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে কথা হয় কয়েকজন আমদানিকারকের সঙ্গে। তাঁরা জানান, ডিম আমদানিতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয় পক্ষকেই কিছু কঠিন শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব শর্ত পূরণ করে ভারতের রপ্তানিকারকেরা বাংলাদেশে ডিম পাঠানোকে ‘ঝামেলা’ মনে করছেন। এ কারণে তাঁরাও রপ্তানিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁরা এখনো জানেন না।

ভারত থেকে ডিম আমদানির ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হচ্ছে—ডিম তিন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত কি না, তা নিশ্চিত করতে কলকাতার অ্যানিমেল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

‘রেড অ্যালার্ট’ জারির অনুরোধ

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে চিঠি ইন্টারপোলকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করতে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয় থেকে এ চিঠি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা, গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয় ট্রাইব্যুনালে। গত জুলাই ও আগস্টের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল।

রেড অ্যালার্ট জারির জন্য অনুরোধ করার বিষয়টি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পুরাতন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

হাসনাত কাইয়ুমের বিশেষ সাক্ষাৎকার

আমরা একটা গণক্ষমতাতান্ত্রিক সংবিধান চাই

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

সরকারকে ‘চাপে’ রাখতে চায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

জনস্বার্থের বিষয়গুলোতে অন্তর্বর্তী সরকারকে ‘চাপে’ রাখতে চায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন; যাতে সরকার ভুল পথে না যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। একইভাবে সরকারের কিছু কার্যক্রমে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটিও। বিশেষ করে উপদেষ্টা পরিষদে দুজন উপদেষ্টার নিয়োগের বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি তারা। এ নিয়ে প্রকাশ্যেই সরকারের কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি রাজপথে বিক্ষোভ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। একইভাবে জাতীয় নাগরিক কমিটিও সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তাদের সঙ্গে সরকারের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে কি না। বিষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে। তবে সবার বক্তব্যে যে বিষয়টি এসেছে সেটি হলো, রাষ্ট্র সংস্কারে তাঁরা একটি ‘প্রেশার গ্রুপ’ (চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি) হিসেবে কাজ করতে চান। জনস্বার্থের বিষয়গুলোতে অন্তর্বর্তী সরকারকে তাঁরা ‘চাপে’ রাখতে চান; যাতে সরকার ভুল পথে না যায়। পাশাপাশি প্রেশার গ্রুপ হিসেবে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতাও ধরে রাখতে চান তাঁরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা *প্রথম আলো*কে বলেন, দ্রব্যমূল্যসহ কিছু বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সাধারণ মানুষ পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এটিসহ কিছু ব্যাপারে সরকারের আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু সেই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, ছাত্র-জনতার মতামত না নিয়ে গত রোববার নতুন করে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হলো। যাঁদের মধ্যে সেখ বশির উদ্দিন ও মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে করেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থকদের উপদেষ্টা পরিষদে জায়গা পাওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের অস্তিত্বকে হুমকিতে ফেলতে পারে। সরকারকে এসব বিষয়ে চাপে রাখা জরুরি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এটি এখন সংগঠনে রূপ নিয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সব প্রকল্প থেকে কমিশন নিতেন ধীরেন্দ্র দেবনাথ

আওয়ামী গডফাদার ২২

অন্যের জমি কৌশলে নিজের করে নেওয়ার নেশা ছিল ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর। কর্তৃত্ব ধরে রাখতে দলীয় পদে বসান স্বজনদের।

এম জসীম উদ্দীন, *বরিশাল* ও
মোহাম্মদ রফিক, *বরগুনা*

নিয়োগ, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প—এমন কোনো খাত নেই, যেখান থেকে গত ১৬ বছর টাকা নেননি তিনি। নানা কৌশলে ও নামমাত্র মূল্যে অন্যের জমি নিজের নামে করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি জমি নিজের করে সরকারের টাকায় উন্নয়নকাজ করিয়ে নিয়েছেন।

যাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, তিনি বরগুনা-১ (সদর-আমতলী-তালতলী) আসনে পাঁচবারের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু। ৩০ বছর ধরে বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সর্বেসবা ছিলেন তিনি। এ সময় তিনি কখনো সাধারণ সম্পাদক, কখনো সভাপতির পদে আসীন ছিলেন। আত্মীয়স্বজনকে দলীয় পদে বসিয়ে এমন বলয় তৈরি করেছিলেন, যেখানে অন্যরা ছিলেন কোণঠাসা।

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় শম্ভুর আয় ছিল ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, ব্যাংকে জমা ছিল ৩ লাখ টাকা। তাঁর সম্পত্তির তালিকায় ছিল ৫৭ লাখ টাকার জমি, একতলা দালান বাড়ি ও দুটি টিনের ঘর। আর স্ত্রীর নামে সঞ্চয় ছিল ১২ লাখ টাকা ও একটি ফ্ল্যাট। ১৫ বছরের ব্যবধানে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর আয় ৫৫ লাখ টাকার বেশি। নিজের নামে ব্যাংকে ৩ কোটি টাকার বেশি এবং স্ত্রীর নামে ১৫ লাখ টাকার বেশি জমা আছে। সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ নিজের নামে ৬৭ লাখ টাকার বেশি এবং স্ত্রীর নামে ৭৬ লাখ টাকার বেশি। কোটি টাকার বেশি দামের দুটি গাড়ি আছে। কৃষি-অকৃষি মিলিয়ে নিজের নামে কোটি টাকার জমি এবং স্ত্রীর নামে একটি ফ্ল্যাট বেড়ে দুটি হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, তাঁর সম্পদ এর চেয়ে অনেক বেশি।

জমি দখলে ক্ষমতার অপব্যবহার

শম্ভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি বরগুনা সদর উপজেলা পরিষদের সামনে সরকারের অধিগ্রহণ করা জমি নিজের দখলে নিয়েছেন। তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) একটি দিঘির প্রায় অর্ধেক নিজের করে নেন। এই জমির পরিমাণ ৪৩ শতাংশ। দাম কয়েক কোটি টাকা। দিঘির এই অংশ ভরাট করে নতুন ভবন, প্লে গ্রাউন্ড, সড়ক ও ড্রেনেজ নির্মাণ, ল্যাম্পপোস্ট স্থাপনের কাজ করিয়েছেন পৌরসভার টাকায়। দিঘির বাকি অংশের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করাতে তিনি জেলা পরিষদ থেকে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। সেই কাজ নিজস্ব ঠিকাদার দিয়ে করান। টাকার বড় অংশই তাঁর পকেটে যায়। একই কাজের জন্য তিনি ২০২২ সালে টিআর প্রকল্প থেকে ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৩ টাকা বরাদ্দ নেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ

শুধু বেক্সিমকো ফার্মায় ‘রিসিভার’ নিয়োগের আদেশ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেক্সিমকো গ্রুপের কোম্পানিগুলো ব্যবস্থাপনায় ‘রিসিভার’ নিয়োগ করতে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে শুধু বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ক্ষেত্রে তা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। এ-সংক্রান্ত রুল হাইকোর্টে দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে আপিল বিভাগ নির্দেশ দিয়ে এই আদেশ দিয়েছেন।

আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে এ-সংক্রান্ত রুল নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। এতে বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করতে এবং গ্রুপটির কোম্পানিগুলো ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য রিসিভার নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

বেক্সিমকো গ্রুপে রিসিভার নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করা হয়।

১ অক্টোবর লিভ টু আপিলটি চেম্বার আদালতে শুনানির জন্য ওঠে। সেদিন আদালত লিভ টু আপিলটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির দিন নির্ধারণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় গত সোমবার শুনানি নিয়ে গতকাল আদেশ দেওয়া হয়।

আদালতে লিভ টু আপিলের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফিদা এম কামাল ও মুস্তাফিজুর রহমান খান। রিটের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান নিজে শুনানি করেন, সঙ্গে ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে প্লট-বাণিজ্য

পশ্চিম খুলশী

রূপসী পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে উঠেছে আটটি প্লট। রড-সিমেন্টের পিলার ও ইটের দেয়াল তুলে ভাগ করা হয় প্লটগুলো।

প্রণব বল, *চট্টগ্রাম*

পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে প্লট। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের পশ্চিম খুলশীর রূপসী পাহাড়ের বরইবাগান এলাকায়। ছবি : জুয়েল শীল

চট্টগ্রাম নগরের পশ্চিম খুলশী এলাকার রূপসী পাহাড়। প্রায় ৪০ ফুট উঁচু পাহাড়টির খাঁজে এবং পাদদেশে পাহাড় কেটে গড়ে উঠেছে অন্তত আটটি প্লট। রড-সিমেন্টের পিলার ও ইটের তিন-চার ফুট উঁচু দেয়াল তুলে ভাগ করা হয় প্লটগুলো। এক পাশ দিয়ে সুউচ্চ পাহাড়টির ওপর উঠে দেখা যায়, সেখানে সবজিখেত। আবার মাঝামাঝিতে থাকা পাহাড়ের টিলা কেটে সমান করা হচ্ছে।

রূপসী পাহাড়টির অবস্থান পশ্চিম খুলশীর কাঁঠালবাগান ও বরইবাগান এলাকায়। পাহাড়টির বরইবাগান এলাকার খাঁজে এবং নিচে স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী স্থাপনা। এসব স্থাপনায় মালিক বা দখলদারদের প্রতিনিধিরা বসবাস করেন। তাঁদের একজন বলেন, এখানে প্লট তৈরি করে তা বিক্রি করা হয়। সব সময় নতুন নতুন মালিক পরিবর্তন হয়।

গত এক বছরে (জুন পর্যন্ত) পাহাড় কাটার অভিযোগে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মামলা করেছে ১২টি। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালে মামলা হয়েছিল ২২টি। ২০ বছরে মোট মামলা হয় শতাধিক। আকবরশাহ, বায়েজিদ, খুলশী, বেলতলীঘোনাসহ বিভিন্ন এলাকায় পাহাড় কাটা চলছে। পাহাড় কাটার অনেক ঘটনা অগোচরে থেকে যায়।

পশ্চিম খুলশীর বরইবাগান এলাকায় রূপসী পাহাড় ক্ষতবিক্ষত করে এভাবে প্লট-বাণিজ্য চললেও তা দেখার যেন কেউ নেই। ৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের আগে থেকে এখানে পাহাড় কাটা চলছিল। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত কাটা পাহাড়ে সীমানাদেয়াল দিয়ে প্লট নির্মাণের কাজ চলেছে। গতকাল সরেজমিনে কাউকে দেখা যায়নি।

পাহাড়টির নিচে প্রায় ২০ ফুট চওড়া পাকা সড়ক হয়ে গেছে। এ কারণে প্লটের দামও বেড়েছে বলে স্থানীয়দের অভিমত। প্রতি কাঠা ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় বলে জানান তাঁরা। কিন্তু কারা এই প্লট তৈরি করছে, কারা বিক্রি করছে—এসব বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্থানীয় লোকজন।

পাহাড়টির ওপরে খেতে কাজ করছিলেন শহীদুল ইসলাম। তিনি বলেন, এখানে অনেক মালিক। প্রতিদিন মালিকানা পরিবর্তন হয়। কারা কারা এই পাহাড় কিংবা প্লটের মালিক, তা বলতে পারেননি তিনি।

পশ্চিম খুলশীর যেখানে প্লট নির্মাণ করা হচ্ছে, তার একটু দূরে অপর একটি স্থাপনায় গতকাল নোটিশ দিয়ে এসেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। টিন দিয়ে ঘেরাও দিয়ে পাহাড়ি এই জায়গায় আইটিএসএস বৌদ্ধবিহার ও ভাবনা কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড। তাদের নোটিশ দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে পরিবেশ অধিদপ্তর মহানগরের জ্যেষ্ঠ রসায়নবিদ রুবায়েত তাহরীম সৌরভ বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এসেছে। সেটা পরিদর্শন করে নোটিশ দেওয়া হয়। এর পাশে পাহাড়ের পাদদেশে প্লট তৈরির বিষয়টিও তাঁর চোখে পড়েছে। বললেন, ‘আমরা প্রাথমিকভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি এগুলোর শ্রেণি “শণখোলা”। পাহাড় ও টিলা শ্রেণি হলে আমরা ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে পারি। শণখোলার ক্ষেত্রে ভূমি কার্যালয়কে আমরা বিষয়টি অবহিত করি।’

জানা গেছে, শণখোলার ক্ষেত্রে পরিবেশ আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে দৃশ্যমান পাহাড়ের ক্ষেত্রে শণখোলা শ্রেণি হলেও ব্যবস্থা নেওয়ার মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে।

শুধু বরইবাগান এলাকায় নয়, পশ্চিম খুলশীর কাঁঠালবাগান, বরইবাগান, মাজার রোডসহ বিভিন্ন স্থানে পাহাড় কেটে চলছে প্লট-বাণিজ্য। পাহাড় কেটে সীমানাদেয়াল নির্মাণ করে গড়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন প্লট। এখানে কৃষ্ণচূড়া আবাসিক এলাকা, পাহাড়িকা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আজকের আবহাওয়া

খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৩ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১২ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৭.৭° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫৫	মাগরিব	৫:১৭
জোহর	১১:৪৬	এশা	৬:৩৩
আসর	৩:৩৮	কাল ফজর	৪:৫৬

সম্পাদক পরিষদের বিবৃতি

ঢালাওভাবে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অন্তরায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢালাওভাবে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের অন্তরায় বলে মনে করে সম্পাদক পরিষদ। গতকাল মঙ্গলবার সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহ্ফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ এক বিবৃতিতে এ কথা জানান।

এতে বলা হয়, তিন দফায় মোট ১৬৭ সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করেছে তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি)। এ তালিকায় অনেক পেশাদার ও সক্রিয় সাংবাদিক ও সম্পাদকের নামও রয়েছে, যা সম্পাদক পরিষদ ও এর সদস্যদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

সম্পাদক পরিষদ মনে করে, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের কোনো অপব্যবহার হলে তা পর্যালোচনা করার অধিকার তথ্য মন্ত্রণালয় রাখে। তবে এভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই ঢালাওভাবে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের অন্তরায়। এর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমে সেন্সরশিপসহ নিয়ন্ত্রণবাদী পরিবেশ তৈরির ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, যা জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের মূল চেতনারও পরিপন্থী। বিষয়টিকে বিগত অতি নিয়ন্ত্রণবাদী কাঠামোর অগণতান্ত্রিক চর্চারই পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখছে সম্পাদক পরিষদ।

এ অবস্থায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি সম্পাদক পরিষদের আহ্বান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও অপরাধের প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের ঢালাও পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের ওপর সব ধরনের আক্রমণ বন্ধ এবং স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

শুধু বেক্সিমকো ফার্মায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইনজীবী ফাতেমা এস চৌধুরী। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মুনীরুজ্জামান।

আদেশের পর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান খান *প্রথম আলো*কে বলেন, হাইকোর্টকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুল শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে। এ জন্য বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে রিসিভার নিয়োগের যে আদেশ, তা স্থগিত থাকবে শুধু বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের জন্য। ফলে এই সময়ে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে কোনো রিসিভার বসছে না।

গত ২৫ বছরে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডসহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অন্য সব ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিশোধের পর ঋণ মওকুফ বিষয়ে তথ্যাদি সরবরাহ করাসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান আবেদনকারী হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে রিটটি করেন।

শুনানি নিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রুল দিয়ে নির্দেশনাসহ আদেশ দেন। অপর নির্দেশনায় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা সালমান এফ রহমানের নেওয়া অর্থ আদায় করতে ও বিদেশে পাঠানো অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে শুধু রিসিভার নিয়োগসংক্রান্ত নির্দেশনা স্থগিত চেয়ে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিভ টু আপিলটি করে। লিভ টু আপিল নিষ্পত্তি করে গতকাল আদেশ দেন আপিল বিভাগ।

হাইকোর্টের আদেশ থেকে জানা যায়, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং সালমান এফ রহমানের বেক্সিমকো গ্রুপ অব কোম্পানিজের অন্য সব ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কী পরিমাণ ঋণ অপরিশোধিত আছে, ঋণের বর্তমান অবস্থা ও রিপেমেন্টের (পরিশোধ) তথ্য দিতে এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করে সেসব ব্যবস্থাপনায় রিসিভার নিয়োগ বিষয়ে রুল দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এই রুল দুই সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি এখন কারাবন্দী। পোশাক রপ্তানি ও ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বেক্সিমকো।

শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বেক্সিমকো গ্রুপে ইতিমধ্যে 'রিসিভার' নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. রুহুল আমিনকে রিসিভার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। গতকাল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে। ছবি : বাসস

গণমাধ্যমের ওপর কোনো চাপ নেই সরকারের

বলেছেন তথ্য উপদেষ্টা

গতকাল সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণমাধ্যমের ওপর সরকারের কোনো চাপ নেই উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমকে সাহসের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় নাহিদ ইসলাম এ কথাগুলো বলেন। মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের ওপর গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, 'সঠিক তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত না হওয়ায় গুজব ও অপতথ্যের দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত হচ্ছে। গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে গণমাধ্যমকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।'

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ ও আহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগের গল্প গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। আন্দোলনে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের জনস্মৃতিতে রাখতে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ওই সময় অনেক গণমাধ্যমকর্মী ভয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে পারেননি। এখন সেই সময় কেটে গেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মতবিনিময় সভায় পত্রিকার সম্পাদকেরা বলেন, বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমের ওপর সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই, যা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য আশীর্বাদ। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। গত ১৬ বছর গণমাধ্যম সঠিক ভূমিকা পালন করলে দেশে ফ্যাসিবাদের উত্থান হতো না।

মতবিনিময় সভায় *নয়া দিগন্ত* সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, *মানবজমিন*-এর প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, *কালের কণ্ঠ* সম্পাদক হাসান হাফিজ, *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস* সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, *ইনকিলাব* সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন, *প্রথম আলো*র নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, *ডেইলি স্টার বাংলা*র সম্পাদক গোলাম মর্তুজাসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

টোলের বড় অংশ নিয়ে যায় ঠিকাদার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেতু নির্মাণে ঠিকাদার ছিল। মূলত তদারক ও নির্মাণে যুক্ত থাকা অবস্থাতেই এই দুই প্রতিষ্ঠান সেতুটির টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পেতে তৎপর হয়।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত জুনে। ওই সময় পর্যন্ত মূল সেতু ও নদীশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা মেরামত করার দায়িত্ব ছিল মূল নির্মাতা এমবিইসির। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ার ২৬ মাস আগেই মূল সেতু ও নদীশাসনের কাজ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। সংযোগ সড়ক, দুই পাড়ের ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮ কোটি টাকা। সেতু বিভাগ সূত্র বলছে, নতুন এই সেতুর প্রথম পাঁচ বছর তেমন কোনো মেরামতের দরকার নেই। ভবন বা অন্যান্য স্থাপনারও টুকটাক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিবর্তন ছাড়া ব্যয় নেই। এর পরও ৮৮ কোটি টাকা রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় অস্বাভাবিক।

সেতু বিভাগের দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, একটি বড় সেতুর 'সার্ভিস লাইফ' (যত দিন বড় কোনো মেরামতকাজ দরকার হয় না) ২৫ বছর ধরা হয়। এরপর সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন ও বড় মেরামত প্রয়োজন হয়। যমুনা সেতু নির্মাণের ২৬ বছর পর গত মে মাসে সেতুটির বড় মেরামত কাজে ১২৮ কোটি টাকায় ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার গত মাসে যমুনা সেতুর টোল আদায়ে পাঁচ বছরের জন্য আলাদা ঠিকাদার নিয়োগ দিয়েছে ৬০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ পুরোনো এই সেতুর টোল আদায় ও বড় মেরামতে পাঁচ বছরে ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর নতুন পদ্মা সেতুর টোল আদায় ও মেরামতে ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে প্রায় চার গুণ টাকায় (৬৯৩ কোটি)।

পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় কিলোমিটারের কিছু বেশি। যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার। যমুনার চেয়ে পদ্মা সেতুর টোল দ্বিগুণ। একটি বড় বাস পদ্মা সেতু পাড়ি দেয় দুই হাজার টাকা দিয়ে। যমুনায় তা এক হাজার টাকা। সেতু বিভাগ সূত্র জানায়, পদ্মা সেতুতে এখন মাসে টোল আদায় হয় গড়ে ৮০ কোটি টাকা। এর প্রায় ১৫ শতাংশের কাছাকাছি চলে যায় ঠিকাদারের পেছনে।

পদ্মা সেতুর টোল আদায়ে কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে চুক্তিতে একজন টোল আদায়কারীর বেতন ধরা আছে ৭৮ হাজার টাকার কিছু বেশি। বাস্তবে বেতন দেওয়া হয় ৪ ভাগের ১ ভাগ। এভাবে প্রতিটি পদে উচ্চ বেতন ধরে খরচ বাড়িয়ে দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। কর্মীরা ২০২২ সালের আগস্টে সেতু বিভাগে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতাও পেয়েছিল; তবে সেতু বিভাগ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয় ২০২১ সালে। তবে টোল আদায় শুরু হয় ২০২২ সালের ১ জুলাই থেকে। পদ্মা সেতুর মতো এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদার কোরীয় প্রতিষ্ঠান কেইসি। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় হয়েছে ৩৮৮ কোটি টাকা। জুন পর্যন্ত ২০৬ কোটি টাকা বিল দেওয়া হয়েছে ঠিকাদারকে।

এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মাণে শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল চার হাজার কোটি টাকার মতো। শেষ পর্যন্ত তা বেড়ে ১১ হাজার কোটিতে ওঠে। নকশা অনুযায়ী, সড়কটির পিচের স্থায়িত্ব হওয়ার কথা ২০ বছর। অর্থাৎ ২০৪১ সাল পর্যন্ত মহাসড়কটিতে সেভাবে মেরামত লাগার কথা নয়। অথচ চালুর এক বছরের মধ্যে মহাসড়কের ছোটখাটো রক্ষণাবেক্ষণে ১২৯ কোটি টাকার খরচ যুক্ত করে পাঁচ বছরের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।

টানেল

টানেলের টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি) লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি টানেলের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নির্মাণেরও দায়িত্বে ছিল। টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য ৬৮৪ কোটি টাকায় চুক্তি করেছে সেতু বিভাগ।

সেতু বিভাগের হিসাবে, চট্টগ্রামের টানেল থেকে গত সেপ্টেম্বরে টোল আদায় হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। চুক্তি অনুসারে, ঠিকাদারের পেছনে মাসে ব্যয় প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ঘাটতি হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা। গত বছরের নভেম্বরে টানেলটি চালু করা হয়েছে।

শুরুতে টানেলের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। শেষ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকায়। এর মধ্যে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে চীনের এক্সিম ব্যাংক থেকে। চুক্তির পর থেকেই ঋণের সুদ ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করে আসছে সরকার। সেতু কর্তৃপক্ষ সূত্র বলছে, পদ্মা ও যমুনা সেতুর ঋণের কিস্তি তারাই পরিশোধ করছে। তবে আয় দিয়ে টানেলের ঋণের কিস্তি পরিশোধ সম্ভব নয়।

টানেল পারাপারে গাড়ির টোল ২০০ টাকা। বাস-মিনিবাসের ক্ষেত্রে তা ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। পণ্যবাহী যানের টোল ৪০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত।

জিটুজি 'অস্বচ্ছ'

বিদ্যুৎকেন্দ্র, সড়ক, সেতুসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে দরপত্র আহ্বান না করে 'খাতিরের' ঠিকাদারকে কাজ দেওয়ার একটি প্রবণতা ছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ কারণে অবকাঠামোগুলো নির্মাণে ব্যাপক বাড়তি ব্যয় হয়েছে। দেশের ঋণের বোঝা বেড়েছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সামছুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, জিটুজি পদ্ধতিতে কেনাকাটা বা ঠিকাদার নিয়োগ একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া। এতে যোগসাজশের মাধ্যমে রাজনীতিক ও প্রভাবশালী আমলাদের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ থাকে। পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেলের টোল আদায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগে সেটিই ঘটেছে।

নতুন অবকাঠামোর জন্য প্রথম পাঁচ-সাত বছরকে 'হানিমুন পিরিয়ড' অভিহিত করে সামছুল হক বলেন, এ সময় মেরামতের পেছনে বেশি ব্যয় না হওয়ারই কথা। এর পরও ঠিকাদারকে মেরামত বাবদ বিপুল অঙ্কের টাকা দেওয়া নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি জানান, রেড অ্যালার্ট জারি করতে গত রোববার ইন্টারপোলের কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। সেদিন তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এর পর থেকে তিনি সেখানেই আছেন। ১৭ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এমন প্রেক্ষাপটে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের জন্য ইন্টারপোলকে রেড অ্যালার্ট জারি করতে অনুরোধ করা হলো।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) যেহেতু মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেন্ডিং (বহাল আছে) আছে, কিন্তু বাংলাদেশের জুরিসডিকশনের (আইনি সীমা) বাইরে তিনি চলে গেছেন, সে কারণে আন্তর্জাতিক পুলিশি সংস্থা হিসেবে ইন্টারপোল যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা নেয় এবং তাঁর ব্যাপারে অন্তত রেড অ্যালার্ট জারি করে, সেই ব্যাপারে আমরা অনুরোধ পাঠিয়েছি।'

গত জুলাই ও আগস্টের শুরুতে গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার অঙ্গীকার করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি ট্রাইব্যুনাল আইনে কিছু সংশোধনী আনার কথাও সরকারের দিক থেকে বলা হয়েছে। সেই সংশোধনীর খসড়া নিয়ে এখন কাজ করছে আইন মন্ত্রণালয়।

আরও চার পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে গতকাল দুটি আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর। এর মধ্যে একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) জাকির হোসেনসহ পুলিশের চারজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গতকাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় একজন তরুণকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁর সহকর্মী টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আহত তরুণের কাছে গিয়ে বুকে গুলি করে হত্যা নিশ্চিত করা হয় এবং লাশটিও নানাভাবে বিকৃত করা হয়। যাত্রাবাড়ী থানার তদানীন্তন ওসি জাকির হোসেন ওই ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ আছে। তিনি এখন পলাতক। জাকিরসহ পুলিশের আরও চারজন কর্মকর্তা, যাঁরা যাত্রাবাড়ীর অ্যাট্রোসিটির (হত্যাযজ্ঞ) সঙ্গে জড়িত, যাঁদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জিয়াউল আহসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

চিফ প্রসিকিউটরের দ্বিতীয় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানকে এক দিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান গ্রেপ্তারের পর এখন কারাগারে আছেন।

ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, তদন্ত সংস্থা জিয়াউল আহসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল বাকু স্টেডিয়ামের ন্যাশনাল প্লেনারি হলে ইউএইর প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পিআইডি

১২০০ কোটি ডলার প্রয়োজন বছরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই ভয়ংকর অবস্থা ও তার নিরসনে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের কথাই তাঁরা বাকুতে তুলে ধরছেন।

প্রেস সচিব জানান, দেশের ২৯টি এনজিও ও নাগরিক সমাজের সংগঠনকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন দেশের এই ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরে আরও বেশি অর্থ সাহায্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে। প্রধান উপদেষ্টা চান, সম্মেলন শেষে যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হবে, তাতে বাংলাদেশের উদ্বেগ ও চাহিদা যেন জায়গা পায়।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

এদিকে বাসস জানায়, কপ ২৯ জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে গতকাল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানসহ বেশ কয়েকজন বিশ্বনেতার সাক্ষাৎ হয়েছে। এ সময় তাঁরা জলবায়ু সংকট সমাধানের উপায় এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেসসচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে তুরস্ক ও আমিরাতের প্রেসিডেন্টসহ ২০ জন বিশ্বনেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, 'নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানান।'

প্রধান উপদেষ্টাকে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ জানান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। তিনি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় ড. ইউনূস তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

ছাত্র আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিককে মুক্তি দেওয়ায় আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানকে ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা।

গতকাল জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশ্বনেতাদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ঘানার প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আড্ডো, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু, আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইদি রামা, নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোডেল, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।

সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় যুব উৎসবে যোগ দিতে তিনি প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মিসরের আল-আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম ড. আহমেদ আল-তাইয়েবও। এ সময় হাজার বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠান আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান গ্র্যান্ড ইমাম। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য 'ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ' ঘোষণা করবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ঋণ একটি মানবাধিকার। কারণ, এটি মানুষের জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। গতকাল বাকুতে কপ২৯-এর ফাঁকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সম্মেলনের বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস যৌথভাবে 'এ গ্লোবাল কনভারসেশন : অ্যাকসেস টু ফাইন্যান্স ফর স্মল স্কেল ফারমার্স' শিরোনামের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আজ বুধবার কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (কপ২৯)-এর 'ওয়ার্ল্ড লিডারস ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের' উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেবেন ড. ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং গতকাল এ কথা জানিয়েছে।

সরকারকে 'চাপে' রাখতে চায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। প্রায় অভিন্ন লক্ষ্য সামনে রেখে সমাজের ভিন্ন অংশের সঙ্গে কাজ করছে এই দুই সংগঠন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাজ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আর নাগরিক কমিটির কাজ পেশাজীবীকেন্দ্রিক।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে পদচ্যুত করার বিষয়ে কিছুদিন আগে জোরালো দাবি তুলেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। দাবি পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারকে সময়ও বেঁধে দিয়েছিল তারা। এ বিষয়ে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ কেন নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দুই সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অনেকে।

সমালোচনা ও কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, বিষয়টি এমন নয় জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনজন ছাত্র প্রতিনিধি সরকারে থাকায় অনেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সরকারের অংশ বলে মনে করছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউ কেউ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির কার্যক্রমকে 'কিংস পার্টি' গঠনের তৎপরতা বলে সন্দেহ করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি দুটি স্বতন্ত্র সত্তা, কোনোভাবেই তারা সরকারের অংশ নয়। এই পার্থক্যরেখাটা পরিষ্কার করতে চাইছেন তাঁরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নই তাদের সব কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ বিষয়ে সংগঠনের সক্রিয় একজন সদস্য *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অন্ধভাবে সরকারকে সমর্থন করলে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে জনগণের কাছে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। তাই সরকারের সবকিছুতে আমরা অন্ধ সমর্থন দেব না।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা *প্রথম আলো*কে বলেন, কোনো দ্বন্দ্ব না থাকলেও অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এর কারণ অন্তর্বর্তী সরকার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্র-জনতার মতামত নিচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সরকার তথ্য পরিষ্কারভাবে 'শেয়ার' (আদান-প্রদান) করছে না, যা সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করছে।

সমালোচনায় নাগরিক কমিটিও

অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমালোচনা করছে জাতীয় নাগরিক কমিটিও। নতুন করে উপদেষ্টা নিয়োগের পর গত সোমবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা বলেছে, অভ্যুত্থানের অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

জাতীয় নাগরিক কমিটি গত সেপ্টেম্বর মাসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিল, মানুষ যেসব আকাঙ্ক্ষা থেকে আন্দোলন করেছিল, সেই সব আকাঙ্ক্ষা এখনো অধরা। যেকোনো ইস্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের তৎপরতা খুবই মন্থর ও ধীরগতির। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে যদি সরকার ধারণ করতে না পারে, তা হবে দেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর।

জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা না করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণেই কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে, তা জনবান্ধব নয়। কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় উপদেষ্টা নিয়োগ করা হচ্ছে, ছাত্র-জনতার অধিকার আছে তা জানার।

“ সবাই ভাবছে, তিন মাসেই সবকিছু সুন্দর হয়ে যাবে। এত সোজা তো নয় একটা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বের করে নিয়ে আসা।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, বিএনপি; অন্তর্বর্তী সরকারকে সময় দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে

সংক্ষেপে

ইউনিয়নের সাবেক এমডির বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ

ইউনিয়ন ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও টাকা পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কার্যালয়ে তাঁর দুর্নীতির বিষয়ে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগে বলা হয়, এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর সঙ্গে বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, এস আলম গ্রুপ ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যবসা রয়েছে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা দেখিয়ে তিনি ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টাকা লুটপাট ও পাচার করেছেন। তিনি বরখাস্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দুদকে জমা দেওয়া অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, মোকাম্মেল হক নিজে রংধনু বিল্ডার্স, ক্যাপিটালল্যান্ড ও মিথিলা টেক্সটাইলের নামে ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন। পরে ইউনিয়ন ব্যাংক এই ঋণগুলো খেলাপি হিসেবে ঘোষণা করলেও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া গুলশান-১-এর জব্বার টাওয়ারের পাশের প্লটটি ইউনিয়ন ব্যাংকের জন্য কিনতে ব্যাংকটি থেকে আজাদ অটোমোবাইলসের নামে ১৪০ কোটি টাকার ঋণ তোলা হয়। সেখান থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন মোকাম্মেল হক।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢালাও মামলার প্রবণতা অত্যন্ত বিব্রত করে

বলেছেন আইন উপদেষ্টা

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আইন উপদেষ্টা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

দেশে ঢালাও মামলার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যা বিব্রতকর বলে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, আইনগতভাবে বিষয়টি কীভাবে সামাল (ট্যাকল) দেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান আইন উপদেষ্টা।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘দুটি ব্যাপারে ওনাদের (বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন) কাছে নির্দিষ্টভাবে সহায়তা চেয়েছি। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে গায়েবি মামলা হতো। সরকারের পক্ষ থেকে গায়েবি মামলা দিত। আর এখন আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো মামলা দিচ্ছি না। সাধারণ লোকজন, ভুক্তভোগী লোকজন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, তারা অন্যদের ব্যাপারে ঢালাও মামলা দিচ্ছে।’

আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘ঢালাও মামলার একটা খুব মারাত্মক প্রকোপ দেশে দেখা দিয়েছে, এটি আমাদের অত্যন্ত বিব্রত করে। আমরা অনেক ধরনের আইনি সংস্কারের কথা ভাবছি। আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছি।...ওনাদের কাছে আমাদের একটা প্রত্যাশা যে ওনারা আইনগতভাবে কীভাবে বিষয়টি ট্যাকল (সামাল) করা যায়, পরামর্শ নিতে এসেছি। ওনারা পরামর্শ দেবেন, কাজ করে, রিসার্চ (গবেষণা) করে জানাবেন।’

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘নেক্সটে (পরবর্তী সময়ে) উচ্চ আদালতে যে বিচারক নিয়োগ হবে, সেটি আমরা একটা আইনের মাধ্যমে করতে চাচ্ছি। আইনের মাধ্যমে করার দাবি সমাজে বহুদিন যাবৎ আছে। ২০০৮ সালে এ রকম একটা আইন হয়েছিল। পরে তা আইনে রূপান্তরিত হয়নি। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এসে ওটাকে আইনে রূপান্তরিত করেনি। ওই আইনটা আরও বেশি যুগোপযোগী করার জন্য ওনাদের (বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন) সহায়তা চেয়েছি, যাতে নেক্সটে যে নিয়োগ হবে, সেটি যাতে আমরা আইনের মধ্য দিয়ে করতে পারি।’

গতকাল বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আলোচনায় কমিশনের কাজের অগ্রগতি কতটুকু, এটি জানতে চেয়েছি। ওনারা যেভাবে এগোচ্ছেন, আমি খুবই আশাবাদী।...ওনারা (বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন) কিছু সমস্যার কথাও বলেছেন। ওনাদের যথেষ্ট সাপোর্ট (সহায়তা) দিতে পারছি না।’

রস সংগ্রহ শীত পড়তে শুরু করেছে গ্রামাঞ্চলে। তাই ব্যস্ততা বেড়েছে গাছিদের। রস সংগ্রহের জন্য খেজুরগাছ প্রস্তুত করছেন গাছি আবদুল মজিদ। রস বিক্রির পাশাপাশি গুড় তৈরি করেন তিনি। সম্প্রতি পাবনার বড় মাটিয়াবাড়ি এলাকায়। ছবি : হাসান মাহমুদ

সেমিনারে বক্তারা

সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কী করছে, রাজনীতিকেরা জানেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান সংস্কারসহ রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার কী করছে, রাজনৈতিক নেতারা তা জানেন না। কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। এই সরকার সব রাজনৈতিক দল, সর্বস্তরের জনসাধারণের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় বসেছে। কিন্তু তিন মাসে তারা তিনজন উপদেষ্টাও ভালোভাবে নিয়োগ দিতে পারেনি। এভাবে চলতে থাকলে অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে কতটুক সক্ষম হবে, তা নিয়ে গভীর শঙ্কা সৃষ্টি হবে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ‘সংবিধান সংস্কার’ শীর্ষক সেমিনারে এ কথা উঠে আসে। নাগরিক ঐক্য আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাকিব আনোয়ার। এতে বলা হয়, গত ৫৩ বছরে ১৭ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে মূলত দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান বলেন, ‘সংবিধানের জন্য জনগণ নয়, জনগণের জন্য সংবিধান’ এই নীতির ওপর ভিত্তি করে সংশোধন করতে হবে।

ফ্যাসিস্ট শক্তি প্রতিমুহূর্তে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, তাদের এই হীনতৎপরতা ভারত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কারী হাসনাত কাইয়ুম বলেন, সংস্কার বা পরিবর্তন যা-ই হোক, তা এমন হতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের মৌলিক অধিকারবিরোধী কোনো আইন করতে না পারে।

আরও বক্তৃতা করেন ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সাবেক জেলা জজ ইফতেদার আহমেদ, ইবাইস ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য ড. আরিফুর রহমান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ওমর ফারুক প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার।

আলোচনায় এল সংবিধান সংস্কারের নানা বিষয়

সংবিধান সংস্কার কমিশন

কমিশন গত সোমবার মতবিনিময় শুরু করেছে। গতকাল বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান সংস্কার কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় সংবিধান সংস্কার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য, গণভোট, নির্বাচনব্যবস্থা, সরকারব্যবস্থাসহ নানা বিষয়ে প্রস্তাব উঠে এসেছে বলে সভা সূত্রে জানা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনের ক্যাবিনেট কক্ষে সংবিধান সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে এই মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ ছয়টি কমিশন কাজ শুরু করেছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ছয়টি কমিশন সরকারের কাছে তাদের সংস্কার প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা।

অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন সোমবার থেকে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তারা।

সভা শেষে সংবিধান সংস্কার কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সংস্কারের বিভিন্ন দিক নিয়ে মত দেন অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি আব্দুল মালেক, মানবাধিকারকর্মী খুশী কবির, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, আলেম ও গবেষক মুসা আল হাফিজ, মানবাধিকারকর্মী শাহিন আনাম, ড. শহিদুল আলম ও মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী।

সভায় অংশ নেওয়া স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব তৈরির পর একটি গণপরিষদ নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এই গণপরিষদ সংবিধান অনুমোদন করবে। এ ছাড়া তিনি প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা না করে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক সংস্থা করা এবং স্থানীয় সরকার ও শাসন কমিশন নামে একটি কমিশন করাসহ বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন।

তবে সংবিধান অনুমোদন করা নিয়ে ভিন্ন মত দেন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি সভায় বলেছেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন একটি খসড়া শাসনতন্ত্র লিখবে। সেটা অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদনের ঘোষণা দিলে সমস্যা বাড়বে। তাঁর প্রস্তাব হলো—খসড়া শাসনতন্ত্র পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। সংসদে আলোচনা করে সেটিকে আরও শুদ্ধ করে গ্রহণ করবে। পরে এটি নিয়ে যাতে গণভোট করা যায়।

অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, তিনি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ করা, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার—এই তিন বিষয়কে সংবিধানের মূলনীতি ঘোষণা করা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে কিছু ভারসাম্য আনা, জাতির পিতা প্রশ্নে ‘ফাউন্ডিং ফাদার্স’ ধারণায় যাওয়া, গণভোট চালু করা, প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থার বিধান না করা, আনুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতিতে না যাওয়া, কখন জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে তা সংবিধানে স্পষ্ট করা, সংবিধানের পরিশিষ্টে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তালিকা দেওয়াসহ বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন।

মতবিনিময় সভায় অংশ নেওয়া জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, সংস্কার কমিশন তাদের প্রস্তাব দেবে। কিন্তু কীভাবে এই সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে তা পরিষ্কার নয়। এখানে কি গণপরিষদ করা হবে, নাকি পরবর্তী নির্বাচিত সরকার করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সংবিধান সংশোধন করার কোনো পদ্ধতি নেই। সংবিধান সংশোধন অধ্যাদেশ করে করা যাবে না।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মতবিনিময় সভায় সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী ও ফিরোজ আহমেদ অংশ নেন।

স্বামীকে ‘মৃত’ দেখিয়ে হাসিনাসহ ১৩০ জনের নামে মামলা

ঢাকার আশুলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সিলেট ও সাভার*

আল আমিন মিয়া

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিল চলাকালে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গুলিতে স্বামী নিহত হয়েছেন উল্লেখ করে এক নারী মামলা করেন। এর তিন মাস পর তাঁর স্বামী থানায় এসে হাজির হয়ে জানান, তাঁর অজান্তে স্ত্রী তাঁকে ‘মৃত’ দেখিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা করেছেন। ঘটনা ঘটেছে ঢাকার আশুলিয়ায়।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৪ অক্টোবর কুলসুম বেগম (২১) নামের এক নারী তাঁর স্বামীকে হত্যার অভিযোগ এনে ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনকে আসামি করা হয়। পরে এটি ৮ নভেম্বর ঢাকার আশুলিয়া থানায় এজাহারভুক্ত হয়।

মামলার বাদী কুলসুম স্থায়ী ঠিকানা দেখিয়েছেন মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার স্বল্প সিংজুরী বাংগালা গ্রামে। বর্তমান ঠিকানা দেখিয়েছেন আশুলিয়ার জামগড়া। এজাহারে উল্লেখ করেছেন, ৫ আগস্ট সকালে তাঁর স্বামী মো. আল আমিন মিয়া (৩৪) মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিকেল ৪টার দিকে আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় বিজয়মিছিলে ছিলেন। তবে পরাজয় মেনে না নিতে পেরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নির্বিচার গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর স্বামী নিহত হন।

মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান খান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছালাম, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকসহ ১৩০ জনের নাম উল্লেখ আছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আল আমিন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার পিরিজপুরের বাসিন্দা। মামলা দায়েরের প্রায় দুই সপ্তাহ পর তিনি জানতে পারেন, তাঁকে ‘মৃত’ দেখিয়ে স্ত্রী মামলা করেছেন। মামলা থেকে আসামির নাম প্রত্যাহার করার কথা বলে নাকি লোকজনের কাছ থেকে টাকাও নিচ্ছেন। আল আমিন তখন মৌলভীবাজারের জুড়িতে ছিলেন। তিনি থানায় যোগাযোগ করেন। সেখানকার পুলিশ তাঁকে নিজের এলাকা দক্ষিণ সুরমা থানায় বিষয়টি জানাতে পরামর্শ দেয়।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে জানান, আল আমিন গত সোমবার দক্ষিণ সুরমা থানায় এসে বিস্তারিত জানান। পুলিশ বিষয়টি আশুলিয়া থানাকে অবহিত করে। পরে সেখানকার পুলিশ এসে গতকাল মঙ্গলবার তাঁকে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায়।

আশুলিয়া থানায় গতকাল রাতে আল আমিন *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘৫ আগস্ট সে (স্ত্রী) আমার সঙ্গে সিলেটেই ছিল। এর তিন-চার দিন পর ঝগড়া করে মানিকগঞ্জে চলে যায়। তিন-চার দিন আগে একজনের কাছ থেকে জানতে পারি, আমি ৫ তারিখের (৫ আগস্ট) আন্দোলনে মারা গেছি উল্লেখ করে সে একটা মামলা করছে।’

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কামাল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, বাদী কুলসুম মিথ্যা মামলা করেছেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে কুলসুমের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি ফোন ধরেননি।

জরিমানা আদায় ট্রাফিক পুলিশের | রাজধানীতে গত সোমবার বিভিন্ন অনিয়মে ৭৯ লাখ ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ট্রাফিক পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কারের জন্য সময় দেওয়া উচিত

বললেন মির্জা ফখরুল

গতকাল লালমনিরহাট সদরে জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রতিনিধি, *লালমনিরহাট*

মির্জা ফখরুল

অন্তর্বর্তী সরকার যাতে নির্বাচনব্যবস্থাসহ অন্যান্য সংস্কারকাজ সঠিকভাবে শেষ করতে পারে, সে জন্য অবশ্যই তাদের সময় দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে লালমনিরহাট সদরের বড়বাড়িতে জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে ছয়টি কমিটি করেছে সংস্কারের জন্য। তারা কাজও শুরু করেছে। তার মধ্যে নির্বাচনব্যবস্থাকে সংস্কার, সংবিধান সংস্কার ও অন্য বিষয়গুলো রয়েছে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের একটু সহনশীল হয়ে এই সংস্কারের বিষয়গুলো যেন তারা শেষ করতে পারে, সেই সময়টুকু আমাদের তাদের দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানুষের সহনশীলতার অভাব আছে। সবাই ভাবছে, তিন মাসেই সবকিছু সুন্দর হয়ে যাবে। এত সোজা তো নয় একটা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বের করে নিয়ে আসা।'

বর্তমান সরকারের চরিত্র একটু ভিন্ন মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'একটি বিপ্লবের পরে এই সরকার এসেছে এবং এই বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি ছিল ছাত্ররা। তারা এই সরকারের সঙ্গে যুক্ত আছে। সুতরাং এর বৈশিষ্ট্য কিন্তু অন্যান্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো নয়। তাকে বিশ্লেষণ করতে হলে, পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের সে দিকটি লক্ষ রাখতে হবে।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশংসা করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমি মনে করি, এই সরকার অত্যন্ত ভালোভাবে শুরু করেছে। কারণ, একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রশাসন, বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন, সেখান থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তোলা, সেই সঙ্গে নির্বাচনের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। যারা ফ্যাসিবাদী শাসন করেছে, গণহত্যা করেছে, তাদের কারাগারে নেওয়া, আইনের আওতায় নিয়ে আসা—এই বিষয়গুলো তারা কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে করছে।'

চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবাসিক এলাকা, মুক্তিযোদ্ধা আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন কলোনি গড়ে উঠেছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী মনিরা পারভীন বলেন, 'নগরের বেশ কিছু জায়গায় পাহাড় কাটার অভিযোগ পাচ্ছি। আমরা অভিযোগ শুনলেই সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রশাসনকে অবহিত করি। এ ছাড়া আকবরশাহ এলাকায় পাহাড় কাটা বন্ধে গত সোমবার পাহাড়ের মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। পশ্চিম খুলশীতেও একইভাবে বৈঠক করার কথা রয়েছে।'

দুই এলাকায় পাহাড় কাটা বেশি

'হিল কাটিং ইন অ্যারাউন্ড চিটাগং সিটি' নামে অধ্যাপক সিরাজুল হকের এক গবেষণায় দেখা যায়, চট্টগ্রাম নগরে ২০০০ সালে পাহাড় কাটা এলাকার পরিমাণ ছিল ৬৭৯ হেক্টর। এক যুগ পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ২৯৫ হেক্টরে। ২০০০ ও ২০১২ সালের গুগল আর্থের ছবি বিশ্লেষণ করে এই গবেষণা করা হয়।

৪৫ বছরে শহরের সবচেয়ে বেশি পাহাড় নিধন হয়েছে বায়েজিদ থানা ও পাহাড়তলী বা আকবরশাহ এলাকায়। ২০১২ সালে প্রকাশিত সিরাজুল হকের গবেষণায়, ১৯৭৬ সালে নগরের পাঁচ থানা এলাকায় মোট পাহাড় ছিল ৩২ দশমিক ৩৭ বর্গকিলোমিটার। ২০০৮ সালে তা কমে হয় ১৪ দশমিক শূন্য ২ বর্গকিলোমিটার। নগরের বায়েজিদ ও পাহাড়তলী এলাকায় সবচেয়ে বেশি পাহাড় কাটা পড়েছে। ওই সময়ে বায়েজিদে ৫ বর্গকিলোমিটার ও পাহাড়তলীতে (বর্তমানে ভাগ হয়ে আকবরশাহ থানা) ৪ বর্গকিলোমিটার পাহাড় কাটা হয়।

পাঠক কুইজ চলবে আর মাত্র দুই দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকদের জন্য অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার গতকাল মঙ্গলবার ছিল অষ্টম দিন। আর মাত্র দুই দিন বাকি। সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এ কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী বিজয়ী হন ১৫ জন।

অষ্টম দিনের বিজয়ী ব্যক্তিরা হলেন কুমিল্লার মো. নুরুল আমিন, জাহিদ হাসান ও এমদাদুল হক; ফেনীর মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন; ঢাকার আয়শা আক্তার, তানবিম আকরাম তমা, মারিয়াম সাথী ও নুসরাত জাহান মীম; চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আসিফুর রহমান, মো. মোর্শেদ ও জয় চৌধুরী; ঝালকাঠির মারজান হোসেন অথৈ, সাতক্ষীরার মাছুম বিল্লাহ, সিরাজগঞ্জের আবদুল কাদের ও কুষ্টিয়ার ফারুক হোসেন। বিজয়ীদের প্রত্যেকে পাবেন দুই হাজার টাকার গিফট চেক।

বিজয়ী ফারুক হোসেন বলেন, 'নির্ভরযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ সংবাদ এবং বিশেষ ব্যক্তিদের কলাম পড়তে উচ্চমাধ্যমিক থেকেই আমার একমাত্র ভরসা *প্রথম আলো*। প্রিয় পত্রিকার পাঠক কুইজে বিজয়ী হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।'

বিজয়ী নুসরাত জাহান মীম বলেন, 'পাঠক কুইজের জন্য প্রতিদিন পত্রিকা পড়ছি এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করছি। এই অভ্যাস আমি বজায় রাখার চেষ্টা করব।'

অষ্টম দিনের পাঠক কুইজ

ফারুক হোসেন

নুসরাত জাহান

এমদাদুল হক

বিজয়ী এমদাদুল হক বলেন, 'এমন আয়োজন পত্রিকা পড়ার আগ্রহ তৈরি করে। আমি *প্রথম আলোর* এই আয়োজনে আগেও সম্পৃক্ত ছিলাম।'

প্রতিদিনের মতো গতকালও কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও তার আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। কুইজের এই আয়োজন টানা ১০ দিন চলবে। প্রতিদিনই সবচেয়ে কম সময়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জনের প্রত্যেকে ২ হাজার টাকার গিফট চেক পাবেন।

পাঠক কুইজের এ আয়োজন চলবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। নিবন্ধন করা যাবে এই ঠিকানায় prothomalo.com/quiz

সাবেক নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়ার ইন্তেকাল

বাসস, *ঢাকা*

স ম জাকারিয়া

সাবেক নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়া (৭৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

২০০২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০০৬ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স ম জাকারিয়া। এরপর ২০০৬ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তিনি।

প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধির বাবার ইন্তেকাল

প্রতিনিধি, *পঞ্চগড়*

খিজিম উদ্দিন আহমেদ

প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলামের বাবা খিজিম উদ্দিন আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বাড়ি পঞ্চগড় সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের কমলাপুর এলাকায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় নিজ বাড়িতে তিনি মারা যান।

খিজিম উদ্দিন আহমেদের বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে ও পাঁচ ছেলে রেখে গেছেন।

আজ বুধবার বাদ জোহর জানাজা শেষে খিজিম উদ্দিন আহমেদকে নিজ এলাকায় কমলাপুর জামে মসজিদ কবরস্থানে দাফনের কথা রয়েছে।

খিজিম উদ্দিন আহমেদ পঞ্চগড় চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পঞ্চগড় সদর সাবরেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত দলিল লেখক ছিলেন।

সব প্রকল্প থেকে কমিশন নিতেন ধীরেন্দ্র দেবনাথ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই স্থাপনা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে তিনি এলাকায় এলে নিজের আমতলাপাড়ের বাড়িতে না থেকে এখানেই থাকতেন।

বরগুনা পাউবোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৬১-৬২ সালে পাউবো বাঁধ নির্মাণের জন্য উপজেলা পরিষদের সামনের ওই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরে সেই জমিতে পরিষদের মসজিদের ব্যবহারের জন্য একটি দিঘি খনন করা হয়।

জেলা প্রশাসন ও পাউবোর কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, শম্ভু ২০০৯ সালে অধিগ্রহণ করা জমি তাঁর মায়ের দাবি করে অবমুক্তি বা ফেরত চেয়ে জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কাছে আবেদন করেন। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে ৪৩ শতাংশ জমি তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী, অব্যবহৃত থাকলে আগের মালিক বা তাঁর ওয়ারিশরা সরকারের অধিগ্রহণ করা জমি ফেরত নিতে পারেন। তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ নেওয়া সরকারের টাকা ফেরত দেওয়ার বিধান আছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানের কাছে আবেদন করতে হয়। ওই সংস্থা এ-সংক্রান্ত অনাপত্তিপত্র (এনওসি) ডিসি কার্যালয়ে পাঠায়। ডিসি তা ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠান। সেখান থেকে মতামত আসার পর ডিসি আবেদনকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা ফেরত নিয়ে জমি অবমুক্ত করার আদেশ দেন।

এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভাষ্য, এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। ৮ থেকে ১০ বছর সময় লেগে যায়। কিন্তু ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু তিন বছরে জমিটি ফেরত পান।

তবে অধিগ্রহণ করা জমি আগের মালিককে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ১৯৯৮ সালের এবং আপিল বিভাগের ২০০২ সালের পৃথক দুটি সিদ্ধান্ত আছে। সিদ্ধান্তে এসব জমি ফেরত দেওয়ার বিষয়ে মালিকদের দাবির এখতিয়ার রহিত করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এটি পালনে ব্যত্যয় দেখা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ১৬ জুন ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব সারা দেশের ডিসি ও ভূমি অধিগ্রহণকারী অফিসপ্রধানদের কাছে একটি চিঠি দেন। তিনি আদালতের নির্দেশনা পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শম্ভুর ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় হয়।

শম্ভুর জমিসংক্রান্ত বিষয়ে বরগুনা পাউবোর কার্যালয়ে পাওয়া চিঠিতে দেখা গেছে, পাউবোর তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভুর জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তৎকালীন ডিসিকে চিঠি দেন। এর বাইরে জমি অবমুক্তির আবেদন, অনাপত্তিপত্রসহ অন্য কোনো নথি বরগুনা পাউবো দপ্তরে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে বরগুনা পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিব *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি পাউবো থেকে নয়, ডিসি কার্যালয় থেকে হয়েছিল। তাই এখানে কোনো নথি নেই। পাউবোর অনাপত্তি লাগে, এমন তথ্য জানালে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই।'

বরগুনার ডিসি মোহাম্মদ শফিউল আলমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এখানে নতুন। বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।'

শম্ভুর জমির নেশা

বরগুনা সদরের টাউন হল সেতুর উত্তর পাড়ের উঁচু প্রাচীরঘেরা বাড়িটি যে কারও নজরে পড়ে। ২১ শতাংশ জমির এই বাড়ির মালিক ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু। এর ১ শতাংশ তাঁর নিজের নামে, বাকি ২০ শতাংশ তাঁর দুই মেয়ের নামে। অভিযোগ আছে, ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম টাকা দিয়ে তিনি জমিটি কিনেছেন। ওই জমির মালিক ছিলেন বিধান চন্দ্র শীল। যথাযথ দাম পেয়েছেন কি না, জানতে চাইলে তিনি সরাসরি কোনো জবাব দেননি। তিনি বলেন, 'মনে অনেক কষ্ট।'

আমতলী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমানের কাছ থেকে তাঁর চাওড়া মৌজার ৫ শতাংশ জমি নামমাত্র দামে দলিল করে নেন শম্ভু। এ বিষয়ে মতিয়ার রহমান বলেন, সাবেক এমপি ব্যক্তিগত কার্যালয় করার জন্য নামমাত্র মূল্যে তাঁর কাছ থেকে জমিটি নেন।

তালতলী উপজেলার বড় নিশানবাড়িয়া মৌজার ১৫০ নম্বর খতিয়ানের ১৪ একর জমি প্রভাব খাটিয়ে দখল করার অভিযোগ আছে শম্ভু ও তাঁর ছেলে সুনাম দেবনাথের বিরুদ্ধে। জমির মালিকপক্ষের একজন ফারুক হোসেন বলেন, 'ওই জমি আমরা নিলামে কিনি। নিলামের বিরুদ্ধে এক পক্ষ আদালতে মামলা করে। রায়ে জমিটি আমরা পাই। ২০২১-২২ সালের দিকে শম্ভু ও তাঁর ছেলেসহ তিনজন ১৪ একর জমির দলিল করেন। রাখাইন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে জমির মালিক বানিয়ে দলিলটি করেছিলেন তাঁরা। তবে বর্তমানে জমিটি আমাদের দখলে আছে।'

আমতলী পৌর শহরের পুরাতন লঞ্চঘাট এলাকায় পাউবোর অধিগ্রহণ করা ১২ শতাংশ জমি নিজের বাবার দাবি করে দখলে নেওয়ার অভিযোগ আছে শম্ভুর বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে বরগুনা পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাকিব বলেন, ২০১৩ সালে হাঁস-মুরগির খামার করার জন্য ৬ শতাংশ জমি ইজারা দেওয়া হয়েছিল। মেয়াদ ছিল তিন বছর। তবে সেটি আর নবায়ন করা হয়নি। জমিটি সাবেক সংসদ সদস্যের দখল থেকে মুক্ত করা হবে।

টিআর-কাবিখার টাকা আত্মসাৎ

অভিযোগ আছে, গত ১৬ বছরে এলাকায় টিআর, কাবিখা ও ৪০ দিনের কাজের যত প্রকল্প এসেছে, শম্ভু সিংহভাগ প্রকল্পে নামমাত্র কাজ করিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০২১ ও ২০২২ সালে ছোট-বড় প্রায় ৪৩২টি প্রকল্পে ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। তবে নামমাত্র কাজ হয়েছে। বেশির ভাগ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন শম্ভু। প্রতিটি কাজের জন্য লাখে ২০ হাজার টাকা করে কমিশন আদায় করা হতো তাঁর নামে।

নথি ঘেঁটে দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে বরগুনা-১ আসনের তিনটি উপজেলায় এমপির বিশেষ বরাদ্দের আওতায় ১৮১টি প্রকল্পে তিন কিস্তিতে ১ কোটি ১৪ হাজার ৬৬৬ টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার। এর মধ্যে ১৮টি প্রকল্পে কিছু কাজ হলেও বাকিগুলোতে কোনো কাজ না করেই টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়।

স্থানীয় একাধিক ব্যক্তির অভিযোগ, শম্ভুর পছন্দের লোকজন ছিলেন এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে। মূলত টাকা ভাগাভাগি নিশ্চিত করতে তাঁদের কাজগুলো দেওয়া হতো। ওই সময় বরগুনা সদর ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান গোলাম আহাদের একটি অডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, বরাদ্দের অর্ধেক টাকা শম্ভুকে দিয়ে কাজ আনতে হয়। বাকি টাকা ভাগাভাগি হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা লোকজনের মধ্যে। ফলে কাজ করার টাকা থাকে না।

২০২১-২২ অর্থবছরে টিআর, কাবিখা ও কাবিটার আওতায় ২৮০টি প্রকল্পে বরাদ্দ আসে শম্ভুর নামে। এর মধ্যে ২৩৩টি টিআর প্রকল্পে ১ কোটি ৭৫ লাখ ৯৯৯ টাকা এবং ৪৭টি কাবিখা বা কাবিটা প্রকল্পে ১ কোটি ৩৯ লাখ ৯২৪ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসব প্রকল্পের একটিতেও কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়া হয়। আমতলী সরকারি কলেজ মাঠে বালু ফেলার প্রকল্প দেখিয়ে ২ লাখ টাকা তোলা হলেও ওই মাঠে কোনো ফেলা হয়নি। একই ঘটনা ঘটে ওই নুরুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আমতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠের ক্ষেত্রেও।

নিয়োগ-বাণিজ্য

২০১৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বরগুনায় সংবাদ সম্মেলন করে শম্ভুর নামে ২৪টি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির। অভিযোগের মধ্যে অন্যতম ছিল নিয়োগ-বাণিজ্য। এতে বলা হয়েছিল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী কাম দপ্তরি নিয়োগে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নিয়েছিলেন শম্ভু। পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের সুপারিশে নিয়েছিলেন ১০ লাখ টাকা করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য নেন ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা করে। জেলা হাসপাতালের কর্মচারী নিয়োগে নিতেন ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা করে।

নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। বরগুনা সদরের আনোয়ার হোসেন নামের একজন অভিযোগ করেন, 'বরগুনা সদরের গর্জনবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য স্কুল কমিটির সভাপতি আমার কাছ থেকে এমপিকে দেওয়ার কথা বলে ১৩ লাখ টাকা নেন। পরে আরেকজনের কাছ থেকে বেশি টাকা নিয়ে তাঁকে চাকরি দেওয়া হয়। আমার টাকা ফেরত পাইনি।'

দলে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব

ধীরেন্দ্র দেবনাথ নিজের প্রভাব বজায় রাখতে দলীয় নানা পদে স্বজনদের বসিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবনাথ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, একমাত্র ছেলে সুনাম দেবনাথ জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক। ছেলের শ্বশুর অমল তালুকদার জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ, চাচাশ্বশুর সুবল তালুকদার প্রচার সম্পাদক।

ছোট ভায়রা সিদ্দিকুর রহমানকে বানিয়েছেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান। সিদ্দিকুর যুবলীগ নেতা বাদশা হত্যা মামলার অন্যতম আসামি। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বাহিনী তৈরি করে প্রভাব বিস্তার করা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, টেন্ডারবাজিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

বরগুনা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ হোসেন মৃধা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শম্ভু দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের উপেক্ষা করে তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের বিভিন্ন পদে বসান। স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে দলীয় প্রার্থীদের হারিয়ে নিজের কর্তৃত্ব ধরে রাখেন। প্রতিবাদ করলে প্রতিহিংসার শিকার হতে হতো।'

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্য এলাকার মানুষের কাছে বিতর্কিত হলেও আওয়ামী লীগ দ্বাদশ নির্বাচনে ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে মনোনয়ন দেয়। তবে দলের তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। এতে শোচনীয়ভাবে হেরে যান তিনি। ভোট পাওয়ার দিক দিয়ে তিনি তৃতীয় অবস্থানে ছিলেন। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আত্মগোপনে চলে যান। গত সোমবার রাতে রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশ। রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা ব্যবসায়ী আবদুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল আদালতের মাধ্যমে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এর আগে অবৈধভাবে ৫০০ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশনের উপপরিচালক সিলভিয়া ফেরদৌস গত ১০ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, তাঁর ছেলে সুনাম দেবনাথ, স্ত্রী মাধবী দেবনাথ ও ছেলের স্ত্রী কাসপিয়া তালুকদারের সম্পদের হিসাব তলব করেছেন।

এক বছরে এসেছে ১০ লাখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোয়ারেন্টাইন অ্যান্ড সার্টিফিকেশন সার্ভিস থেকে সনদ নিতে হবে। ওই সনদ থাকলেই কেবল বেনাপোল বন্দরে ডিমের চালান খালাস করা হয়। এ ছাড়া গত ২২ অক্টোবর নতুন আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ। সেখানে বলা হয়েছে, এখন থেকে আইএসও সনদপ্রাপ্ত বাংলাদেশি ল্যাব থেকে নমুনা পরীক্ষা করে মাইক্রো প্লাজমা, এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ তিনটি রোগের বিষয়ে সনদ নিতে হবে। নতুন এই শর্ত পূরণ করতে গিয়ে আমদানিকারকেরা ভোগান্তিতে পড়ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কলকাতার সনদের ভিত্তিতে ঢাকার হাইড্রোল্যান্ড সল্যুশান নামের একটি প্রতিষ্ঠান ডিমের তিনটি চালান আমদানি করেছিল। কিন্তু অক্টোবর মাসে নতুন শর্ত যুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারির পর এই প্রতিষ্ঠানও ডিম আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। আমদানিকারকেরা বলছেন, ডিম আসার পর নমুনা সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কোয়ারেন্টিন সনদ নিয়ে তা আবার বন্দরে পৌঁছাতে চার থেকে পাঁচ দিন সময় লাগবে। অন্যদিকে স্থলবন্দরে অপেক্ষায় থাকা ট্রাকের পেছনে প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বাড়তি মাশুল গুনতে হবে। এতে আমদানি খরচ বেড়ে যাবে।

এ বিষয়ে হাইড্রোল্যান্ড সল্যুশানের স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আইএসও সার্টিফায়েড ল্যাব বেনাপোল বন্দর বা যশোর-খুলনাঞ্চলে নেই। ওই ল্যাব আছে ঢাকার সাভারে। নমুনা সংগ্রহের পর পরীক্ষা করে তা বন্দরে পাঠাতে যে সময় লাগবে, তাতে ডিম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। লোকসানের ঝুঁকি বেশি থাকার কারণে ডিম আমদানি আপাতত বন্ধ রেখেছি।'

জানতে চাইলে বেনাপোল বন্দরের কোয়ারেন্টিন স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শার্শা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তপু কুমার সাহা বলেন, 'ডিম আমদানি সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপনে বলা আছে, ডিম আমদানির ক্ষেত্রে তিনটি রোগের পরীক্ষা আইএসও সার্টিফায়েড ল্যাব থেকে করাতে হবে। ঢাকার সাভারের সরকারি কিউসি ল্যাব অথবা আইএসও সার্টিফায়েড অন্য কোনো বেসরকারি ল্যাব থেকেও করা যাবে। নমুনা পরীক্ষা প্রক্রিয়া শেষ করতে অন্তত চার দিন লেগে যাবে।'

আমদানিকারকেরা কেন ডিম আমদানি করছেন না, সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে কোনো তথ্য নেই। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সুব্রত দে *প্রথম আলোকে* বলেন, আমদানিকারকদের কাছে এ বিষয়ে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। তবে ডিম আমদানিতে উৎসাহ দিতে ইতিমধ্যে ৫ শতাংশ শুল্ক কমানো হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) এ ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তারপরও কী কারণে আমদানিকারকেরা আগ্রহী হচ্ছেন না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

সরকারের নতুন প্রজ্ঞাপন বিষয়ে জানতে চাইলে সুব্রত দে বলেন, 'প্রাণিসম্পদ বিভাগের ওই প্রজ্ঞাপন এখনো আমাদের নজরে আসেনি। প্রজ্ঞাপনটি দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

আমদানির অনুমোদন আছে, তদারকি নেই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৫ কোটি মুরগির ডিম আমদানির অনুমোদন দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ডিম দেশে আনার জন্য সময় দেওয়া হয় দুই মাস। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ডিম আমদানি করেনি। আবার চলতি বছরের অক্টোবর মাসে দুই দফায় ১৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন করে সাড়ে ৮ কোটি ডিম আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ডিম আমদানির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

> ২০২৩ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৫ কোটি মুরগির ডিম আমদানির অনুমোদন দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ডিম দেশে আনার জন্য সময় দেওয়া হয় দুই মাস। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ডিম আমদানি করেনি।

গত বছর অনুমোদন নেওয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দুই থেকে তিনবার সময় বাড়িয়ে ডিম আমদানির চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে শুধু হাইড্রোল্যান্ড সল্যুশান ১০ লাখের মতো ডিম আমদানি করেছে। যদিও তাদের অনুকূলে ৫০ লাখ ডিম আমদানির অনুমোদন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমি তো যৎসামান্য হলেও আমদানি করেছি। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তো আমদানির সাহসই দেখায়নি।'

সিলেটের মৌলভীবাজারের পিংকি ট্রেডার্সের অনুকূলে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে এক কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। সময় পেরিয়ে গেলেও এই প্রতিষ্ঠান একটি ডিমও আমদানি করেনি।

প্রতিষ্ঠানের মালিক সলিল শেখর দত্ত *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে ভারত থেকে ২৫ হাজার ডিম আমদানির জন্য টাকা টিটি করেছিলাম। কিন্তু বার্ড ফ্লুসহ কয়েকটি রোগের বিষয়ে সনদ দেওয়ার যে শর্ত ছিল, তা ভারতের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান পূরণ করতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে অনেক বিড়ম্বনা হয়েছে। এ জন্য আর ডিম আমদানি করা যায়নি।'

চলতি বছরের জুলাই মাসে ৫০ হাজার ডিম আমদানির অনুমতি পেয়েছিল ঢাকার এমটিএস ট্রেডিং। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মামুন অর রশীদ বলেন, ডিম আমদানির জন্য সরকার যেসব শর্ত জুড়ে দিয়েছে, তা পূরণ করে আমদানি করা হলে কোনো মুনাফা করা যাবে না। সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকার ডিম আমদানির অনুমতি দিলেও ব্যবস্থা আমদানিবান্ধব নয়। বন্দর, কাস্টম ও কোয়ারেন্টিন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে।

সাহায্যের আবেদন

লুপাসে আক্রান্ত লামিয়ার জন্য অর্থ সহায়তা প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লামিয়া আক্তার

পিরোজপুর সদরের গুলবোনিয়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের মেয়ে লামিয়া আক্তার অটোইমিউন ডিজিজ 'সিস্টেমিক লুপাস ইরাথেমেটোস' বা এসএলইতে আক্রান্ত। গাড়িচালক বাবার কর্মসূত্রে লামিয়া নারায়ণগঞ্জের সানারপাড়ের একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

রফিকুল ইসলাম জানান, তাঁর মেয়ে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি রয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি নিজের উপার্জনে মেয়ের চিকিৎসা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এখন আর একা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, লামিয়ার চিকিৎসায় আরও টাকার প্রয়োজন।

এমন অবস্থায় লামিয়ার চিকিৎসার জন্য সমাজের হৃদয়বান মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তার বাবা। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা : মো. রফিকুল ইসলাম, হিসাব নম্বর ২০৭২২২০০০০২৪৬, ঢাকা ব্যাংক, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা। এ ছাড়া সাহায্য পাঠানো যাবে ০১৭২০০৫৫৩৭৮ (বিকাশ) মুঠোফোন নম্বরে।

আমরা একটা গণক্ষমতাতান্ত্রিক সংবিধান চাই

বিশেষ সাক্ষাৎকার

গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক **হাসনাত কাইয়ুম**। সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী বেশ কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্র ও সংবিধান সংস্কার নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি রাজনীতির মাঠেও সক্রিয়। এগুলো নিয়ে সম্প্রতি তিনি *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এ কে এম জাকারিয়া** ও **মনোজ দে**

প্রথম আলো : রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধানের নানা সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপনারা আন্দোলন করে আসছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের বিষয়টি জোরালোভাবে সামনে চলে এসেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রাথমিকভাবে সংস্কারের জন্য যে ছয়টি কমিশন করেছে, তার মধ্যে অন্যতম সংবিধান সংস্কার কমিশন। এ উদ্যোগকে কীভাবে দেখছেন?

হাসনাত কাইয়ুম : হ্যাঁ, আমরা অনেক আগে থেকেই সংবিধান এবং রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে কাজ করছিলাম। আমরা যখন '৭২-এর সংবিধানের স্বৈরতান্ত্রিকতা নিয়ে কথা বলছিলাম, সেটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সময়। তখন 'প্রগতিশীলদের' অনেকে '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছিল। তা ছাড়া পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭(ক) যুক্ত করে সংবিধানবিষয়ক আলোচনাকেই একটা ভয়ংকর বিষয়ে পরিণত করা হয়েছিল।

এসব ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর সংস্কার এবং রাষ্ট্রের লুটপাট-পাচার ও দমনমূলক চরিত্র বদলের জন্য যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলাম, ক্রমে তা গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এখন এই দাবি বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে। আমরা এসব কমিশন গঠনকে জনগণের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানের অর্জন হিসেবেই দেখছি।

প্রথম আলো : কেউ সংবিধান বাতিলের কথা বলছেন, কেউ সংবিধান পুনর্লিখনের কথা বলছেন, কেউ আবার বাহাত্তরের সংবিধানকে পবিত্র জ্ঞান করছেন। সংবিধান নিয়ে চলমান বিতর্কে আপনার বা আপনাদের অবস্থান কী?

হাসনাত কাইয়ুম : আমাদের অবস্থান বলার আগে এটা বলে নেওয়া ভালো, আমরা এ বিষয়গুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেখছি। একটা হচ্ছে চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষা। আরেকটা হচ্ছে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যতটুকু সম্ভব সেটা বিবেচনায় রেখে, এখনই ততটুকু বাস্তবায়নে জোর দেওয়া। আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো গণক্ষমতাতন্ত্র, সেভাবে আমরা একটা গণক্ষমতাতান্ত্রিক সংবিধান চাই। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের দাবি ছিল সংবিধানে স্বৈরতন্ত্রের যে 'প্রাণভোমরা' আছে, তাকে সরিয়ে ফেলা, যাতে ভবিষ্যতে সংবিধানকে ব্যবহার করে কেউ স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠতে না পারে।

আমরা বহু আগে থেকে '৭২-এর সংবিধান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি স্বৈরতন্ত্রের প্রাণভোমরা হলো, সংবিধানের জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রিক ক্ষমতাকাঠামো। এ মুহূর্তে আমরা প্রধানত এই ক্ষমতাকাঠামো অংশটার পরিবর্তন সহজ এবং সম্ভব বলে মনে করছি, তাই এটুকুই চাইছি।

এটা ব্যাপক এবং মৌলিক ধরনের পরিবর্তন, যা সংবিধান সংশোধনের প্রচলিত ধারণার চেয়ে অনেক বিস্তৃত; কিন্তু বিদ্যমান সবকিছু বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা নয়। আমরা ক্ষমতাকাঠামোর এ মৌলিক পরিবর্তনটাকেই সংস্কার বলছি।

প্রথম আলো : আপনার বিবেচনায় বাংলাদেশের সংবিধানের মূল সমস্যাগুলো কী কী?

হাসনাত কাইয়ুম : সমস্যা অনেক। সাংবিধানিকভাবেই নির্বাচনের মাধ্যমে বা শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা বদলের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা এক পদে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং সেই পদধারীকে জবাবদিহির ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্য নেই। আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য রাখা হয়নি। রাষ্ট্রপতি ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান নির্বাহীর ইচ্ছার অধীন।

অর্থনৈতিক লেনদেন ও রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসেবে স্বচ্ছতার ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় সরকারের বদলে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদেশিদের সঙ্গে চুক্তির আগে আলোচনার বাধ্যবাধকতা নেই। অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি নেই। তাদের সংস্কৃতি এবং মালিকানারীতিকে খর্ব করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলোকে প্রচলিত আইন ও নানা শর্তের অধীনে বন্দী করে নাগরিকদের অধিকারহীন প্রজায় পরিণত করা হয়েছে ইত্যাদি।

হাসনাত কাইয়ুম

- শান্তিপূর্ণ পথে সরকার বদলের ব্যবস্থা না থাকায় হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত তথা বলপ্রয়োগের দক্ষতাকেই 'রাজনীতি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- কমিশনের কাজ হলো সবার মতামত সংগ্রহ করে তা থেকে 'ন্যূনতম ঐকমত্য' চিহ্নিত করা এবং এটাকে 'সংস্কারের রূপরেখা' হিসেবে উত্থাপন করা।
- সরকারসহ সবার উচিত হবে ন্যূনতম ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত রূপরেখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সীমিত সময়ের জন্য 'সংস্কার সভা'র একটা নির্বাচন করা।

প্রথম আলো : সংবিধানের এই সমস্যাগুলো আমাদের রাজনীতি, প্রশাসন, সরকারব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনায় কী কী সমস্যা তৈরি করেছে?

হাসনাত কাইয়ুম : সংবিধানের এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের রাষ্ট্রকে স্বাধীন দেশের নাগরিকের উপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে ক্রমাগত বাধা দিয়ে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ পথে সরকার বদলের ব্যবস্থা না থাকায় হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত তথা বলপ্রয়োগের দক্ষতাকেই 'রাজনীতি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জনগণকে সেবার বদলে দমন-পীড়ন-লুণ্ঠন এবং বঞ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনকে বলা হয় 'প্রশাসন'।

নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ এবং শক্তি ব্যবহার করে, নাগরিকদের স্বাধীনতা, সম্পদ এবং মর্যাদা হরণ করার 'বৈধ' কর্তৃত্বকেই 'সরকার' হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত সম্পদ বিদেশে পাচার করাকেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল উদ্দেশ্যে পরিণত করা হয়েছে। এককথায় এই সংবিধান স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের বদলে জনগণকে প্রজার চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবনমিত করেছে।

প্রথম আলো : সংবিধান সংস্কারে যে কমিশন হয়েছে, তারা কীভাবে কাজটি শুরু করতে পারে? কোন প্রক্রিয়ায় এগোলে কাজটি সহজ হবে বলে মনে করেন?

হাসনাত কাইয়ুম : কমিশন সবচেয়ে সহজে এই কাজ করতে পারে, নিজেরা কোনো মত না দিয়ে সবার মতামত সংগ্রহ করার মাধ্যমে। রাজনৈতিক দল, অদলীয় সংগঠন, শ্রেণি, পেশা, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, অঞ্চলভেদে যত ধরনের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান আছে, তারা সংবিধানের কী ধরনের পরিবর্তন চায়, সে মতামত কমিশন সংগ্রহ করতে পারে। সংগৃহীত মতামত থেকে ন্যূনতম ঐকমত্য আছে, এমন পরামর্শগুলোকে এক ভাগে এবং অন্য পরামর্শগুলোকে অন্য ভাগে সংকলিত করতে পারে।

আমাদের চাওয়া হলো ঐকমত্য আছে, এমন পয়েন্টগুলোকে আপাতত 'সংস্কারের রূপরেখা' হিসেবে গ্রহণ করা। এই রূপরেখা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে, সে পদ্ধতি বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে কমিশন।

প্রথম আলো : সংবিধান সংস্কার কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ করবে ও তাদের পরামর্শ নেবে। আপনাদের কাছে যদি পরামর্শ চাওয়া হয় আপনারা মূল কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তনের সুপারিশ করবেন?

হাসনাত কাইয়ুম : আমরা নির্বাচন ও ভোটব্যবস্থা, আইনসভা বা সংসদ, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার—এই সাতটি ক্ষেত্র, যাকে আমরা সংবিধানের ক্ষমতাকাঠামোর প্রধান প্রধান ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছি, সেগুলোর সংস্কার প্রস্তাব আগেই দিয়েছি। আমরা এই সাতটি ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিককে আরও বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরব।

প্রথম আলো : সংবিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নিজ নিজ অবস্থান রয়েছে। নীতিগত ক্ষেত্রেও দলগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে বিষয়টি কতটা সমস্যা তৈরি করবে বলে আপনি মনে করেন?

হাসনাত কাইয়ুম : আমাদের সংবিধান মোটাদাগে দুই অংশে বিভক্ত; একটা নীতি বা আদর্শগত অংশ, আরেকটা প্রায়োগিক বা ক্ষমতাকাঠামোগত অংশ। আমাদের সংবিধানের নীতিগত বা আদর্শগত অংশটার প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক প্রযোজ্যতা নেই। কিন্তু সংবিধান প্রশ্নে আমাদের যত তর্কবিতর্ক তার সিংহভাগ এই অংশটা নিয়েই।

আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেহেতু মতাদর্শনির্ভর, তাই তারা সংবিধানে নিজেদের দলীয় মতাদর্শের প্রতিফলন দেখতে চায় এবং স্বাভাবিকভাবেই এখানেই তাদের প্রধান মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। সংবিধানের ব্যবহারিক বা ফাংশনাল দিকটা নিয়ে আমাদের আলোচনা বা তর্কবিতর্ক প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কিন্তু নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় দুর্ভোগ থেকে মুক্ত এবং তাদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংবিধানের এই ব্যবহারিক অংশটার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকার গঠনের বেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাম্য হলেও সংবিধানের পরিবর্তনে প্রয়োজন হয় ব্যাপক বা অধিকাংশ জনগণের ঐক্য। ঐক্য যত দৃঢ় এবং ব্যাপক হবে সংবিধান সংস্কার কিংবা পুনর্লিখন তত সহজ এবং টেকসই হবে।

যদি আমরা এ দিক সম্পর্কে সতর্ক থাকি এবং প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের ভোগান্তির যে অভিজ্ঞতা আছে, যেসব বিষয়ের সমাধানে যদি মনোযোগ দিই, তাহলে ঐকমত্যের পথ বের করাটা সহজ হবে। এদিকে মনোযোগ দিলে সমস্যাটা কমতে পারে, অন্যথায় আমাদের ঐক্য ভেঙে পড়তে পারে।

প্রথম আলো : ধরুন, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের একটি প্রস্তাবিত খসড়া অন্তর্বর্তী সরকারে কাছে পেশ করল, এর পরের প্রক্রিয়া কী হবে? খসড়া নিয়ে যদি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ থাকে, তা নিরসনের পথ কী?

হাসনাত কাইয়ুম : কমিশনের কাজের ধরন এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়নি। তাই আমরা জানি না কমিশন কী করবে। যদি আপনার কথামতো ধরে নিই যে তারা একটি খসড়া প্রস্তাব করবে এবং এটাও যদি ধরে নেই যে খসড়া নিয়ে মতভেদ থাকবে, তবে তা নিরসন করা কঠিন হবে, যা একটি সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তাই কমিশনের এমন কোনো খসড়া প্রস্তাব করা উচিত হবে না। তাদের উচিত হবে সবার সঙ্গে আলাপ করে, আগে ন্যূনতম ঐকমত্যের বিষয়গুলো বের করে আনা এবং সংস্কার প্রস্তাব বা খসড়া সেই ঐকমত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

প্রথম আলো : সংবিধানের খসড়াটি নিয়ে আলোচনা বা তা অনুমোদনের পথ কী? একটি সংবিধান সভা নির্বাচন করে সেখানে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া ভালো হবে নাকি খসড়ার ওপর গণভোট হবে? এ নিয়ে আপনাদের ভাবনা কী?

হাসনাত কাইয়ুম : সংবিধান সংস্কারের রূপরেখা এবং কমিশনের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে আমি আগেও কিছুটা বলেছি। আমরা মনে করি, কমিশনের কাজ হলো সবার মতামত সংগ্রহ করে তার থেকে 'ন্যূনতম ঐকমত্য' চিহ্নিত করা এবং এটাকে 'সংস্কারের রূপরেখা' হিসেবে উত্থাপন করা। আর অন্য প্রস্তাবগুলোকে আকাঙ্ক্ষা হিসেবে লিপিবদ্ধ রাখা।

সরকারসহ সবার উচিত হবে ন্যূনতম ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত রূপরেখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সীমিত সময়ের জন্য 'সংস্কার সভা'র একটা নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংস্কার সম্পন্ন করা। এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে বলে আমরা মনে করি। গণভোটও একটি পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু তাতে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি থেকে যাবে।

প্রথম আলো : সংবিধান পুনর্লিখন হোক বা সংস্কার হোক—ভবিষ্যতে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনো ঝুঁকি আছে কি? এই ঝুঁকি এড়ানোর পথ কী?

হাসনাত কাইয়ুম : সংবিধান যেহেতু একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল এবং রাজনীতি যেহেতু একটি চলমান ও পরিবর্তনশীল বিষয়, সেহেতু বড় কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে বৈধতার প্রশ্ন ওঠাটা অসম্ভব নয়। বৈধতার ঝুঁকি দুই প্রকার হতে পারে। একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি, আরেকটি রাজনৈতিক।

পদ্ধতিগত ঝুঁকি এড়ানোর সর্বোত্তম পথ হলো 'সংস্কার সভা'র নির্বাচন করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করা। শেষ বিচারে জনগণের অভিপ্রায়ই হলো বৈধতার উৎস। আর জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো নির্বাচন। সংবিধান পুনর্লিখনই হোক আর সংস্কারই হোক, ঝুঁকি এড়াতে হলে নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ব্যবহার করাই উত্তম।

যেসব লক্ষণে গ্লুকোমা বোঝা যায়

ভালো থাকুন

ডা. ইফতেখার মো. মুনির, *অধ্যাপক ও গ্লুকোমাবিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ আই হসপিটাল, মালিবাগ শাখা, ঢাকা*

দৃষ্টিশক্তি বিপন্ন করে, এমন একটি রোগ গ্লুকোমা। এটি চোখের অপটিক নার্ভকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপটিক স্নায়ু চোখ থেকে মস্তিষ্কে চাক্ষুষ চিত্রগুলো পাঠায়। চোখের ভেতরে চাপ বা ইন্ট্রাওকুলার প্রেশার বেড়ে গেলে এ স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অপটিক স্নায়ুর কারণে দৃষ্টির ওপর শুধু নেতিবাচক প্রভাবই পড়ে না, কিছু ক্ষেত্রে অন্ধত্বও দেখা দিতে পারে।

বেশির ভাগ রোগীর ওপেন-অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা হতে দেখা যায়। এটি ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে। এ ছাড়া এর কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে না। আপনি যদি দৃষ্টিশক্তিতে কোনো পরিবর্তন দেখেন, তবে কারণ শনাক্ত করতে দ্রুত একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন।

লক্ষণ ও কারণ

- চোখে তীব্র ব্যথা, বমি বমি ভাব, চোখ লালচে হওয়া, দৃষ্টির ব্যাঘাত বা ঝাপসা দেখা, খুব বেশি আলোতে রঙিন রিং দেখা।
- গ্লুকোমা বংশগত কারণে হতে পারে। এ ছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, চোখের সংক্রমণ, চোখে ব্লক ড্রেনেজ, প্রদাহ ইত্যাদির কারণে হতে পারে। কোনো কারণে চোখে অস্ত্রোপচার করা হলেও হতে পারে গ্লুকোমা।

পরীক্ষা

গ্লুকোমা হয়েছে কি না, তা একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ রোগীর অপটিক স্নায়ু পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন। টোনোমেট্রি, পেরিফেরাল দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি পরীক্ষার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করা হয়। সঙ্গে চোখের চাপ পরীক্ষায় একটি টেস্ট করা হয়। যদি চিকিৎসক মনে করেন আপনার গ্লুকোমা আছে, তবে অপটিক স্নায়ুর একটি বিশেষ ইমেজিং পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন।

গ্লুকোমা বংশগত কারণে হতে পারে। এ ছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, চোখের সংক্রমণ, চোখে ব্লক ড্রেনেজ, প্রদাহ ইত্যাদির কারণে হতে পারে। কোনো কারণে চোখে অস্ত্রোপচার করা হলেও হতে পারে গ্লুকোমা।

চিকিৎসা

- গ্লুকোমার চিকিৎসা আমাদের দেশেই খুব ভালো হয়। সাধারণত চোখের ড্রপ ও মুখের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
- প্রয়োজনে চোখের তরল চাপ কমাতে চিকিৎসক আপনাকে লেজার অস্ত্রোপচার বা মাইক্রোসার্জারির পরামর্শ দিতে পারেন। ইন্ট্রাওকুলার চাপ (চোখের তরল চাপ) কমাতে নিয়মিত ব্যবহারযোগ্য চোখের ড্রপ দেওয়া হয়। মুখে খাওয়ার ওষুধও দেওয়া হয়, যেমন কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর ও বিটা ব্লকার। এগুলো তরল উৎপাদন কমাতে বা নিষ্কাশন বাড়াতে ব্যবহার করা হয়।
- লেজার অস্ত্রোপচার ওপেন-অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার ক্ষেত্রে চোখ থেকে তরলপ্রবাহ বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে তরলনিষ্কাশনে চিকিৎসক একটি নতুন চ্যানেল তৈরি করে দিতে পারেন। ট্র্যাবিকিউলেক্টমি নামে এটি পরিচিত। এ পদ্ধতি প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতির সঙ্গে কিছু ঝুঁকি আছে, যেমন রক্তপাত, সংক্রমণ ও সাময়িক দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।

» **আগামীকাল পড়ুন :** ডায়াবেটিস প্রতিরোধের ১৫টি টিপস

ভুলে যাওয়া লটারিতে জয় ১১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা

বিচিত্র

ইউপিআই

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের এক নারী মুদিদোকানে গিয়েছিলেন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। সেখানে একটি লটারির টিকিটও কিনে নেন। তাড়াহুড়া থাকায় টিকিটটি ব্যাগে রেখে দেন তিনি। এরপর সেটির কথা অনেকটা ভুলেই গিয়েছিলেন। পরে যখন মনে হলো, তখন সেই টিকিট পরীক্ষা করে দেখেন, তিনি ১০ লাখ ডলার (প্রায় ১১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা) জিতে গেছেন!

ওই নারী ইলিনয় লটারি কর্মকর্তাদের বলেন, ইলমহার্স্ট এলাকায় অবস্থিত জুয়েল-ওসকো স্টোরে তিনি কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য যান। আর সেখান থেকেই তাঁর লটারি জয়ের যাত্রা শুরু হয়।

ইলিনয়ের বাসিন্দা ওই নারী ওই দিনের ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, 'আমি আমার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিলাম। পথে আমি কিছু মুদি দ্রব্যসামগ্রী কিনতে জুয়েল-ওসকো স্টোরে যাই। স্টোরের ভেতরে ঢোকার আগে "লাকি ডে লোটো" লটারির টিকিট দেখে আমার চোখ আটকে যায়। এরপর আমি সেখান থেকে একটি টিকিট কিনে আমার ব্যাগে রেখে দিই। কিন্তু পরে আমি সেটির কথা বেমালুম ভুলে যাই।'

ওই নারী বলেন, '২০ অক্টোবর পর্যন্ত ওই টিকিটের কথা আমার মনেই ছিল না। ওই দিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ আমার সেটির কথা মনে পড়ে। এরপরই আমি টিকিটটি পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিই।'

লাকি ডে লোটোর ছবি। ইনস্টাগ্রাম থেকে

ওই নারী বলেন, 'এত ডলারের লটারি জয়ের আনন্দে আমি কাঁদতে শুরু করি। আমি ভাবছিলাম, এটি অবিশ্বাস্য।'

মার্কিন এই নারী বলেন, এই লটারি জয়ের পর তিনি ভবিষ্যতে কী করবেন, ইতিমধ্যে তার একটি পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন।

লটারিজয়ী নারী বলেন, 'আমি সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত বোধ করছি এ কারণে যে এখন আমি বিশ্বে আমার প্রিয় জায়গাগুলোতে বছর বছর ঘুরে বেড়াতে পারব। যেমন আয়ারল্যান্ড। সেখানকার ভূপ্রকৃতি অসাধারণ। আমি রোমাঞ্চিত, এখন থেকে আমি প্রতিবছর বেড়ানোর সুযোগ পাব।'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৬

শব্দভেদ

১	২		৩		৪	৫	
	৬	৭				৮	
৯		১০			১১		
১২				১৩		১৪	১৫
		১৬	১৭		১৮		
	১৯				২০	২১	
২২		২৩		২৪			
		২৫				২৬	

বাঁ থেকে ডানে : ১. জুয়াখেলায় পণ। ৪. মধ্য। ৬. রাজার আইন অনুসারে শাস্তি। ৮. রুধির। ১০. রক্তবর্ণ। ১১. সন্ধ্যা। ১২. বাগান। ১৪. নির্যাস। ১৬. লিকলিক করছে এমন। ২০. খুব সাধারণ খাদ্য। ২২. অশ্লীল কথা। ২৪. সজাগ। ২৫. অজুহাত। ২৬. মুনাফা।

ওপর থেকে নিচে : ২. রান্নার কাজে ব্যবহৃত একপ্রকার মসলা। ৩. বর্ষা। ৫. অবিরল ধারায় পতন। ৭. বিসর্জন, সম্পূর্ণ পরিত্যাগ। ৯. অমঙ্গল। ১৩. ছোট টুকরা। ১৫. নিষ্পন্ন। ১৭. ফুলের কুঁড়ি। ১৮. চুলের ডগা। ১৯. খড়িমাটি। ২১. বড় আকারের মাছ। ২২. শূর্প। ২৩. করতল। ২৪. অবগত হওয়া।

গত সমস্যার সমাধান

খা	রি	জ		থ	ত	ম	ত
রা		মা	দু	লি		ধু	
প	ত্র		স্থ		মু		ন
	স্ত	র		ম	ড়	ম	ড়
আ		ম	ন্দা		কি		ব
হা	জি	র		সু		গ	ড়
ম্ম		মা	ন	বো	চি	ত	
ক	ন্যা		ব	ধ		র	ত্ন

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

ইতালিতে ১৭ সংখ্যাটিকে অপয়া হিসেবে ধরা হয়।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসী মোহকদের চুলের বিশেষ ছাঁট অনেকেরই চেনা। এমন চুল দেখা যায় চিতাশাবকদেরও, আর একে বলে 'ম্যান্টল'।

মার্কিন মুলুকের উইসকনসিন প্রথম অঙ্গরাজ্য, যেখানে পনিরে উৎপন্ন ব্যাকটেরিয়া 'ল্যাকটোককাস ল্যাকটিস' দাপ্তরিক জীবাণুর মর্যাদা পেয়েছে।

মরা পাতার রংকে ইংরেজিতে বলে 'ফাইলমট'।

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

ড্রাই আই কেন হয়?

আমাদের চোখের প্রায় ৭৫ শতাংশই পানি। এই পানি শুকিয়ে গেলে সৃষ্টি হতে পারে নানা সমস্যা। তেমন একটি সমস্যার নাম ড্রাই আই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পানির উৎপাদন কমে যায়।

৫০ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ড্রাই আইয়ের প্রবণতা বেশি।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

কথা অমৃত

বয়সী মন হলো বয়সী ঘোড়ার মতো। কাজ করার জন্য তাকে নিয়মিত ব্যায়ামের মধ্যে রাখতে হয়।

জন অ্যাডামস
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট (১৭৩৫-১৮২৬)

সুডোকু

				8		5	6	
		8						2
	5	1	2		6			8
1	9			7				6
	3		9		8		5	
7				1			4	3
8			3		5	6	7	
5						4		
	2	7		9				

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

5	7	2	9	3	6	8	4	1
3	8	9	4	7	1	2	6	5
1	6	4	8	5	2	3	9	7
4	1	7	2	6	3	9	5	8
8	5	6	7	9	4	1	2	3
2	9	3	5	1	8	6	7	4
9	4	8	3	2	5	7	1	6
6	2	5	1	8	7	4	3	9
7	3	1	6	4	9	5	8	2

কৌতুক

বাতেন সাহেব ঘুমকাতুরে। ঢাকা থেকে উঠেছেন ট্রেনে, যাবেন ময়মনসিংহ। ট্রেনের এক লোককে ৫০ টাকা দিয়ে বললেন, 'ট্রেন ময়মনসিংহে থামলে ডেকে দিয়ো।' টাকা পেয়ে ক্ষৌরকার লোকটা ভাবলেন, 'টাকা যখন দিলই, তখন শুধু জাগিয়ে দেওয়া কেন, আরেকটু খেদমত করি।' তাই বাতেন সাহেবের দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিলেন তিনি নিজ দায়িত্বে। বাসায় ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই আঁতকে উঠলেন বাতেন সাহেব, 'সর্বনাশ! গাধাটা দেখি আমাকে না জাগিয়ে, আরেকজনকে জাগিয়ে দিয়েছে!'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

তিতাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন | ঢাকার কেরানীগঞ্জে গতকাল অভিযান চালিয়ে ২২টি চুলার অবৈধ গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ। প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনাল

তারেক রহমানের সাবেক এপিএস খালাস

ছয় বছর আগে মতিঝিল থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন মিয়া নুরুদ্দীন অপু। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস)। ঢাকার সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আবদুল হালিম গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় আট কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন মিয়া নুরুদ্দীন। এ মামলায় দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সাক্ষীদের আদালতে হাজির করা হয়নি। পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ২০১৯ সালের ৫ জানুয়ারি রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে মিয়া নুরুদ্দীনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-১। তিনি শরীয়তপুর-৩ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৬ আগস্ট তিনি জামিনে মুক্ত হন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাড়ি ফেরা

কুমার নদে সারা দিন মাছ ধরে পড়ন্ত বেলায় নৌকা বেয়ে বাড়ি ফিরছে এক কিশোর। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার আলীপুরে। ছবি : প্রথম আলো

নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার, স্বামী আটক

সাভার

শান্তনা হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভার উপজেলার বিরুলিয়ার দত্তপাড়া এলাকা থেকে এক নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাত ১১টার দিকে দত্তপাড়ার একটি নার্সারির ভেতরে মরদেহটি পাওয়া যায়। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ওই নারী স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত শান্তনা বেগমের (৩৬) বাবার বাড়ি ধামরাই উপজেলার বালিয়ায়। আটক নয়ন মিয়ার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার মৈশামুড়া গ্রামে। পারিবারিক কলহের জেরে দু-এক দিন আগে নয়ন মিয়া মাথা ও কনুই থেকে দুই হাত কেটে স্ত্রীকে হত্যা করেন বলে দাবি পুলিশের।

হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত জানাতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাভার মডেল থানায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহীনুর কবির বলেন, সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে দত্তপাড়া এলাকায় সেতু নার্সারির ভেতরে অজ্ঞাতনামা একটি মরদেহ পড়ে থাকার খবর জানতে পারে সাভার মডেল থানা-পুলিশ। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাথা ও কনুই থেকে দুই হাত কাটা অবস্থায় একটি মরদেহ উদ্ধার করে। অদূরেই একটি পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় কাটা মাথা ও দুই হাত পাওয়া যায়।

পুলিশ কর্মকর্তা শাহীনুর কবির বলেন, শান্তনার প্রথম স্বামীর প্রতিবেশী ছিলেন নয়ন। ছয়-সাত মাস আগে নয়ন ও শান্তনা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে সাভারে চলে আসেন। তবে বিয়ের পর থেকে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই কলহ লেগে থাকত। নয়ন সন্দেহ করতেন, শান্তনার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে।

শাহীনুর কবির আরও বলেন, তিন দিন আগে শান্তনা মা ও বোনকে ফোন দিয়ে জানান, নয়ন তাঁকে নির্যাতন করছেন। এ ঘটনায় শান্তনার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে নয়ন তাঁকে দু-তিনটি থাপ্পড় মারেন। ওই ঘটনার পর কোনো একসময় নয়ন বাসা থেকে বের হয়ে গেলে শান্তনাও তাঁর পেছন পেছন যান। এরপর সেতু নার্সারিতে স্ত্রীকে হত্যা করেন নয়ন।

শান্তনা বেগম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং জড়িতদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। গতকাল রাতে। ছবি : প্রথম আলো

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জুয়েল মিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কোন সময় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিচারের দাবিতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

এদিকে শান্তনা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। এসব কর্মসূচিতে শান্তনাকে পোশাকশ্রমিক বলে উল্লেখ করেন শিক্ষার্থীরা। তবে সাভার থানার ওসি মো. জুয়েল মিয়া জানিয়েছেন, শান্তনা গৃহবধূ ছিলেন।

গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠন বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নূজিয়া হাসিন ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাবির, চিকিৎসক হারুন অর রশিদ।

শান্তনা হত্যার বিচারের দাবিতে গতকাল রাত সোয়া আটটার দিকে 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বর থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কয়েকটি সড়ক ঘুরে বটতলা এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক

তিন দিন পর যান চলাচল স্বাভাবিক

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করায় তিন দিন পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে মহাসড়কের কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। ফলে সড়কটিতে পুরোদমে যানবাহন চলছে।

দুই মাসের মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গত শনিবার সড়কটির মালেকের বাড়ি এলাকায় রাস্তায় নামেন স্থানীয় টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে তাঁরা সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। এরপর দাবি আদায় না হওয়ায় গত সোমবার রাত সোয়া ১০টা পর্যন্ত সড়কটি অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। এতে যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন সড়কটিতে চলাচলকারী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজার হাজার মানুষ।

গতকাল দুপুরে সড়কটির আবদুল্লাহপুর থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত ঘুরে দেখা যায়, স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করছে যাত্রীবাহী বাস, কাভার্ড ভ্যান, প্রাইভেট কারসহ ছোট-বড় অসংখ্য যানবাহন। বাসগুলোতে যাত্রীদের ভিড়।

বোর্ডবাজার এলাকায় কথা হয়' গুলিস্তান-গাজীপুর' পরিবহনের চালক মো. ইউসুফের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে গত তিন দিন আমাগো কোনো ইনকাম অয় নাই। বিভিন্ন রাস্তা (শাখা সড়ক) ঘুইর‍্যা ট্রিপ মারার চেষ্টা করছি। কিন্তু দিন শেষে যাত্রীগো কাছ থেইক্যা যে ভাড়া পাইছি, তা দিয়া তেলের টেক্যাই উডে নাই। হেললাইগ্যা ভোর চারটায় গাড়ি লইয়্যা রাস্তায় নামছি। দেহি, ক্ষতি পোষাইতে পারি কিনা।'

চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় কর্তব্যরত গাজীপুর মহানগর পুলিশের ট্রাফিক পরিদর্শক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন *প্রথম আলো*কে বলেন, সকাল থেকে কোথাও কোনোরকম ঝামেলার খবর পাননি। যান চলাচল একদম স্বাভাবিক। তবে টানা অবরোধের কারণে হওয়া ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পরিবহনচালকেরা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ট্রিপ মারার চেষ্টা করছেন।

ধানের খেত চারদিকে আমন ধানের খেত। পাশ দিয়ে গরু তিনটিকে মাঠে ঘাস খাওয়ানোর জন্য নিচ্ছেন এক ব্যক্তি। গতকাল সিলেট সদরের কালারুকা গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

অবৈধ গ্যাস-সংযোগ নিতে গিয়ে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ

শ্রমিকেরা তিতাস গ্যাসের মূল সংযোগে আরেকটি সাব-সংযোগের ঝালাইয়ের কাজ করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে।

সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গ্যাসের অবৈধ সংযোগ নেওয়ার সময় বিস্ফোরণে অন্তত সাত শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গত সোমবার মধ্যরাতে কাঁচপুর ইউনিয়নের সোনাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাঁদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।

দগ্ধরা হলেন মো. জয় (২০), মো. সুলতান (২৩), মো. মিজান (৩৫), মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪৫), রিপন (৩৮), মো. শাহজালাল (৪৫) ও মো. রাজু (২৪)। তাঁদের মধ্যে জয়ের শরীরের ২২ শতাংশ, সুলতানের ২০ শতাংশ, মিজানের ১৯ শতাংশ, জাহাঙ্গীরের ১০ শতাংশ, রিপনের ৯ শতাংশ, শাহজালালের ৭ শতাংশ ও রাজুর ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, সোমবার মধ্যরাতে ওই সাতজনকে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের মধ্যে চারজনকে ভর্তি রাখা হয়েছে। আর তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ঘটনার প্রসঙ্গে মো. রুবেল নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, সোমবার রাতে কাঁচপুরের সোনাপুর এলাকায় লাভলী সিনেমা হলের সামনে শ্রমিকেরা অবৈধভাবে তিতাস গ্যাসের সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় একটি গ্যাস লাইন ঝালাই করতে গেলে বিস্ফারণের ঘটনা ঘটে। এতে সাত শ্রমিক দগ্ধ হন।

এ বিষয়ে কাঁচপুর ফায়ার স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, খবর পেয়ে গতকাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারেন, ওই শ্রমিকেরা তিতাস গ্যাসের একটি মূল সংযোগে আরেকটি সাব-সংযোগের ঝালাইয়ের কাজ করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি সোনারগাঁ জোনের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আনোয়ারুল আজিম।

ওলামা মাশায়েখ বাংলাদেশ

মাওলানা সাদপন্থীরা ক্ষমতাচ্যুত সরকারের দোসর

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের সাদ কান্ধলভীর অনুসারীদের ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর বলে আখ্যা দিয়েছেন ওলামা মাশায়েখ বাংলাদেশের নেতা মাওলানা নাজমুল হাসান। তিনি বলেছেন, 'গত সরকারকে সঙ্গে নিয়ে এরা (সাদপন্থী) আমাদের পাকিস্তানি বলেছে। সরকারের দোসর হয়ে সুবিধা নিয়েছে। এখন এই সরকারকে (অন্তর্বর্তী) অস্থিতিশীল করার জন্য ব্যস্ত।' এ সময় তিনি কাকরাইল মসজিদে নিজেদের অবস্থান না ছাড়ার ঘোষণা দেন।

জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল মঙ্গলবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওলামা মাশায়েখ বাংলাদেশ ও হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা নাজমুল হাসান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

নাজমুল হাসান বলেন, 'আমরা বলব, এই সরকারকে যারা অস্থিতিশীল করতে চায়...যেভাবে ৮৮ জন আলেম-ওলামার শাহাদাতের বিনিময়ে আমরা এই সরকারকে এনেছি, তেমনিভাবে আমরা রক্ত দিয়ে হলেও এই সরকারকে রক্ষা করব।'

ওলামা মাশায়েখ বাংলাদেশ ৫ নভেম্বর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসম্মেলন করে। এই সম্মেলন থেকে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার স্থান এবং ঢাকায় কাকরাইল মসজিদ-মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেল শক্তি ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (সাফা) এনজিও ক্যাটাগরিতে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেয়েছে শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন। গত সোমবার শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

সাফা হলো সার্কভুক্ত আট দেশের অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি ফেডারেশন। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

শক্তি ফাউন্ডেশন তিন বছর ধরে বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট (আইসিএবি) থেকে বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার অর্জন করছে। এই প্রথমবার প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আঞ্চলিক পর্যায়ে এই পুরস্কার অর্জন করেছে।

শক্তি ফাউন্ডেশনের উপনির্বাহী পরিচালক ইমরান আহমেদ বলেছেন, এই অর্জন স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিতে শক্তির অটুট প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এই স্বীকৃতি একটি নৈতিক ও টেকসই সাংগঠনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। **বিজ্ঞপ্তি**

সাবেক এমপি সিরাজুল ইসলামের রিমান্ড মঞ্জুর

নারায়ণগঞ্জে হত্যাচেষ্টা মামলা

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় নরসিংদী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সিরাজুল ইসলাম মোল্লার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সিরাজুল ইসলামকে হাজির করে পুলিশ পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায়। শুনানি শেষে বিচারক মোহাম্মদ বদিউজ্জামান এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম রিমান্ডের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সিরাজুল ইসলাম মোল্লা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত পিপলস ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান।

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গত সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার মোহাম্মদপুরের আসাদ গেট এলাকা থেকে সাবেক সংসদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। তাঁর বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে মামলা থাকায় ঢাকা মহানগর পুলিশ পরে তাঁকে ফতুল্লা মডেল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পরে তাঁকে আহাম্মদ আলীকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন জানানো হলে আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার মাহমুদপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আসামিরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুলি বর্ষণ করে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহাম্মদ আলী নামের এক ব্যক্তি আহত হন। এই ঘটনায় আহাম্মদ আলী গত ৫ সেপ্টেম্বর ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১৫০ জনকে আসামি করে ফতুল্লা মডেল থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন।

বাসভাড়া কমানোর দাবি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটসহ সব রুটে বাসভাড়া কমানো ও ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করার দাবিতে পথসভা করেছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম। এ ছাড়া দাবির পক্ষে ৪০০ আইনজীবী স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসক বরাবর দেওয়া হয়েছে। গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হকের কাছে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

একই দাবিতে গতকাল বিকেলে নগরের চাষাঢ়া নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পথসভা আয়োজন করে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম নেতারা। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বির সভাপতিত্বে সেখানে বক্তব্য দেন সিপিবি জেলা সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্তী, বাসদের জেলা সদস্যসচিব আবু নাইম, গণসংহতি আন্দোলনের জেলার নির্বাহী সমন্বয়ক আলমগীর হোসেন প্রমুখ। সভাটি সঞ্চালনা করেন মো. বিপ্লব খান।

পথসভায় বক্তারা বলেন, জেলার ছাত্র, শ্রমিক, নারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের দাবি বাসের ভাড়া কমাতে হবে। নারায়ণগঞ্জের পরিবহন মাফিয়ারা পালিয়ে গেলেও তাঁদের সুবিধাভোগী অনেক চাঁদাবাজ এখনো পরিবহনে বহাল রয়েছেন। প্রশাসন যদি চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারে, তবে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। মানুষের এ যৌক্তিক দাবি মানতে হবে। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে যদি নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে বাস ভাড়া কমিয়ে ৫৫ থেকে ৪৫ টাকা করা না হয়, ছাত্রদের জন্য অর্ধেক ভাড়া কার্যকর করা না হয়, তবে ১৭ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ শহরে অর্ধবেলা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হবে।

জরিমানা | সাতকানিয়ায় নানা অপরাধে চার দোকানিকে ছয় হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিনিধি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

সংক্ষেপে

চ্যানেল আই

পাঁচ পরিচালকের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার

বেতনের টাকা না দেওয়া ও চাঁদা দাবির অভিযোগ এনে চ্যানেল আইয়ের পাঁচজন পরিচালকের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামান গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে চ্যানেল আইয়ের সাবেক উপস্থাপিকা ফারজানা ব্রাউনিয়া মামলাটি করেছিলেন। মামলায় চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ, পরিচালক জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন, মুকিত মজুমদার বাবু, আবদুর রশিদ মজুমদার পারভেজ ও রিয়াজ আহম্মেদ খানকে আসামি করা হয়। আদালত সে সময় মামলাটি তদন্ত করতে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দিয়েছিলেন। মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুরের তথ্যটি নিশ্চিত করে ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী ইমরান হোসেন বলেন, গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মামলার বাদী ফারজানা ব্রাউনিয়া আদালতে জবানবন্দি দেন। তিনি মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। আজ (গতকাল) আদালত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঝুঁকি দ্রুতগামী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে স্কেটিং করে চলছে দুই কিশোর। একটু অসাবধানতায় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। গতকাল দুপুরে রাজধানীর মিরপুর রোডের ধানমন্ডি গভ. বয়েজ স্কুলের সামনে। ছবি : জাহিদুল করিম

যক্ষ্মার সংক্রমণ বেশি থাকা দেশগুলোতে নতুন ঝুঁকি

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ জন যোগ দিয়েছেন। যক্ষ্মার সংক্রমণ বেশি থাকা বিশ্বের ১০ দেশের একটি বাংলাদেশ।

শিশির মোড়ল, *বালি, ইন্দোনেশিয়া থেকে*

যক্ষ্মার বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। তারপরও বিশ্বজুড়ে যক্ষ্মার ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যেসব দেশে যক্ষ্মা বেশি, সেসব দেশে উপসর্গ ছাড়াই বহু মানুষের মধ্যে রোগটি দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে শিশুদের যক্ষ্মা অনেক দেশে ঠিকভাবে শনাক্ত হচ্ছে না।

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে গতকাল মঙ্গলবার শুরু হওয়া যক্ষ্মা ও ফুসফুসের রোগবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলা হয়। যক্ষ্মা ও ফুসফুসের রোগবিষয়ক আন্তর্জাতিক মোর্চা দ্য ইউনিয়ন এবার ৫৫তম এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

সারা বিশ্বের তিন হাজারের বেশি প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। সরকারের চারজন প্রতিনিধি ছাড়া আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি), বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ থেকে এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। যক্ষ্মার সংক্রমণ বেশি থাকা বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে একটি বাংলাদেশ।

১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত মোর্চা দ্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গে মার্কস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, যেসব দেশে যক্ষ্মারোগী আছে, সেসব দেশে নতুন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এসব দেশে বহু মানুষের যক্ষ্মা হচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। এরা যক্ষ্মা ছড়ানোর বড় ঝুঁকির কারণ। যক্ষ্মা গবেষক গে মার্কস বলেন, যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে, জনসমাগম কমাতে হবে। বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠান খোলামেলা রাখতে হবে। প্রয়োজনে প্রত্যেক মানুষের যক্ষ্মা পরীক্ষার দিকে যেতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার সমাজকর্মী আনি হার্না সারি তাঁর দুইবার যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। আনি হার্না সারি বলেন, যক্ষ্মা শনাক্তকরণের জিন এক্সপার্টের কার্টিজের দাম কমাতে হবে।

সারা বিশ্বের সমস্যা শিশুদের যক্ষ্মা। শিশুদের যক্ষ্মা শনাক্তকরণে মল পরীক্ষার সুবিধা নিয়ে একটি অধিবেশনে আলোচনা করেন ২০ জন গবেষক, বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারক। মল পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের যক্ষ্মা শনাক্ত করার বিষয়টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন দিয়েছে অনেক আগেই। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, ভিয়েতনাম, মালে, জাম্বিয়ায় এ নিয়ে কাজ হচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইসিডিডিআরবির সংক্রামক রোগ বিভাগের বিজ্ঞানী এস এম মাজেদুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের প্রায় সব জেলায় এই পরীক্ষা হচ্ছে।

কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মল পরীক্ষা করলে শিশুদের যক্ষ্মা যথাযথভাবে শনাক্ত করা যায়, তা নিয়ে বক্তব্য দেন আফ্রিকার গবেষক ও বিজ্ঞানীরা। তিন ঘণ্টার এই অধিবেশনের একজন সভাপতি ছিলেন আইসিডিডিআরবির সংক্রামক রোগ বিভাগের পরিচালক সায়রা বানু।

অন্য একটি অধিবেশনে যক্ষ্মার নতুন টিকা তৈরি নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে বলা হয়, প্রায় এক ডজন ওষুধের পরীক্ষা শেষের দিকে। এর মধ্যে পাঁচটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'ট্রায়াল ফেজ-৩' পর্যায়ে আছে। এসব ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আলোচনা সভায় আমীর খসরু

আর কোনো নতুন বয়ান চাই না

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ক্ষমতায় থাকতে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনা নানা 'বয়ান' তৈরি করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আর কোনো নতুন বয়ান তাঁরা চান না। এখন একমাত্র বয়ান হচ্ছে, গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসতে হবে।

রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল মঙ্গলবার এক আলোচনা সভায় আমীর খসরু এ কথাগুলো বলেন। ভয়েস অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ভোটার রাইটস এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। 'টেক ব্যাক বাংলাদেশ : নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক এ সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক এম মুজিবুর রহমান।

আমীর খসরু বলেন, 'আপনি যদি নির্বাচিত না হন, তাহলে আপনার তো কোনো দায়বদ্ধতা নেই, জবাবদিহি নেই। হাসিনার কোনো জবাবদিহি ছিল না। কারণ, সে তো নির্বাচিত ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে উনি যে বাকশাল করেছিলেন—একদলীয় শাসন; ওনারা নির্বাচনের ধার ধারেননি। ওই জন্য বয়ান সৃষ্টি করা হয়। সে বয়ানে উনি দেশ চালিয়ে গেছেন। হাসিনা আরেক বয়ানে চালিয়ে গেছেন। আমরা আর নতুন বয়ান চাই না।' তিনি বলেন, 'একমাত্র বয়ান হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্ডার (ধারায়) ফিরে আসতে হবে।' আওয়ামী লীগকে নাকচ করতে হলে ভোটের মাধ্যমে করতে হবে বলে মন্তব্য করেন আমীর খসরু।

উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু, প্রথম দুটি টাঙ্গাইলে

জাতীয় নাগরিক কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এবার উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামো আরও বিস্তৃত করার কাজ শুরু করল জাতীয় নাগরিক কমিটি। প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে টাঙ্গাইলের দুটি উপজেলায় কমিটি ঘোষণা করেছে তারা।

টাঙ্গাইল সদর ও মধুপুর উপজেলা কমিটি গতকাল মঙ্গলবার রাতে অনুমোদন করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

'ঢাকা রাইজিং' কর্মসূচির অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় ৩৬ সদস্যের ও মধুপুর উপজেলায় ৫৫ সদস্যের 'উপজেলা প্রতিনিধি' কমিটি গঠনের বিষয়টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

এর আগে ১০ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার পল্লবী থানায়, ৯ নভেম্বর হাতিরঝিল থানায় ও ৮ নভেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় 'প্রতিনিধি কমিটি' গঠন করে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কাজ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আর নাগরিক কমিটির কাজ পেশাজীবীকেন্দ্রিক। নাগরিক কমিটি তারুণ্যনির্ভর একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

নেত্রকোনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনও সারা দেশে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের কাজ শুরু করেছে। সর্বশেষ নেত্রকোনায় ২৫৪ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গত সোমবার রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে নেত্রকোনা জেলার আহ্বায়ক কমিটি প্রকাশ করা হয়। কমিটি গঠনসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আরিফ সোহেলের স্বাক্ষর রয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য তাঁরা এ কমিটি অনুমোদন করেছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেত্রকোনা জেলা শাখার এ কমিটিতে শেখ হাসনাত জনিকে আহ্বায়ক, মো. আশরাফুল আলমকে সদস্যসচিব ও ছাব্বির আহম্মদকে মুখ্য সংগঠক করা হয়েছে।

এর আগে ২ নভেম্বর কুষ্টিয়া ও নড়াইলে, ৩ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গায় ও ১০ নভেম্বর সুনামগঞ্জে কমিটি করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। প্রতিটি কমিটিই ছয় মাসের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ঢাকায় আসছেন শনিবার

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলবিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট আগামী শনিবার দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন। গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর যুক্তরাজ্য সরকারের কোনো জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধির এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

ঢাকায় দুই দেশের কূটনৈতিক সূত্রগুলো ক্যাথরিন ওয়েস্টের সফরের বিষয়টি গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে। খসড়া সূচি অনুযায়ী, দুই দিনের সফরের সময় ক্যাথরিন ওয়েস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। পাশাপাশি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের সঙ্গেও তিনি মতবিনিময় করতে পারেন। গত জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন ক্যাথরিন ওয়েস্ট। ঢাকার কর্মকর্তাদের মতে, যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ক্যাথরিনের এ সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানো

'অনাকাঙ্ক্ষিত' বক্তব্যের জন্য 'দুঃখ' প্রকাশ রিজভীর

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো নিয়ে দেওয়া 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বক্তব্যের জন্য 'দুঃখ' প্রকাশ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে রিজভী এ কথা জানান।

গতকাল সকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তদান কর্মসূচির অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন রিজভী। বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানোর প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন তিনি। রিজভী বলেন, তিনি মনে করেন, তাঁর (শেখ মুজিবুর রহমান) ছবি নামিয়ে ফেলা উচিত হয়নি। খন্দকার মোশতাক ছবি নামিয়েছিলেন, জিয়াউর রহমান তুলেছিলেন।

এই বক্তব্যের সংশোধনী দিয়ে পরে রিজভী বিবৃতিতে বলেন, 'শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনে শেখ মুজিবের ছবি রাখার বাধ্যতামূলক আইন করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদী আইনের কোনো কার্যকারিতা থাকতে পারে না। অফিস-আদালত সর্বত্রই দুঃশাসনের চিহ্ন রাখা উচিত নয়।'

তিন কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ, বন্ধ ছিল ১৪টি

গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ ও হাজিরা বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার গাজীপুরে তিনটি পোশাক কারখানায় বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা। এ ছাড়া শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবির মুখে ১৪টি পোশাক কারখানা বন্ধ ছিল।

যে তিন কারাখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে, সেগুলো হলো কোনাবাড়ী এলাকার এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড, স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেড ও কাশেম ল্যাম্পস লিমিটেড।

শিল্প পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকেরা জানান, শ্রমিক আন্দোলনের সময় কারখানায় হামলা, ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে কয়েকটি কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। এর মধ্যে এম এম নিটওয়্যারের দেড় শ শ্রমিক ছাঁটাই হন। তাঁরা সব পাওনা বুঝে নিয়েছেন। তবে গতকাল কারখানা ফটকে জড়ো হয়ে চাকরি ফেরত পাওয়ার দাবি করেন তাঁরা। কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সকাল থেকে কারখানার সব শ্রমিক কর্মবিরতি শুরু করেন। পরে কারখানার ভেতরে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।

সময়মতো বেতন-ভাতা পরিশোধ না করা ও শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে কোনাবাড়ীর জরুন এলাকার স্বাধীন গার্মেন্টসের শ্রমিকেরাও বিক্ষোভ করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, মাসিক বেতন প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও গতকাল পর্যন্ত অক্টোবর মাসের বেতন পাননি তাঁরা।

কোনাবাড়ী বাইমাইল এলাকার কাশেম ল্যাম্পস কারখানার শ্রমিকেরা হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল, নাইট বিলসহ ১০ দফা দাবি আদায়ে গতকাল কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। এ বিষয়ে স্বাধীন গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ব্যাংকের ঝামেলার কারণে বেতন দিতে কিছুটা দেরি হচ্ছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন দাবিতে ১৪টি তৈরি পোশাক কারখানা গতকাল বন্ধ ছিল বলে জানায় শিল্প পুলিশ। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, গাজীপুরের মালেকের বাড়ি এলাকার টিএনজেড অ্যাপারেলস কারখানার সমস্যা সমাধান হওয়ার পর মহাসড়কে আর কোথাও কোনো ঝামেলা নেই। তবে কোনাবাড়ী এলাকার তিনটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেন।

উদ্‌যাপিত হলো সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের নারীদের জন্য একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ।

অনুষ্ঠানে নারী শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এস এম এ ফায়েজ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নারীর অগ্রযাত্রায় সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন কাজী জাহেদুল হাসান বলেন, 'পুরান ঢাকার নারী শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। যে লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করেছিল, তা পূরণে অনেকখানি সফল হয়েছি এবং প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি।'

শিক্ষা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পারভীন হাসান। তিনি বলেন, কেবল শিক্ষাদান নয়, পেশাগত জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রেও এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সব সময় সহযোগিতা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের উচ্চশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রার ইলিয়াস আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে ইউজিসির চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাপ নিষিদ্ধ করা এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার—দুটি সিদ্ধান্তই নিবর্তনমূলক

নেপালে টিকটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও প্রত্যাহার নিয়ে *দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

হত্যাচেষ্টা মামলা

৫৩ সাবেক সচিবকে আসামি করার যুক্তি কী

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমন করতে আওয়ামী লীগ সরকার নির্বিচার গুলি চালিয়ে শিশু-নারীসহ কয়েক শ মানুষকে হত্যা করে। আহত হন কয়েক হাজার মানুষ। আমরা মনে করি, প্রতিটি ঘটনার বিচার হওয়া উচিত।

কিন্তু মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে যদি মারাত্মক ত্রুটি থাকে কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে আসামি করা হয়, তাহলে ন্যায়বিচার পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। *প্রথম আলোর* খবর থেকে জানা যায়, গত ২৯ অক্টোবর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে মামলা করেছেন ছাত্রদলের সাবেক নেতা মোহাম্মদ জামান হোসেন খান। তাঁর করা মামলায় মোট ১৯৬ জনকে আসামি করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৫৩ জন সাবেক সচিব। আসামিদের মধ্যে আরও আছেন মাত্র এক মাস আগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পদ থেকে অবসরে যাওয়া মো. মাহবুব হোসেন।

মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক মন্ত্রী ও দলের নেতাকেও আসামি করা হয়েছে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিভিন্ন মামলায় বিচ্ছিন্নভাবে সাবেক কয়েকজন সচিবকে আসামি করা হয়েছে। তবে একটি মামলায় একসঙ্গে ৫৩ জন সাবেক সচিবকে আসামি করার ঘটনা এটিই প্রথম।

মামলার এজাহারে বাদী জামান হোসেন খান উল্লেখ করেছেন, তাঁর মেয়ে সামিয়া খান আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বনশ্রী শাখার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পূর্বঘোষিত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে সামিয়া আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যায়। ছাত্র-জনতার মিছিল চলার সময় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সন্ত্রাসীরা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করতে থাকে। এ সময় সামিয়া গুলিবিদ্ধ হয়।

যেখানে বাদী নিজেই স্বীকার করেছেন, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গুলিতে তাঁর মেয়ে আহত হয়েছে, সেখানে পাঁচ বছর বা তারও আগে অবসরে যাওয়া সচিবদের আসামি করার কী যুক্তি থাকতে পারে? তিনি বলেছেন, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে যাঁরা সচিব হয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা ছিল অগ্রহণযোগ্য। তাঁরা সরকারকে ঠিকমতো পরামর্শ দেননি। নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি।

কেউ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলেই তাঁকে হত্যা বা হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি করা যায়? সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে বাদী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণসহ মামলা করতে পারতেন। আসামিদের তালিকায় থাকা জেসমিন টুলি বর্তমানে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের অন্যতম সদস্য। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এখন তাঁকেই হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি করে সেই প্রশংসনীয় কাজের 'পুরস্কার' দেওয়া হলো।

এক মামলায় ৫৩ জন সাবেক সচিবকে একসঙ্গে আসামি করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক *প্রথম আলোকে* বলেন, ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী জেনেশুনে ইচ্ছে করে কাউকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্যে মামলা করলে তা অপরাধ। দুর্ভাগ্য যে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা করলে কারও বিরুদ্ধে এত দিন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মামলায় যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে, তাঁদের কেউ হয়তো পাঁচ বছর আগে দায়িত্বে ছিলেন।

এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও ঢালাও মামলা না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশনা যে মানা হচ্ছে না, ছাত্রদলের সাবেক নেতার মামলাই তার প্রমাণ। এ রকম আরও বহু মামলা আছে। অনেক মামলার বাদী আসামিদেরই চেনেন না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতাদের পরামর্শে আসামিদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মামলাটিই দুর্বল হয় না, ন্যায়বিচারের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়।

বিষয়টির প্রতি স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্কুলে ভর্তিতে বিড়ম্বনা

জন্মসনদ নিয়ে ভোগান্তির অবসান হোক

নতুন বছর সামনে রেখে সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ব্যস্ততা শুরু হয়েছে অভিভাবকদের। কিন্তু জন্মসনদ নিয়ে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছেন তাঁদের অনেকে। পাসপোর্ট ইস্যু, বিয়ে নিবন্ধন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরিতে নিয়োগ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ নানা কাজে জন্মনিবন্ধনের ব্যবহার অনেকটা আবশ্যকীয়। কিন্তু স্কুলের ভর্তির ক্ষেত্রে সন্তানের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও জন্মসনদ দেখাতে হচ্ছে। এতেই তৈরি হয়েছে জটিলতা ও দুশ্চিন্তা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অক্টোবরে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। অনেক বিদ্যালয়ে নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী, বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুর বয়স শনাক্ত করতে আবেদন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হয় জন্মসনদের ফটোকপি এবং ২০২১ সালের করা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২০০১ সালের পর জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের জন্মনিবন্ধন করাতে হলে মা-বাবার জন্মসনদ থাকা আবশ্যক। ফলে কয়েক মাস আগে থেকে শিশুর ও নিজেদের জন্মসনদ সংগ্রহে অনেক অভিভাবকের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। অনেক অভিভাবকের জন্মসনদ থাকে না, থাকলেও সন্তানের জন্মসনদের তথ্যের সঙ্গে থাকে তারতম্য কিংবা বানান ভুল। ফলে এই সময়ে জন্মসনদ সংশোধনের প্রক্রিয়ায় ঢুকে পড়তে হয় ভোগান্তিতে।

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে অভিভাবকেরা ভিড় জমাচ্ছেন। সন্তান ও নিজের জন্মসনদ করানো বা সংশোধন করতে একাধিকবার আসতে হচ্ছে তাঁদের। কোনো কোনো কার্যালয়ে এক মাস ধরে ঘুরেও সনদ পাচ্ছেন না। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে জুলাই-আগস্টে দেশজুড়ে জন্মনিবন্ধনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় মোবাইল ইন্টারনেট-সংযোগ বন্ধ ছিল প্রায় ১০ দিন। সরকার পতনের পর বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যানদের অফিস আক্রান্ত হয়। সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের অপসারণ করা হয়। এসব কারণে সেপ্টেম্বর থেকে অনেক জায়গায় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের কাজে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকেও।

কথা হচ্ছে, ডিজিটাল ব্যবস্থা বা অনলাইন-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জন্মসনদ নিয়ে কেন বারবার ধরনা দিতে হবে? ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অফিসে যেখানে এ কাজ সমাধা হওয়ার কথা, সেখানে কেন আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা প্রশাসনে দৌড়াতে হচ্ছে অনেককে? কাউকে কাউকে এমন প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হচ্ছে, এক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাচ্ছে জন্মসনদ পেতে। এ দীর্ঘসূত্রতার কারণে কোথাও কোথাও বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগও আছে। আরও গুরুতর প্রশ্ন, সন্তানের জন্মসনদের জন্য কেন অভিভাবকেরও জন্মসনদ জমা দিতে হবে? অভিভাবকত্ব প্রমাণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স কেন যথেষ্ট নয়?

আমরা আশা করব, স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। এতে অভিভাবকদের ভোগান্তি নিরসন যেমন কমবে, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের চাপও নিরসন হবে।

চিঠিপত্র

ফুটপাত দখল

বহু বছর ধরেই মূল সড়ক ও ফুটপাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো ব্যবসা। শুধু রাজধানীতেই নয়, দেশের সব শহরাঞ্চলের একই চিত্র। ফুডকোর্ট, জামাকাপড়ের দোকানসহ নানাবিধ ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়েই ব্যবসা হয় সেখানে। ফুটপাতের পাশেই যাঁদের স্থায়ী দোকান, তাঁরাও তাঁদের পণ্য নিয়ে নেমেছেন ফুটপাতে। শহরের অলিগলিতেও একই দৃশ্য। এতে প্রধান সড়কের জায়গা যেমন কমেছে, তেমনি ফুটপাতে পথচারীদের চলাচলের জন্য তেমন সুযোগও নেই।

ফুটপাত খালি না থাকায় পথচারীদের প্রধান সড়ক দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। বাড়ছে জীবনের ঝুঁকি। যানবাহন চালনায়ও হচ্ছে অসুবিধা। বিশেষ করে রাজধানীর নীলক্ষেত-নিউমার্কেট-সায়েন্স ল্যাব এলাকায়। এখানে সড়কের অর্ধেকটাই ব্যবসায়ীদের দখলে। নিউমার্কেট বাসস্ট্যান্ডে বাস দাঁড়ানোর জায়গা নেই। প্রশাসন কিছুদিন পরপর ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করলেও তাঁরা বারবার ফিরে আসেন। অন্যদিকে পদচারী-সেতুর অর্ধেকটাও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দখলে।

এসব ভোগান্তি থেকে মুক্ত করে পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের স্থায়ী পদক্ষেপের অপেক্ষায় নগরবাসী।

নাফিজ-উর-রহমান
শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

রাজনীতি

আওয়ামী লীগের ফাঁকা আওয়াজের রাজনীতি

মহিউদ্দিন আহমদ

এ সপ্তাহে টক অব দ্য টাউন ছিল হঠাৎ করেই রাজপথে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি। এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি কল রেকর্ড। ফাঁস হওয়া রেকর্ডটি শেখ হাসিনার কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। আগে আমরা দেখেছি, বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে কারও কণ্ঠস্বর নকল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

যা হোক, বিদেশে বসে আওয়ামী লীগের অনেকে ফেসবুক ও ইউটিউবে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজ থেকে আমরা জানতে পারি, ১০ নভেম্বর নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে দলটি একটা শোডাউন করবে। নূর হোসেন এরশাদবিরোধী আন্দোলনের শহীদ। সে সময় আওয়ামী লীগ এককভাবে আন্দোলন করেনি। আন্দোলন ছিল তিন জোটের, একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর। আমাদের দেশে আন্দোলনে কেউ মারা গেলে রাজনৈতিক দলগুলো মালিকানা দাবি করে। বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে নূর হোসেনের মালিকানাও দাবি করা হয়েছিল। পরে বের হলো যে তিনি ঢাকার একটি মহল্লার যুবলীগ নেতা। সুতরাং তিনি আওয়ামী লীগের সম্পত্তি!

নূর হোসেন দিবসকে উপলক্ষ করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের মাঠে নামার ঘটনাটি এককথায় দ্বিচারিতা। এটা ভণ্ডামিও। নূর হোসেন নিহত হয়েছিলেন এরশাদ জমানায়, পুলিশের গুলিতে। এরশাদকে আমরা সে সময় অনেকে 'খুনি' বলতাম। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি যে সেই খুনি এরশাদ পরবর্তী সময়ে হয়ে গেলেন আওয়ামী লীগের পরম মিত্র। স্বয়ং শেখ হাসিনা তাঁর সরকারে এরশাদকে বিশেষ দূত করেছেন। রাজনীতিতে পুরোপুরি পুনর্বাসন করেছেন।

আওয়ামী লীগ ছুতো খুঁজছিল। নূর হোসেন দিবসকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে তারা মাঠে নামার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এটা আওয়ামী লীগের একটা ফাঁকা আওয়াজ।

আওয়ামী লীগের আমলে আমরা দেখেছি, তথ্য মন্ত্রণালয় যাঁরা চালাতেন, তাঁদের কাছে গোয়েবলসও ছিলেন শিশু। তাঁরা অনেক মিথ্যাচার করেছেন, অনেক প্রোপাগান্ডা চালিয়েছেন, অনেক গুজব ছড়িয়েছেন। তাঁদের সমালোচনা করলে কালাকানুন দিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ এনে ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন, এমনকি গুমও করেছেন।

নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের মাঠে নামার ঘটনাটি এককথায় দ্বিচারিতা। ছবি : প্রথম আলো

৫ আগস্টের পর থেকে আমরা দেখছি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুজবে সয়লাব হয়ে গেছে। ফেসবুকে এমন গুজবও আমরা দেখেছি, সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের পতাকা রাখা হয়নি। যাঁরা এগুলো ছড়ান, তাঁরা স্বল্প বুদ্ধির লোক। আবার যাঁরা এগুলো বিশ্বাস করেন, তাঁরা নির্বোধ লোক।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়েও আমরা একটা গুজব ছড়াতে দেখছি। ২০০৪-০৬ সালে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে আমি কাজ করেছিলাম। 'উপকূলীয় অঞ্চল পরিকল্পনা' নামে প্রকল্পটিতে উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়েছিল। সে সময়ের সরকার সেটা অনুমোদন দিয়েছিল। সে প্রকল্পের অনেক আগে থেকেই সেন্ট মার্টিনসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে প্রতিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেন্ট মার্টিন একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে মিঠাপানির উৎসও সীমিত। অপরিকল্পিত পর্যটন দ্বীপটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সেন্ট মার্টিনে আমরা নিয়ন্ত্রিত পর্যটনের সুপারিশ করেছিলাম। পর্যটক নিয়ন্ত্রণের সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এসে সেটা পরিত্যক্ত করে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আবার সেন্ট মার্টিনকে কীভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায়, সে বিষয় এসেছে। আওয়ামী লীগের লোকজন গুজব ছড়াতে শুরু করলেন, সেন্ট মার্টিনকে যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা সস্তা গুজব।

যাহোক, ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা নানান কথাবার্তা বলছেন। হাসিনার মুখপাত্র হলেন তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। দলে আর কোনো নেতাকে দেখা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ যে একেবারে একটা পরিবারের দল, এতেই তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই দলে অনেক অনুগত লোক আছেন, অনেক দলদাস আছেন। ১৫ বছরে একটা বড় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। একটা পদ, একটা চাকরি, একটা প্লট কিংবা ব্যাংকঋণের জন্য এই গোষ্ঠীর লোকেরা আওয়ামী লীগের কাছে তাঁদের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষক, আমলা, পুলিশ, প্রশাসনে আওয়ামী লীগের যাঁরা অনুগত লোক আছেন, তাঁরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে জল ঘোলা করার চেষ্টা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

আওয়ামী লীগের জমায়েত করার ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হলো, ১০ নভেম্বর বিএনপি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসহ আওয়ামী লীগবিরোধী যারা আছে, তারা সবাই মাঠে নেমে গেল। তারা এটাকে খুবই গুরুত্ব দিল। কিন্তু তারা যে প্রতিক্রিয়া জানাল, সেটাকে আমার কাছে অতি প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগের জমায়েত করার ঘোষণা শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো একটা ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কয়েকজনকে আমরা মারধর করতে দেখলাম। তাঁরা সেখানে কী করতে গিয়েছিলেন, সেটা জানি না।

যদিও ভারতের কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম তাদের খবরের শিরোনাম করেছে, 'ট্রাম্পের সমর্থকদের ওপর ইউনূসের লোকেরা চড়াও হয়েছে'। ৫ আগস্টের পর থেকে ভারতের কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার পক্ষে ও ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবেদন ছাপিয়ে যাচ্ছে। এর অনেকগুলোই বিকৃত সংবাদ। ভারতের বাম-ডান-মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে একটা ঐকমত্য আছে। ভারতের রাজনৈতিক মহল চায় বাংলাদেশ তাদের একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়ে থাক। ১৫ বছর ধরে ভারতের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে আসছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ছিল না, ছিল ক্ষমতার প্রেম। ভারত যা চেয়েছিল, তার সবকিছুই তিনি দিয়েছিলেন। এমনকি যেটা চায়নি, সেটাও দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার সন্তানেরা বিদেশে থাকেন। তিনি বাংলাদেশকে ব্যবহার করেছেন তাঁর ক্ষমতার জন্য এবং অনুগত লোকদের লুটপাটের ব্যবস্থা করে দিতে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? ভারত যদি এ ব্যাপারে আগ্রাসী হয়ে ওঠে, তাহলে কিছুটা সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি, ভারত এ দেশে তাদের তাঁবেদার কিছু লোককে গ্রুমিং বা পরিচর্যা করে এসেছে। একসময় তারা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পরিচর্যা করেছে। এরশাদ ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, গণ-অভ্যুত্থানে পতনের পরও দাপটের সঙ্গে আমৃত্যু রাজনীতি করে গেছেন। ভারত জাতীয় পার্টিকে তাদের বাফার হিসেবে ব্যবহার করেছে। একসময় জাসদ সম্পর্কে বলা হতো দলটি বাংলাদেশে ভারতের 'সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন'; যদিও এটা ছিল পিকিংপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হাসিনার পর ভারত কাকে পরিচর্যা করবে? ইদানীং আমরা দেখছি, নির্বাচনের জন্য বিএনপির কোনো কোনো নেতা অস্থির হয়ে গেছেন। এক-এগারোর পর বিএনপিতে বিপর্যয় এসেছিল। এরপর তারা চেষ্টা করেছিল ভারতের মন জয় করতে। বিএনপির শীর্ষ নেতা খালেদা জিয়া ২০১২ সালে ভারতে গিয়েছিলেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিএনপির দিক থেকে ভারতকে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল যে তারা আগের সেই কট্টর ভারতবিরোধী অবস্থানে থাকবে না। বিএনপি আওয়ামী লীগের বিকল্প হতে পারে। তারা ক্ষমতায় গেলে ভারতের জন্য কোনো সমস্যা হবে না।

অতীত এই অভিজ্ঞতার কারণে সন্দেহ হতেই পারে, রাজনীতিতে কোনো খেলা চলছে কি না। এই মুহূর্তে রাজনীতিতে একটা বড় বিতর্ক হলো সংস্কার আগে, না নির্বাচন আগে? সরকারের দিক থেকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, যে কমিশনগুলো তারা করেছে, সেগুলো তিন মাসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন দেবে। এরপর তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করবে। বিএনপি বড় দল। নির্বাচনে তারা ভালো করবে, এই আশা আছে। তারা তো কিছুদিন অপেক্ষা করতেই পারে। বারবার সংবাদ সম্মেলন করে, সমাবেশ করে একই কথা কেন তারা বলছে?

বিএনপি আসলে কী চায়? বিএনপির কেউ কেউ যুক্তি দিচ্ছেন, সংস্কার নির্বাচিত সরকারের কাজ। একটা বিষয় হচ্ছে, নির্বাচিত সরকার যে সংস্কার করে না, এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই মুহূর্তে একদিকে আত্মগোপনে যাওয়া আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আস্ফালন, অন্যদিকে বিএনপিসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অস্থিরতা আমরা দেখছি; পাশাপাশি সরকারের উপদেষ্টাদের অনেকের মধ্যে একধরনের নিষ্ক্রিয়তাও দেখছি। সব মিলিয়ে জনমনে হতাশা বাড়ার শঙ্কা দেখা যাচ্ছে। জনমনে হতাশা বাড়লে রাজনীতির জল আরও ঘোলা হতে পারে।

● **মহিউদ্দিন আহমদ** লেখক ও গবেষক

উচ্চশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা বাড়ানোর উপায় কী

তারিক মনজুর

এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৩ লাখ ৩১ হাজারের ওপরে। পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৮। তার মানে, পাস করেছেন ১০ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। ধারণা করা যায়, এর মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আর পড়াশোনায় থাকবেন না। অবশিষ্ট বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবেন। কিন্তু খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থীই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় ভর্তি হতে পারবেন।

মেডিকেল, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এইচএসসির পর থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করে, ভর্তি পরীক্ষা মানে উত্তাল সাগর পাড়ি দেওয়া। বাস্তবেও শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা দেখতে পান, প্রতিবছর একটি সিটের বিপরীতে কীভাবে কয়েক গুণ শিক্ষার্থী রীতিমতো লড়াই করতে থাকেন। এই লড়াইয়ে ব্যর্থ অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনের বাকি অংশে পড়াশোনার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন।

সর্বশেষ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষায় ১ হাজার ৮৫১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ১ লাখ ২২ হাজার ৮০ জন। তার মানে, একটি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৬৬ জন। গত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা বাড়েনি। অধিকাংশ বিভাগেই আসন কমেছে। এর মানে প্রতিযোগিতা দিন দিন বেড়েছে। দেখা যায়, চার-পাঁচ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেতেন, এখন তার চেয়ে কমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পান। স্বায়ত্তশাসিত অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তুমুল প্রতিযোগিতা করে শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হয়।

অবাক করা ব্যাপার হলো, যে সাধ্য-সাধনা করে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই তার সলিলসমাধি ঘটে। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর বেশির ভাগকে একাডেমিক পড়াশোনায় মনোযোগী হতে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন আনা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষায় মনোযোগী হন। এ ক্ষেত্রে হরে-দরে যেভাবেই হোক শিক্ষার্থীকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পার করতে হবে—এমন নীতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বের হয়ে আসতে হবে। কেননা, পাবলিক বিশ্ববদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যয়ের বিপরীতে বিপুল অর্থ ভর্তুকি দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় এক শিফটের বদলে দুই শিফট চালু করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন বিভাগও দেখা যায়, যেখানে এক শ থেকে দেড় শ শিক্ষার্থী একসঙ্গে বসে ক্লাস করেন। শিক্ষক গণজমায়েতে বক্তৃতাদানের মতো করে লেকচার দিয়ে ক্লাস শেষ করেন। শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনা, দলগত কাজ বা শ্রেণি-উপস্থাপনার যথেষ্ট সুযোগ থাকে না। অথচ স্রেফ দুই শিফটে ক্লাস নিলে পুরো কার্যক্রম আরও বেশি ফলদায়ক করা সম্ভব।

> আগে চিন্তা করতে হবে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা আসনসংখ্যা বাড়াতে চাই কি না। আগে চাইতে হবে, তারপর উপায় বা পরিকল্পনার দিকগুলোও আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হতে থাকবে

দুই শিফটে ক্লাস নেওয়া গেলে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যাও বাড়ানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেমন বেশি ক্লাসের জন্য শিক্ষকদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হবে। সে জন্য শিক্ষকসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। কিংবা তাঁদের বাড়তি সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হতে পারে। হলের আবাসন, পরিবহনব্যবস্থা, লাইব্রেরির আসন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও চাপ বাড়বে।

কিছু ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক নেওয়া সম্ভব। যেমন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এমন হবে, যাঁরা আবেদনের সময়েই ভর্তি ফরমে নিশ্চিত করবেন, তিনি আবাসিক সুবিধা নেবেন না। পরিবহনের জন্য গাড়ির সংখ্যা বা গাড়ির ট্রিপ-সংখ্যা বাড়াতে হবে। লাইব্রেরিতে শিফট-ব্যবস্থা চালু করলে একটানা চেয়ার দখল করে 'বিসিএস' পড়ার প্রবণতাও কমবে। তবে নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। কোনো পরিবর্তনই হঠাৎ আনা যাবে না।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অর্ধেক অংশ সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করা যায়। কোভিডের সময়েই এ কাজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দক্ষতা তৈরি হয়েছে। দেখা যায়, অনলাইনে এমন সব সুবিধা পাওয়া যায়, যেগুলো প্রত্যক্ষ ক্লাসরুমে প্রায় ক্ষেত্রেই নেওয়া যায় না। যেমন বইয়ের পিডিএফ কপি উপস্থাপন করে দেখানো কিংবা শিক্ষকের নিজের বানানো স্লাইড দেখিয়ে আলোচনা করা অনলাইনে খুবই সহজ।

বর্তমানে বেশির ভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস হয়। যদি এমন করা যায়, সপ্তাহে দুই দিন হবে সরাসরি ক্লাস আর দুই দিন অনলাইনে ক্লাস, তবে শিক্ষকদের ক্লাসের চাপ কমতে পারে। বাকি এক দিন রাখা যায় শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ, শ্রেণি-উপস্থাপনা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য।

'উচ্চশিক্ষিত বেকার' কমানোর জন্য মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অন্তত অর্ধেকসংখ্যককে গবেষণাকাজে যুক্ত করতে হবে। তাঁদের গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে সমাজের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে। শিক্ষার্থীদের নানা প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত করতে হবে। এভাবে তাঁরা নিজেদের অধিক দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারবেন।

মোদ্দাকথা, আগে চিন্তা করতে হবে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা আসনসংখ্যা বাড়াতে চাই কি না। আগে চাইতে হবে, এরপর উপায় বা পরিকল্পনার দিকগুলোও আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হতে থাকবে।

● **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্য

বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প এমন কী আর খারাপ হবেন

মুহান্নাদ আয়াশ

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর থেকে অনেক পর্যবেক্ষক ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, তাঁর প্রশাসন ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আরও খারাপ পরিস্থিতি ডেকে আনবে। তাঁরা বলছেন, ইসরায়েলপন্থী বক্তৃতা ও ইরানের ওপর বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ট্রাম্প তাঁর আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তবে গত আট বছরের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে, ট্রাম্পের এই মেয়াদে ফিলিস্তিনের জনগণ এবং পুরো অঞ্চলের জন্য মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসবে না। এর কারণ হলো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন কার্যত ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের নীতিগুলোতে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি। বরং বাইডেন ট্রাম্পের পথেই হেঁটেছেন। বাইডেন ও ট্রাম্পের এই অভিন্ন পররাষ্ট্রনীতির তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে।

প্রথমটি হলো যুক্তরাষ্ট্র এত দিন 'টু স্টেট সলিউশন' বা 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান'-এর সমর্থন দেওয়ার যে ভান করে এসেছিল, সেই ভান করা ছেড়ে দিয়ে 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান' তত্ত্বকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেই একসময় এই সমাধান-পথের প্রস্তাব করেছিল। সে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ফিলিস্তিন ১৯৬৭ সালের নির্ধারিত সীমান্তের মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সার্বভৌমত্ব ভোগ করবে এবং ফিলিস্তিনের রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম। কিন্তু ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসন এ সমাধানের পথ প্রত্যাখ্যান করে। মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে নিয়ে, ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরায়েলি দখলদারিকে স্বীকৃতি দিয়ে, ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করে এবং সার্বভৌমত্ব পাবে না, এমন একটি 'ফিলিস্তিনি সত্তা' গঠনের পক্ষে সমর্থন দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছিল।

ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তিনিদের প্রস্তাব দিয়েছিল, ফিলিস্তিনিদের কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং এর বিনিময়ে ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা থেকে সরে আসতে হবে। ট্রাম্পের পর বাইডেন প্রশাসন এসে শুধু মুখেই 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান'-এর প্রতি সমর্থন দিয়েছে; কিন্তু তা বাস্তবায়নে তারা কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আদতে বাইডেন প্রশাসন ট্রাম্পের নীতিই অনুসরণ করে এসেছে, যা এই সমাধান বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাইডেন জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করেননি এবং বসতি সম্প্রসারণ থামানোর বা অধিকৃত পশ্চিম তীরের বড় অংশ ইসরায়েলি দখলে নেওয়ার চেষ্টা রোধ করার জন্য কিছুই করেননি। এ ছাড়া বাইডেন প্রশাসন এই ধারণা মেনে নিয়েছিল যে ভবিষ্যতে কোনো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা সার্বভৌমত্ব ভোগ করবে না।

ট্রাম্প-বাইডেন পররাষ্ট্রনীতির দ্বিতীয় অভিন্ন উপাদান হলো আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ। ইসরায়েলের সঙ্গে মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিল। বাইডেন প্রশাসন সেই পথ অনুসরণ করে এসেছে এবং তা বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে কাজ করেছে। এর অংশ হিসেবে তারা ইসরায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের চেষ্টা চালিয়েছে। গাজায় গত বছর থেকে চলমান গণহত্যা সংঘটিত না হলে এত দিনে হয়তো এই সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যেত।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। রয়টার্স

ট্রাম্প-বাইডেন নীতির তৃতীয় উপাদান হলো ইরানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। ট্রাম্প প্রশাসন সর্বজনবিদিত ইরান চুক্তি বাতিল করেছিল। ইরান চুক্তিতে পারমাণবিক কর্মসূচি সীমাবদ্ধ পরিসরে রাখার বিনিময়ে ইরানকে কিছু নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ট্রাম্প প্রশাসন এই চুক্তি বাতিল করে ইরানের ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এবং দেশটিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। বাইডেন প্রশাসন এসে ইরান চুক্তিতে ফিরে যায়নি এবং ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, বাইডেন প্রশাসন ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে একটি নতুন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়েছে, যা কিনা ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে তৈরি হবে; যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং ইরানকে বিচ্ছিন্ন রাখবে।

আদতে ট্রাম্প ও বাইডেন প্রশাসন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং সার্বভৌমত্বের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য কাজ করেছে। তারা উভয়েই এমন একটি নতুন মধ্যপ্রাচ্য তৈরি করতে চায়, যেখানে ইসরায়েল আরও শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামরিক ভূমিকা পালন করবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করবে।

● **মুহান্নাদ আয়াশ** দ্য প্যালেস্টিনিয়ান পলিসি নেটওয়ার্কের নীতি বিশ্লেষক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

মূল্য সংযোজন কর

পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয়, তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়, তা-ই 'মূল্য সংযোজন কর' বা 'ভ্যাট'।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | রচনামূলক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : কৈবর্ত বিদ্রোহ কী? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : বাংলার উত্তরাংশে বরেন্দ্র এলাকায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক সংঘটিত বিদ্রোহকে কৈবর্ত বিদ্রোহ বলা হয়। কৈবর্ত শব্দের মানে হচ্ছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা দিব্যোক ছিলেন একজন সামন্ত জমিদার। দিব্যোকের নেতৃত্বে পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
বাংলার ইতিহাসে এই কৈবর্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত। এই সময়েই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে অস্ত্র ধারণ করতে দেখা যায়।

প্রশ্ন : বারোভূঁইয়া কারা? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কয়েকজন শক্তিশালী জমিদারকে বারোভূঁইয়া বলা হয়। আফগান শাসক দাউদ কররানীকে পরাজিত করার পর মোগল শাসকেরা বাংলা শাসন করার জন্য সুবাদার প্রেরণ করেন। কিন্তু সুবাদারদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কয়েকজন শক্তিশালী জমিদার। এই জমিদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে মোগল সুবাদারদের বাধা প্রদান করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জমিদারি এলাকা শাসন করতে থাকেন। ইতিহাসে এই জমিদাররা বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত। বারোভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁর জমিদার ঈশা খান এবং তাঁর পুত্র মুসা খান।

প্রশ্ন : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : বাংলা ১১৭৬ সালে বাংলায় সংঘটিত দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। রবার্ট ক্লাইভ পরিচালিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার অনাবৃষ্টির কারণে কৃষকেরা ফসল ফলাতে পারেনি জেনেও আগের বছর পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব আদায় করে। পরের বছর আবারও অনাবৃষ্টির কারণে ফলন খুবই কম হয়। যেটুকু শস্য উৎপন্ন হয়েছিল, তা-ও রাজস্ব বাবদ কোম্পানির লোকেরা নিয়ে যায়। তদুপরি কোম্পানির সরকার কর্তৃক মানুষের জন্য ত্রাণ বা রাজস্ব মওকুফের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে দেশজুড়ে বিভীষিকাময় এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাংলা ১১৭৬ (ইংরেজি ১৭৭০) সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যায়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১. -4, -2, 0, 2 অনুক্রমটির সাধারণ অন্তর কত?
ক. 2 খ. 3
গ. -2 ঘ. -3

১২. 7x+2, 5x+12, 2x-1 একটি সমান্তর অনুক্রম হলে, x এর মান কত হবে?
ক. -23 খ. 23
গ. ± 23 ঘ. 21

১৩. 1, 0.5, 0, -0.5, …… অনুক্রমের পরের পদ কোনটি?
ক. 1 খ. -1
গ. 0 ঘ. 0.25

১৪. ভাইরাসের বিস্তার কোন অনুক্রমের মধ্যে পড়ে?
ক. সমান্তর
খ. গুণোত্তর
গ. ধ্রুবক
ঘ. অসমান

১৫. নিচের কোনটি ফিবোনাচ্চি অনুক্রম?
ক. 0, 1, 0, 1, 2, 5, 3, …
খ. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
গ. 2, 4, 6, 8, …
ঘ. 3, 9, 16, 18, 22, …

১৬. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}$… অসীম অনুক্রমটি কোন ধরনের?
ক. সমান্তর খ. গুণোত্তর
গ. সংখ্যাসূচক ঘ. সসীম

১৭. 4, 12, 36, . ……অনুক্রমের কততম পদ 2916?
ক. 5 খ. 6
গ. 7 ঘ. 8

১৮. $1, \frac{2}{4}, \frac{3}{9}$,……… অনুক্রমটির 20 তম পদ কোনটি?
ক. $\frac{1}{30}$ খ. $\frac{1}{20}$
গ. $\frac{1}{10}$ ঘ. $\frac{1}{15}$

১৯. 4 + 8 + 16 + …….ধারাটির 15 তম পদটি কত?
ক. 65536 খ. 131072
গ. 146384 ঘ. 32768

২০. a, ar, ar^2, ar^3 এটি কোন ধরনের অনুক্রম?
ক. গুণোত্তর খ. সমান্তর
গ. অসীম ঘ. ধ্রুবক

২১. a, b, c, d সমান্তর ধারার চারটি ক্রমিক পদ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?
ক. $b = \frac{c+d}{2}$ খ. $a = \frac{b+c}{2}$
গ. $c = \frac{b+d}{2}$ ঘ. $d = \frac{c+a}{2}$

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ১১. ক ১২. ক ১৩. খ ১৪. খ ১৫. খ ১৬. খ ১৭. গ ১৮. খ ১৯. ক ২০. ক ২১. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ক্যাডেটে ভর্তির প্রস্তুতি-২২

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

যতিচিহ্নের কাজ

কোলন (:) : একটি পূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া উদাহরণ উপস্থাপনের সময়ও কোলন বসে। যেমন :
সভায় সিদ্ধান্ত হলো : এক মাস পর নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগের দুটি রূপ : ভাষিক যোগাযোগ ও অভাষিক যোগাযোগ।

ড্যাশ (—) : এক বাক্যের ব্যাখ্যা পরের বাক্যে করা হলে দুই বাক্যের মাঝে ড্যাশচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নোবেল পুরস্কার বিজয়ী—আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।

হাইফেন (-) : দুটি শব্দকে এক করতে কিংবা সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন : মা-বাবার কথা মেনে চলা উচিত।

উদ্ধৃতিচিহ্ন (' ') : কারও কথা সরাসরি দেখানোর জন্য উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : শিক্ষক বললেন, 'তোমরা বড় হয়ে সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।'
এ ছাড়া সাহিত্যের ব্যাখ্যায়, গণিতে ও শব্দ বা বাক্য সংক্ষেপ করায় কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

বন্ধনী-চিহ্ন ( ), { }, [ ] : বন্ধনী-চিহ্ন গণিতে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন : তিনি ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) জন্মগ্রহণ করেন।

বিন্দুচিহ্ন (.) : শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তিনি পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। রাজু এবার এস. এস. সি পাস করেছে।

যতিচিহ্ন নিয়ে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয় কেন?
উত্তর : বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন : বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণ বিরতি বোঝাতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণ বিরতি বোঝাতে দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন : বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয় কেন?
উত্তর : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন : ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ প্রকাশে বাক্যে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ প্রকাশে বাক্যে বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন : অল্প বিরতির জন্য বাক্যে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : অল্প বিরতির জন্য বাক্যে কমা ব্যবহার করা হয়।

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬, পরিচ্ছেদ ২

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'উদ্বাস্তু' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : বাসভূমি থেকে বিতাড়িত
প্রশ্ন : মর্টারের গুলিতে কতজন মারা গেল?
উত্তর : আটজন
প্রশ্ন : সাতাশ জনের জন্য কয়টা রাইফেল আছে?
উত্তর : নয়টা
প্রশ্ন : শত্রুরা কতজনের মতো এসেছিল?
উত্তর : মোট দুই শ জনের মতো
প্রশ্ন : শত্রুরা কয়টা লাশ ফেলে পালিয়েছে?
উত্তর : ৪৫টা
প্রশ্ন : ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে কত লোক?
উত্তর : এক কোটি
প্রশ্ন : সারাক্ষণ পালাচ্ছে কত লোক?
উত্তর : তিন কোটি
প্রশ্ন : 'উর্ধ্বশ্বাস' বানানটি শুদ্ধ করো।
উত্তর : ঊর্ধ্বশ্বাস
প্রশ্ন : 'ঘাঁটি' শব্দে অর্থ কী ?
উত্তর : আস্তানা
প্রশ্ন : 'হতবিহ্বল' শব্দটির উচ্চারণ লেখ।

উত্তর : হতোবিউভল্
প্রশ্ন : শূন্য বাড়িগুলো কিসের মতো দাঁড়িয়ে?
উত্তর : প্রেতপুরীর মতো
প্রশ্ন : ডায়েরি লেখকের বোনের নাম কী?
উত্তর : ইতুদি
প্রশ্ন : উদ্বাস্তু শিবিরে কত শিশু মারা যায়?
উত্তর : পাঁচ লাখ
প্রশ্ন : দশ হাজার গ্রামের আনাচকানাচে কত মৃতদেহ?
উত্তর : এক কোটি
প্রশ্ন : 'গয়নার নৌকা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : যাত্রীবাহী নৌকা
প্রশ্ন : ডায়েরি লেখক কত শত্রুকে বধ করেছে?
উত্তর : তিন শ বাহাত্তর, তিয়াত্তর, চুয়াত্তর।
প্রশ্ন : দেশ তো হলো কিসের ব্যাপার?
উত্তর : ভূগোলের
প্রশ্ন : কিসের জন্য আমরা লড়ছি?
উত্তর : সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

কবিতা : সাম্যবাদী

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'সাম্যবাদী' কবিতাটির রচয়িতা কে?
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম।
প্রশ্ন : কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রশ্ন : কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
প্রশ্ন : 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কিসের গান গেয়েছেন?
উত্তর : 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

সহপাঠ : কাকতাড়ুয়া

৮৩. 'রেকি করার কাজটা তোকে করতে হবে'—এখানে 'রেকি' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. আক্রমণের আগে শত্রুর অবস্থান অনুসন্ধান
খ. শত্রুকে ধরাশায়ী করার কূটকৌশল
গ. ছলনা করার পদ্ধতি
ঘ. আক্রমণের জন্য সংঘটিত করা

৮৪. 'চমৎকার নকশা করা রঙিন একটা বাক্স আছে বুকের ভেতর'—এই রঙিন বাক্স বলতে বুধার কোনটি বোঝানো হয়েছে?
ক. স্কুলের মজার দিনগুলো
খ. স্বাধীনতার স্বপ্ন
গ. পরিবারের স্মৃতি
ঘ. কুন্তির ভালোবাসা

৮৫. 'আমি শোধ নিতে জানি'—এ বাক্যে বুধার কোন ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. দক্ষতা খ. নিপুণতা
গ. প্রতিবাদ ঘ. ক্ষমতা

৮৬. 'ওরা সে চোখের ভাষা বুঝতে পারে না'—বুধার চোখের ভাষায় আসলে কী ছিল?
ক. প্রতিহিংসা
খ. প্রতিবাদ
গ. দারিদ্র্যের দহন
ঘ. মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

৮৭. 'এ আর এমন কী কঠিন কাজ, খুব পারব।'—বুধার এ বক্তব্যে কী ফুটে ওঠে?
ক. সাহস খ. আত্মবিশ্বাস
গ. স্বনির্ভরতা ঘ. দেশপ্রেম

৮৮. শাহাবুদ্দিন কিসের ছবি আঁকবে?
ক. যুদ্ধের খ. বাংলাদেশের
গ. সাহসী ছেলের ঘ. কাকতাড়ুয়ার

৮৯. দেশ স্বাধীন হলে বুধাকে নিয়ে শাহাবুদ্দিনের পরিকল্পনা কী?
ক. যুদ্ধরত ছেলেটির নানা ভঙ্গির ছবি আঁকা
খ. আশ্চর্য বীর কাকতাড়ুয়া বানানো
গ. নিজের সামনে বসিয়ে হাসানো
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের চিত্র বুকের ভেতর ধরে রাখা

৯০. 'আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে তবু অস্ত্র হাতে শত্রু এলে ধরতে জানি'— চরণ দুটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক. বুধা খ. হরিকাকু
গ. আহাদ মুন্সি ঘ. কুদ্দুস

সঠিক উত্তর
কাকতাড়ুয়া : ৮৩. ক ৮৪. ক ৮৫. গ ৮৬. খ ৮৭. খ ৮৮. গ ৮৯. ক ৯০. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৬৩. কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য কোন বোতামটি লিংক হিসেবে কাজ করে?
ক. A খ. B
গ. G ঘ. P

৬৪. কম্পিউটারে প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে লেখা সাজানোকে কী বলে?
ক. কম্পোজিং খ. টাইপিং
গ. পাবলিশিং ঘ. প্রিন্টিং

৬৫. বানান সংশোধনের কাজকে কী বলা হয়?
ক. ডিবাগিং খ. এডিটিং
গ. প্রুফ দেখা ঘ. এনকোডিং

৬৬. ফন্টের রং নির্ধারণে কোন অপশনে যেতে হবে?
ক. Font গ্রুপ খ. Font রং
গ. Font সাইজ ঘ. Font আইকন

৬৭. ফন্ট সাজসজ্জার কাজ হয় কোন ট্যাবে?
ক. Home খ. Reference
গ. Insert ঘ. Font

৬৮. ফন্টের রং হিসেবে কোনটি নির্বাচন করতে হয়?
ক. কালো খ. সাদা
গ. লাল
ঘ. ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে

৬৯. লেখালেখির সাজসজ্জায় কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. সূত্র খ. কপি পেস্ট
গ. বুলেট ঘ. প্রিন্ট

৭০. বুলেট কী ধরনের হতে পারে?
ক. ডিজাইন চিহ্ন খ. রোমান অক্ষর
গ. নিউমেরিক নম্বর
ঘ. সব কটি

৭১. বুলেট অপশনটি কোন গ্রুপে থাকে?
ক. Font খ. Illustrations
গ. Paragraph ঘ. Clipboard

৭২. বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড কোন ট্যাবে পাওয়া যায়?
ক. Insert খ. Home
গ. Paragraph ঘ. Font

৭৩. Paragraph গ্রুপটি কোন ট্যাবের অন্তর্ভুক্ত?
ক. Insert খ. References
গ. Home ঘ. Review

৭৪. টেবিলে কী থাকে?
ক. কলাম খ. সারি
গ. ডেটা ঘ. সব কটি

৭৫. Enter কী ধরনের বাটন?
ক. gap সূচক খ. অসম্মতিসূচক
গ. সম্মতিসূচক ঘ. ডিলিটসূচক

৭৬. লেখালেখির সময় Enter চাপলে মাউস কার্সরটি কোন দিকে যায়?
ক. ওপরের দিকে খ. নিচের দিকে
গ. পাশের দিকে ঘ. বাঁ পাশে

৭৭. Enter-এর অপর নাম কী?
ক. ট্যাব কি খ. রিটার্ন কি
গ. শিফট কি ঘ. ব্যাকস্পেস কি

৭৮. কোনো লেখাকে মাঝখানে অবস্থানের জন্য কোন অপশনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. Right খ. Center
গ. Moderate ঘ. Align

৭৯. দুটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ধারণ করার জন্য কোন টুলসটি ব্যবহার করা হয়?
ক. Tab খ. Space
গ. Line Spacing ঘ. Page Break

৮০. Line Spacing অপশনটি কোন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত?
ক. References খ. Illustrations
গ. Paragraph ঘ. Font

৮১. Insert ট্যাবের অন্তর্ভুক্ত অপশন কোনটি?
ক. New খ. Save
গ. Chart ঘ. Open

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৬৩. গ ৬৪. ক ৬৫. গ ৬৬. খ ৬৭. ক ৬৮. ঘ ৬৯. গ ৭০. ঘ ৭১. গ ৭২. খ ৭৩. গ ৭৪. ঘ ৭৫. গ ৭৬. খ ৭৭. খ ৭৮. খ ৭৯. গ ৮০. গ ৮১. গ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** সাধারণ জ্ঞান
- **নোটিশ বোর্ড :** বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালের ভর্তির তথ্য, বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির তথ্য

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৪১. জানুয়ারিতে ঢাকার গড় তাপমাত্রা কত?
ক. ১৫° সেলসিয়াস
খ. ১৮.৩° সেলসিয়াস
গ. ১৯.৭° সেলসিয়াস
ঘ. ২১.৬° সেলসিয়াস

৪২. বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টির কারণ কী?
ক. নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়
খ. সমুদ্র বায়ুর প্রভাব
গ. নিম্নমানের প্রভাব
ঘ. মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

৪৩. বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির আয়তন কত?
ক. ১,১৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.
খ. ১,১৮,২৬৭ বর্গ কি.মি.
গ. ১,২৪,২৬৬ বর্গ কি.মি.
ঘ. ১,৩৪,৭৭০ বর্গ কি.মি.

৪৪. বাংলাদেশের কত ভাগ ভূমি নদীবিধৌত সমভূমি?
ক. প্রায় ৮% খ. প্রায় ১২%
গ. প্রায় ৪০% ঘ. প্রায় ৮০%

৪৫. খুলনা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত হয় কোনটি?
ক. প্লাবন সমভূমি
খ. স্রোতজ সমভূমি
গ. বদ্বীপ সমভূমি
ঘ. উপকূলীয় সমভূমি

৪৬. সুনামির ঢেউয়ের উচ্চতা কত হয়?
ক. ১২-১৫ মিটার
খ. ১৫-১৮ মিটার
গ. ১৫-২০ মিটার
ঘ. ১৮-২০ মিটার

৪৭. ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে—
i. বহুতল ভবনে জরুরি সিঁড়ি রাখা
ii. বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের জন্য হেলমেট রাখা
iii. ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে চলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৮. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে—
i. মানুষের পেশাগত পরিবর্তন ঘটেছে
ii. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিপন্ন হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৪১. খ ৪২. ঘ ৪৩. গ ৪৪. ঘ ৪৫. খ ৪৬. গ ৪৭. ঘ ৪৮. ঘ

নোটিশ বোর্ড

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালে ভর্তির তথ্য

■ ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের সব (সরকারীকরণসহ) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিদ্যালয় হতে কোনো ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে না।
ভর্তির আবেদন শুধু অনলাইনে https://gsa.teletalk.com.bd এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।
অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২/১১/২০২৪ থেকে, চলবে ৩০/১১/২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
২০২৫ সালের ভর্তির আবেদন ফি ১১০ টাকা। যা শুধু টেলিটক প্রিপেইড মুঠোফোন থেকে SMS-এর মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।
সারা দেশের আবেদনকারীরা আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠান নির্বাচনকালে থানাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা পাবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীরা প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি আবেদনে সর্বোচ্চ পাঁচটি বিদ্যালয় পছন্দের ক্রমানুসারে নির্বাচন করতে পারবে। ডাবল শিফটের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উভয় শিফট পছন্দ করলে দুটি পছন্দক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। একই পছন্দক্রমের বিদ্যালয় কিংবা শিফট দ্বিতীয়বার পছন্দ করা যাবে না।
জেনে রাখুন : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় ডিজিটাল দৈবচয়ন কার্যক্রমে সারা দেশের সব (জাতীয়করণসহ) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে অংশগ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে দৈবচয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন করা ব্যতীত অন্য কোনো পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬+ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।
শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার তারিখ, সময় ও স্থান পরে জানানো হবে।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.dshe.gov.bd এর secondary circular/order ও www.teletalk.com.bd

স্কুল ভর্তির তথ্য

উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজ

■ উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
শূন্য আসনে মাউশির নির্দেশনা অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি
বাংলা মাধ্যম : ১ম শ্রেণি, ছাত্র ও ছাত্রী, শুধু প্রভাতি শাখা; ২য় থেকে ৯ম শ্রেণি, প্রভাতি শাখা-ছাত্রী, দিবা শাখা-ছাত্র।
ইংরেজি ভার্সন (ন্যাশনাল কারিকুলাম) : ১ম শ্রেণি, ছাত্র ও ছাত্রী, শুধু প্রভাতি শাখা; ২য় থেকে ৯ম শ্রেণি, প্রভাতি শাখা-ছাত্রী, দিবা শাখা-ছাত্র।
আবেদনের শেষ তারিখ : ১২ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https://gsa.teletalk.com.bd-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে
বাংলা মাধ্যম : প্রাক্ প্রাথমিক (ছাত্র ও ছাত্রী, শুধু প্রভাতি শাখা)।
ইংলিশ ভার্সন (ন্যাশনাল কারিকুলাম) : প্রাক্ প্রাথমিক (ছাত্র ও ছাত্রী, শুধু প্রভাতি শাখা)।
ইংরেজি মাধ্যম (ব্রিটিশ কারিকুলাম) : প্লে, নার্সারি, কেজি-১, কেজি-২, স্ট্যান্ডার্ড-১, (ছাত্র ও ছাত্রী, শুধু প্রভাতি শাখা) স্ট্যান্ডার্ড-২ থেকে স্ট্যান্ডার্ড-৯ম (প্রভাতি শাখা ছাত্রী, দিবা শাখা ছাত্র)
আবেদনের শেষ তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর '২৪।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www. wlfsc.edu.bd

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে বালক এবং বালিকা শাখায় ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
বালিকা শাখা : বাংলা মাধ্যম -১ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণি।
ইংরেজি ভার্সন : ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণি।
বালক শাখা : বাংলা মাধ্যম -১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম শ্রেণি।
ইংরেজি ভার্সন-১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণি।
আবেদনের তারিখ : ৩০-১১-২০২৪ পর্যন্ত।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https://gsa.teletalk.com.bd

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ

■ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি করা হবে।
ইংরেজি ভার্সনে : নার্সারি, ৩য়, ৫ম, ৮ম, ৯ম ব্যবসায় শিক্ষা।
বাংলা মাধ্যম : ৩য় ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি।
আবেদনের শেষ তারিখ : ১১ ডিসেম্বর '২৪।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ccpc.edu.bd

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজ

■ রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।
অনলাইনে আবেদনের শেখ তারিখ : ২০ নভেম্বর। লটারির তারিখ ও সময় : ১০/১২/২০২৪, সকাল ১০টা।
শিশু শ্রেণির বয়স : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ৫ থেকে ৬ বছর হতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.rcbse.edu.bd

আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান গ্রেটা থুনবার্গের

বাকুতে চলমান জলবায়ু সম্মেলন কপ২৯-এ অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। বিবিসি

সংক্ষেপে

রাশিয়া

সংঘাত উসকে দিচ্ছেন ইউরোপের নেতারা

ডোনাল্ড ট্রাম্প আরেক মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ইউরোপের নেতারা ইউক্রেন সংঘাত মারাত্মকভাবে উসকে দিতে চাইছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ এ অভিযোগ করেছেন। রাশিয়ার জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তা মেদভেদেভ বার্তা আদান-প্রদানের অ্যাপ টেলিগ্রামে লিখেছেন, ইউরোপীয় রাজনীতিকেরা রাশিয়ার সঙ্গে এই সংঘাতকে এমন পর্যায়ে ঠেলে দিতে চাইছেন, যেখান থেকে পেছনে ফেরা সম্ভব নয়। অথচ তাঁরা রাশিয়ার অভ্যন্তরে পশ্চিমাদের দেওয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারে কিয়েভকে অনুমতি প্রদানের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে পারেন। ইউক্রেনের এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে জার্মানির বিরোধী দলের নেতা ও সম্ভাব্য পরবর্তী চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জের ‘সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার’ বিষয়টিও নাকচ করে দিয়েছেন রাশিয়ার সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। ‘নির্বাচনী সুবিধা নেওয়ার জন্য’ তিনি এমনটি বলেছেন বলে মন্তব্য করেন মেদভেদেভ।

রয়টার্স, *মস্কো*

নিউজিল্যান্ড

ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্র বা গির্জার কাছে সহায়তা চাইতে গিয়ে হেনস্তা আর অত্যাচারের শিকার হওয়া লাখো মানুষের কাছে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন। গতকাল মঙ্গলবার দেশটির পার্লামেন্ট কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। গ্যালারিতে বসেছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। যাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করছেন, আশ্রয়হীন হয়ে কিংবা মানসিক সহায়তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা গির্জার কাছে সহায়তা চাইতে গিয়ে তাঁরা হেনস্তার শিকার হয়েছেন। তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের সরকার এসব অভিযোগ নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেছিল। কমিশনের প্রতিবেদনে ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অত্যাচার বা হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

ডয়চে ভেলে

অনুগত ও মিত্রদের নিয়ে প্রশাসন সাজাচ্ছেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন ফ্লোরিডার সিনেটর মার্কো রুবিও। অভিবাসীপ্রধান হবেন টম হোম্যান।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কো রুবিও

টম হোম্যান

মাইকেল ওয়ালৎস

এলিস স্টেফানিক

অনুগত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রশাসন সাজাতে শুরু করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় গত সোমবার ট্রাম্প তাঁর অধীনে গঠিত হতে যাওয়া প্রশাসনে দায়িত্ব পালনের জন্য আরও কয়েকজনের নাম ঘোষণা করেছেন।

আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ট্রাম্প। এর আগেই ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনে কাকে কাকে নিয়োগ দিচ্ছেন, তা নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা চলছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, প্রথমবারের মতো এবারও অনুগতদের নিয়েই প্রশাসন সাজাবেন ট্রাম্প।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন রুবিও

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ফ্লোরিডার সিনেটর মার্কো রুবিওকে নিয়োগ দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প। স্থানীয় সময় সোমবার ট্রাম্পঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এটা হলে এই প্রথম লাতিনো বংশোদ্ভূত কোনো রাজনীতিক দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন।

রুবিওর জন্ম ফ্লোরিডাতেই। তিনি বিগত বছরগুলোতে চীন, ইরান, কিউবাসহ যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সম্মান রেখেই শক্তিশালী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে কথা বলেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলে রুবিওকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। কারণ, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের চেয়ে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি আরও বেশি অস্থির ও বিপজ্জনক।

‘সীমান্ত জার’ হোম্যান

এবারের নির্বাচনে ভোটার আকর্ষণে অভিবাসনকে প্রধান ইস্যু করে প্রচার চালান ট্রাম্প। নির্বাচিত হয়েই তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সব অবৈধ অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠাবেন। এতে ট্রাম্পের প্রশাসনে অভিবাসীপ্রধান কে হচ্ছেন, তা নিয়ে ছিল আলোচনা। সোমবার এই পদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্কবিষয়ক সংস্থার (আইসিই) সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টম হোম্যানের নাম ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

আরও যাঁরা থাকছেন

ওয়াশিংটন পোস্ট ও *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ফ্লোরিডার কট্টরপন্থী সিনেটর এবং চীনের সমালোচক হিসেবে পরিচিত মাইকেল ওয়ালৎসকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের প্রশাসনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর (হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) দায়িত্ব পাচ্ছেন সাউথ ডাকোটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্রিস্টি নোয়েম। বিষয়টি সম্পর্কে জানে, এমন দুটি সূত্র গতকালে রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে।

নিউইয়র্কের কংগ্রেস উইম্যান এলিস স্টেফানিককে জাতিসংঘের দূত হিসেবে বেছে নিয়েছেন ট্রাম্প। পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (ইপিও) প্রধান হচ্ছেন ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের মিত্র লি জেলডিন।

ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ করতে অস্বস্তি নেই ভারতের : জয়শঙ্কর

বিবিসি

এস জয়শঙ্কর

ভারত বলেছে, তারা নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে নেই। ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে জয়ী হন রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প। এ জয়ের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন। তিনি আগামী ২০ জানুয়ারি শপথ নেবেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত রোববার বলেছেন, ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসনের ব্যাপারে অনেক দেশ বিচলিত। কিন্তু এই দেশগুলোর মধ্যে ভারত নেই। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখা গিয়েছিল। তবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি তিক্ত শুল্ক-যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত, যা উভয় পক্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলের কাছ থেকেই অতীতে সমর্থন পেয়ে এসেছে ভারত। নয়াদিল্লি বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের উভয় দলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভালোভাবে কাজ করে এসেছে। ওয়াশিংটনের বিভিন্ন প্রশাসন দীর্ঘদিন প্রতিপক্ষ বেইজিংকে মোকাবিলার সমমনা শক্তি হিসেবে নয়াদিল্লিকে বিবেচনা করে আসছে।

গত রোববার এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেন, এ বিষয়ে নয়াদিল্লির উদ্বেগের কোনো কারণ নেই যে ট্রাম্পের অধীন যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি হবে না। জয়শঙ্কর আরও বলেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি প্রথম যে তিনজনের ফোন ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে মোদি ছিলেন বলে তিনি মনে করেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে জয়শঙ্করের এমন আশাবাদ সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে শুল্ক-যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। গত অক্টোবরে মোদিকে ‘মহান নেতা’ বলে অভিহিত করেছিলেন ট্রাম্প। তবে তিনি একই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শুল্ক নেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন।

গাজা-লেবাননে ইসরায়েলি ‘হত্যাযজ্ঞ’ বন্ধের আহ্বান

রিয়াদে আরব সম্মেলন

আল-জাজিরা

আরব নেতাদের সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। গত সোমবার রিয়াদে। ছবি : এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনী ‘সামরিক আগ্রাসন’ চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। সেই সঙ্গে গাজা ও লেবাননবাসীর ওপর চালানো ইসরায়েলি ‘হত্যাযজ্ঞ’ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে যুবরাজ সালমান ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে বিশ্বের দেশগুলোর প্রতিও আহ্বান জানান।

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতাদের এক যৌথ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন এমবিএস নামে পরিচিত বিন সালমান। আরব লিগ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) যৌথ আয়োজনে গত সোমবার এ সম্মেলন শুরু হয়। বিন সালমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ফিলিস্তিন ও লেবাননের সাধারণ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। সৌদি আরবের প্রভাবশালী এই নেতা আরও বলেন, নতুন করে আর কোনো আগ্রাসন চালানো থেকে ইসরায়েলকে বিরত থাকতে হবে। ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা তুলে ধরে আরব লিগের মহাসচিব আহমেদ আবৌল ঘেইত বলেন, এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ইসরায়েলি সহিংসতা দেখেও বিশ্ব চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না। সম্মেলনে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি বলেন, লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ইসরায়েল। কিন্তু এ যুদ্ধ তাঁর দেশকে ‘নজিরবিহীন’ সংকটের মুখোমুখি করেছে। দেশের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

‘রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ততার’ কারণে সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান যোগ দেননি। তবে দেশটির ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, হামাস-হিজবুল্লাহর নেতাদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে ‘সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যক্রম’ চালিয়েছে ইসরায়েল।

জলবায়ু সম্মেলন কপ২৯-এ ভাষণ দেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গতকাল আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। ছবি : রয়টার্স

জলবায়ুজনিত বিপর্যয় রোধে তহবিল বাড়ান : গুতেরেস

কপ২৯ বাকু, আজারবাইজান

রয়টার্স, *বাকু*

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে চলমান জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন বিশ্বনেতারা। গতকাল মঙ্গলবার তাঁদের কেউ কেউ বক্তব্য দিয়েছেন। এ সময় জলবায়ুজনিত মানবিক বিপর্যয় রোধে অর্থসহায়তা আরও বাড়াতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

গত সোমবার এই সম্মেলন শুরু হয়। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। সম্মেলনের প্রথম দুই দিনে বাকুতে ৭৫ জনের বেশি বিশ্বনেতার আসার কথা; কিন্তু জাতিসংঘের এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দূষণকারী অর্থনীতির কিছু দেশের নেতা।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, ‘বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার চূড়ান্ত ক্ষণ গণনার মধ্যে আমরা আছি। আর সময়ও আমাদের পক্ষে নেই।’

গুতেরেস বলেন, ‘এটি পরিহারযোগ্য অবিচারের এক গল্প। ধনীরা সমস্যার সৃষ্টি করছেন, গরিবেরা সবচেয়ে বেশি মূল্য চুকাচ্ছেন।’

দ্রুততার সঙ্গে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, ‘জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়ানো অযৌক্তিক। এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিপ্লবের সময়।’

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, ‘সব দেশকে অবশ্যই নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে; কিন্তু নেতৃত্ব অবশ্যই দিতে হবে জি-২০ সদস্যদেশগুলোকে। এসব দেশ সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী; তাদের সবচেয়ে বেশি সামর্থ্য ও দায়িত্ব রয়েছে।’

গুতেরেস বলেন, ‘কপ২৯ সম্মেলনকে অবশ্যই জলবায়ু তহবিলের বাধার দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বাকু থেকে যাতে খালি হাতে না ফেরে। অবশ্যই একটি চুক্তি হতে হবে।’

আদালতের প্রশ্নের জবাব দিতে সময় চান ইমরান ও বুশরা বিবি

পাকিস্তান

১৯ কোটি পাউন্ড নয়ছয়ের অভিযোগে ইমরান ও বুশরার বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিল পাকিস্তানের জাতীয় জবাবদিহি ব্যুরো (এনএবি)।

ডন, *রাওয়ালপিন্ডি*

ইমরান খান

বুশরা বিবি

পাকিস্তানের জবাবদিহি আদালতের ৭৯টি প্রশ্নের জবাব দিতে অন্তত দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছেন কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। আল-কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা ঘিরে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল। ১৯ কোটি পাউন্ড নয়ছয়ের অভিযোগে মামলাটি করেছিল পাকিস্তানের জাতীয় জবাবদিহি ব্যুরো (এনএবি)।

আল-কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় গত বছরের ৯ মে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান। এই মামলা থেকে খালাস পেতে আবেদন করেছিলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। ওই আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে গত সপ্তাহে আদালতকে নির্দেশ দেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট।

জবাবদিহি আদালতে ইমরানের পক্ষের আইনজীবী ছিলেন ফয়সাল হুসাইন। তিনি আদালতকে বলেন, মামলায় দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারায় যে ৭৯টি প্রশ্ন করা হয়েছে, তার জবাব দেওয়ার জন্য যেন দুজনকে অন্তত ১৪ দিন সময় দেওয়া হয়। দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারায় মামলার বিবাদীপক্ষকে নিজের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগও দেওয়া হয়েছে। বিবাদীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এর বিরোধিতা করেছেন মামলার বাদী এনএবির আইনজীবী। তাঁর মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আদালতে উপস্থিত রয়েছেন। তাই বিলম্ব না করে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আদালত মুলতবি করেন বিচারক।

এদিকে ইমরানের বোন নোরিন নিয়াজির করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ইমরানের বিরুদ্ধে করা সব মামলার বিস্তারিত তথ্য আদালতে উপস্থাপন করতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি আরবাব মুহাম্মাদ।

পূবালী ব্যাংকের বন্ড অনুমোদন | পূবালী ব্যাংকের মূলধন বাড়াতে ৪০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

৯০ লাখ টাকা মুনাফায় ৫০ লাখ জরিমানা

সাকিবের শেয়ার কারসাজি

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের ১০ লাখ ৬০ হাজার শেয়ার কিনে পাঁচ দিনের ব্যবধানে তা বেচে দিয়ে ৯০ লাখ টাকা মুনাফা করেন সাকিব।

- সাকিব ও তাঁর মা শিরিন আকতারসহ সাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
- সাকিব ও তাঁর মায়ের নামে পরিচালিত একটি যৌথ বিও হিসাবে শেয়ার কেনাবেচায় কারসাজি করা হয়।
- কারসাজি করে প্যারামাউন্টের প্রতিটি শেয়ারের দাম ৩৫ টাকা বা ৮৫ শতাংশ বাড়ানো হয়।

সুজয় মহাজন, *ঢাকা*

সাকিব আল হাসান

শেয়ার ব্যবসায়ে কারসাজির মাধ্যমে ৯০ লাখ টাকা মুনাফা করে এখন ৫০ লাখ টাকা জরিমানা গুনতে হচ্ছে জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারকে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গত ২৪ সেপ্টেম্বর এ জরিমানা করেছে। তবে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি কারসাজির বিস্তারিত তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। সাকিব ও তাঁর মায়ের নামে পরিচালিত একটি যৌথ বিও হিসাবে একটি বিমা কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচায় কারসাজি করা হয়। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এই কোম্পানির নাম প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স।

বিএসইসির এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে সংঘটিত কারসাজিতে যুক্ত ছিলেন সাকিব আল হাসান। শেয়ারবাজারে যে বিও হিসাব (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) ব্যবহার করে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করা হয়, সেটি সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারের নামে একটি বেসরকারি ব্যাংকের সহযোগী ব্রোকারেজ হাউসে খোলা হয়েছিল।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) এক তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিএসইসি সাকিব আল হাসান, শেয়ারবাজারের বহুল আলোচিত কারসাজিকারক আবুল খায়ের হিরুসহ কয়েক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করে। প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনায় ওই তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে ডিএসই। গত বছরের ১৭ আগস্ট থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক মাসে কোম্পানিটির শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা তদন্ত করে। এতে দেখা যায়, উল্লেখিত সময়ে, অর্থাৎ এক মাসে বাজারে প্যারামাউন্টের প্রতিটি শেয়ারের দাম প্রায় ৩৫ টাকা বা ৮৫ শতাংশ বেড়েছে। ওই সময়ে সিরিজ লেনদেন বা নিজেদের মধ্যে হাতবদল করে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো হয়। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবুল খায়ের হিরু, সাকিব আল হাসানসহ তাঁদের নিকটাত্মীয়, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির দায়ে সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারসহ সাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি। জরিমানা করা অন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হলো ইশাল কমিউনিকেশন, আবুল খায়ের হিরু, আবুল খায়ের হিরুর বাবা আবুল কালাম মাতলুব, হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্ট, লাভা ইলেকট্রোডস ও জাহিদ কামাল। এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সব মিলিয়ে ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ইশাল কমিউনিকেশনকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় ক্রিকেটার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানকে। ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় আবুল খায়ের হিরুকে, যা তৃতীয় সর্বাধিক। এ ছাড়া আবুল কালাম মাতলুবকে ১০ লাখ টাকা, হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্টকে ১ লাখ টাকা এবং লাভা ইলেকট্রোডস ও জাহিদ কামাল নামের একজনকে ১ লাখ করে টাকা জরিমানা করা হয়।

ডিএসইর তদন্ত ও বিএসইসির প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সাকিব আল হাসান ও তাঁর মায়ের বিও হিসাবে মাত্র তিন দিনে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সের ১০ লাখ ৬০ হাজার শেয়ার কেনা হয়। এসব শেয়ারের গড় ক্রয়মূল্য ছিল ৬৫ টাকা ২৪ পয়সা। এ জন্য প্রায় ৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। গত বছরের ১২, ১৪ এ ১৭ সেপ্টেম্বর ভিন্ন ভিন্ন দামে এসব শেয়ার কেনা হয়। এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ ২১ হাজার শেয়ার কেনা হয় ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর। এই দুই দিনে কেনা সব শেয়ারই পাঁচ দিনের ব্যবধানে বিক্রি করে দেন সাকিব আল হাসান। তাতে প্রতি শেয়ারে প্রায় ৯ টাকা করে মুনাফা হয়। সব মিলিয়ে মুনাফা দাঁড়ায় ৯০ লাখ টাকা। এ ছাড়া কোম্পানিটির আরও ৪০ হাজার শেয়ার অবিক্রীত ছিল সাকিবের বিও হিসাবে। তাতে ওই শেয়ারে আনরিয়ালাইজড বা অনর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল ৪ লাখ টাকা।

ডিএসই ও বিএসইসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কারসাজির শেয়ারে বিনিয়োগ করে মাত্র পাঁচ দিনে বড় অঙ্কের মুনাফা করেন ক্রিকেটার সাকিব। একাধিক সূত্রে জানা যায়, শেয়ারবাজারে সাকিব আল হাসান নিজে সরাসরি লেনদেন করতেন না। তাঁর বিনিয়োগ ও লেনদেন দেখভাল করতেন শেয়ারবাজারের বহুল আলোচিত কারসাজিকারক আবুল খায়ের হিরু। প্যারামাউন্ট শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনায় সাকিবের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বিএসইসি সাকিবকে শুনানিতে ডেকেছিল। কিন্তু সাকিবের পক্ষে শুনানিতে বক্তব্য দেন আবুল খায়ের হিরু।

শুনানিতে সাকিবের পক্ষে আবুল খায়ের হিরু বলেন, কোম্পানির মৌলভিত্তি দেখে কোম্পানিটির শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিমা খাতের ভালো কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স একটি। ধারাবাহিকভাবে এটির ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে। এমন বিবেচনায় কোম্পানিটির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শেয়ারে বিনিয়োগ করেন সাকিব আল হাসান। তারপরও কেন কোম্পানিটির শেয়ারে বিনিয়োগকে কারসাজি বলা হচ্ছে, তা বোধগম্য নয়। শেয়ারবাজারে মানুষ বিনিয়োগ করে মুনাফার জন্য, এটি বিনিয়োগকারীদের অধিকারও।

তবে শুনানিতে সাকিবের পক্ষে দেওয়া ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি বিএসইসি। সংস্থাটি বলছে, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী। এ কারণে সাকিব আল হাসান ও তাঁর মা শিরিন আকতারকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি।

প্রপেলার শ্রমিকেরা প্রপেলার তৈরি করছেন। এটি ট্রলার ও জাহাজে ব্যবহার করা হয়। ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ডকইয়ার্ড এলাকায় প্রপেলার তৈরির এ রকম কয়েকটি কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় তৈরি প্রপেলার ৩০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা দামে বিক্রি হয়। এ কাজ করে একজন শ্রমিক সপ্তাহে গড়ে পাঁচ হাজার টাকা মজুরি পান। সম্প্রতি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেলঘাটে। ছবি : দীপু মালাকার

ভারতে রপ্তানির জন্য তৈরি করা হচ্ছে জ্যাকেট। সোমবার সৈয়দপুরের বাঁশবাড়ি এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

সৈয়দপুরের জ্যাকেট টুপি যাচ্ছে ভারতে

এম আর আলম, *সৈয়দপুর, নীলফামারী*

শীত আসি-আসি করছে। আর তাতেই নীলফামারীর শিল্পশহর সৈয়দপুর থেকে শীতের পরিধেয় পোশাক জ্যাকেট ও টুপি রপ্তানি শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, এবার প্রায় ১০ কোটি টাকার জ্যাকেট রপ্তানির প্রস্তুতি রয়েছে তাদের। এসব জ্যাকেটের বড় অংশই যাবে ভারতে। ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানেও রপ্তানি করা হয় এসব জ্যাকেট। পাশাপাশি দেশের বাজারেও বাজারজাত করা হয়।

সৈয়দপুর রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র গার্মেন্টস মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, শীত আসার অনেক আগে থেকেই সৈয়দপুরে জ্যাকেট তৈরি শুরু হয়েছে। এসব জ্যাকেট এখন গুদামজাত করা হচ্ছে। শহরের পাঁচ শতাধিক ক্ষুদ্র গার্মেন্টস কারখানায় দিনে-রাতে তৈরি হচ্ছে জ্যাকেট, টুপি ও অন্যান্য শীতের পোশাক। এসব কারখানা গড়ে উঠেছে পাড়া-মহল্লায়। কারখানাগুলোয় রয়েছে ১০টি থেকে দুই শতাধিক স্বয়ংক্রিয় মেশিন। জ্যাকেটসহ শীতের নানা পোশাক তৈরির কাঁচামাল ঝুট কাপড় সংগ্রহ করা হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের বড় বড় গার্মেন্টস থেকে।

সৈয়দপুর শহরের বাঁশবাড়ি মহল্লার বাসিন্দা মো. সেলিম দুই শতাধিক মেশিন নিয়ে একটি মাঝারি কারখানা গড়ে তুলেছেন নিজ বাড়িতে। গত সোমবার কারখানাটিতে সরেজমিনে দেখা যায়, শত শত জ্যাকেট তৈরি হচ্ছে। একেকজন শ্রমিক দিনে ৩ থেকে ১০টি জ্যাকেট তৈরি করেন। কারখানার মালিক মো. সেলিম জানান, এসব জ্যাকেট ভারতের শিলিগুড়িতে পাঠানো হবে। চলতি শীত মৌসুমে সৈয়দপুরের বিভিন্ন কারখানা থেকে ১০ কোটি টাকার জ্যাকেট ভারতে রপ্তানি হবে। এ ছাড়া নেপাল ও ভুটানেও যাবে দুই কোটি টাকার জ্যাকেট।

শহরের নতুন বাবুপাড়ার এম আর গার্মেন্টসের মালিক মতিয়ার রহমান জানান, এ বছর তিনি দুই কোটি টাকার টুপির ক্রয়াদেশ পেয়েছেন।

সৈয়দপুর শহরের মুন্সিপাড়া, সাহেবপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, কয়ানিজপাড়া, চাঁদনগর, সৈয়দপুর প্লাজা মার্কেটসহ গ্রামীণ জনপদে গড়ে উঠেছে কয়েক শ গার্মেন্টস কারখানা। এসব কারখানায় তৈরি শীতের পরিধেয় সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সরবরাহ করা হয়। দেশের পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতিটি জ্যাকেট ৩০০ থেকে ২ হাজার টাকা দামে বিক্রি করা হয়।

সৈয়দপুরের রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র গার্মেন্টস কারখানা মালিক সমিতির সভাপতি আখতার খান জানান, এবার ভালো ক্রয়াদেশ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এলে এ ব্যবসা আরও বড় হবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে।

মায়ের ১৫০০ কোটি টাকার শেয়ার পেলেন চার সন্তান

স্কয়ারের দুই কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা স্যামসন এইচ চৌধুরীর স্ত্রী ও স্কয়ারমাতাখ্যাত অনিতা চৌধুরীর মৃত্যুর দুই বছর পর তাঁর নামে থাকা দেড় হাজার কোটি টাকার সমমূল্যের শেয়ার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। অনিতা চৌধুরীর নামে থাকা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত স্কয়ার ফার্মা ও স্কয়ার টেক্সটাইলের সব শেয়ার তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হস্তান্তরের বিষয়ে হাইকোর্ট উত্তরাধিকার সনদ ইস্যু করেছেন। এই তথ্য গতকাল মঙ্গলবার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে কোম্পানি দুটি।

অনিতা চৌধুরী ২০২২ সালের ১৩ নভেম্বর বার্ধক্যের কারণে স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মৃত্যুর দুই বছর পর তাঁর মালিকানায় থাকা কোম্পানি দুটির শেয়ার তাঁর সন্তানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়েছে।

প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) স্কয়ার ফার্মার পক্ষ থেকে দেওয়া তথ্যে বলা হয়, কোম্পানিটির ৬ কোটি ৬০ লাখ ৫২ হাজার ৮১৪টি শেয়ার ছিল অনিতা চৌধুরীর নামে। ডিএসইতে গতকাল কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ২২৪ টাকা। সেই হিসাবে অনিতা চৌধুরীর হাতে থাকা শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়ায় ১ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। তাঁর ৬ কোটি ৬০ লাখ শেয়ারের মধ্যে তিন ছেলে স্যামুয়েল এস চৌধুরী, তপন চৌধুরী ও অঞ্জন চৌধুরী ১ কোটি ৬৫ লাখ ১৩ হাজার ২০৩টি করে মোট ৪ কোটি ৯৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬০৯টি শেয়ার পেয়েছেন। তিন ছেলের প্রত্যেকেই পান কোম্পানিটির প্রায় ৩৭০ কোটি টাকার সমমূল্যের শেয়ার। আর একমাত্র কন্যা রত্না পাত্র পেয়েছেন ১ কোটি ৬৫ লাখ ১৩ হাজার ২০৫টি শেয়ার। উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেদের চেয়ে একমাত্র মেয়ে দুটি শেয়ার বেশি পেয়েছেন। স্যামসন এইচ চৌধুরী ও অনিতা চৌধুরীর চার সন্তানের মধ্যে বর্তমানে স্যামুয়েল এস চৌধুরী স্কয়ার ফার্মার চেয়ারম্যান, মেয়ে রত্না পাত্র ভাইস চেয়ারম্যান, তপন চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অঞ্জন চৌধুরী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

স্কয়ার ফার্মার পাশাপাশি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত স্কয়ার টেক্সটাইলের শেয়ারও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হস্তান্তরে উত্তরাধিকার সনদ দিয়েছেন উচ্চ আদালত।

অনিতা চৌধুরীর নামে স্কয়ার টেক্সটাইলের মোট ৫৮ লাখ ৪৩ হাজার ৮৩টি শেয়ার ছিল। গতকাল ডিএসইতে কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৫২ টাকা। সেই হিসাবে অনিতা চৌধুরীর নামে থাকা এই কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়ায় ৩০ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। মোট শেয়ারের মধ্যে তাঁর তিন ছেলে পেয়েছেন ১৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৭০টি করে মোট ৪৩ লাখ ৮২ হাজার ৩১০টি শেয়ার, যার বাজারমূল্য প্রায় ২২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। আর একমাত্র মেয়ে রত্না পাত্র পেয়েছেন ১ কোটি ৪৬ লাখ ৭৭৩টি শেয়ার, যার বাজারমূল্য ৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

বর্তমানে তপন চৌধুরী স্কয়ার টেক্সটাইলের চেয়ারম্যান, মেয়ে রত্না পাত্র ভাইস চেয়ারম্যান, স্যামুয়েল এস চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অঞ্জন চৌধুরী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আকুর বিল শোধের পর রিজার্ভ কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) আমদানি দায়, তথা বিল পরিশোধের পর বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২ হাজার ৪১৯ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। গত সপ্তাহ শেষে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫৭২ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ সপ্তাহে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের আমদানি ব্যয় বাবদ আকুতে ১৫০ কোটি ডলার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এতেই কমে এসেছে রিজার্ভ। এর আগে জুলাই ও আগস্ট মাসের আমদানির বিল বাবদ ১৩৭ কোটি ডলার পরিশোধ করে বাংলাদেশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, রিজার্ভ ছিল ২ হাজার কোটি ডলার। এখন তা কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৪৬ কোটি ডলার।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, তথা আকু হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যকার আন্ত-আঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তিব্যবস্থা। এর মাধ্যমে এশিয়ার ৯টি দেশের মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি হয়, তা প্রতি দুই মাস পর নিষ্পত্তি হয়। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয়। আকুর সদস্যদেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটান ও মালদ্বীপ। এদিকে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সম্প্রতি এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শ্রীলঙ্কা।

আকুর সদস্যদেশগুলোর মধ্যে ভারত পরিশোধ করা অর্থের তুলনায় অন্য দেশগুলো থেকে বেশি পরিমাণে ডলার আয় করে। বেশির ভাগ দেশকে আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত ডলার খরচ করতে হয়।

সুদ বেশি, ওয়ালটনের মুনাফায় ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই বছরের আয়-ব্যয় ও মুনাফার চিত্র

খাত	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৩	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৪	হ্রাস/বৃদ্ধি
আয়	১২০৩৳	১২১৫৳	১২৳
সুদ ও ডলারে খরচ	৬৩৳	১২৩৳	৬০৳
মুনাফা	২০২৳	১৪৯৳	-৫৩৳

* হিসেব কোটি টাকায়

ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের কারণে মুনাফা কমে গেছে ইলেকট্রনিকস খাতের দেশীয় জায়ান্ট ওয়ালটনের। পাশাপাশি ডলারের উচ্চ বিনিময়মূল্যের কারণেও বড় অঙ্কের লোকসান করেছে কোম্পানিটি। তাতে চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক গত জুলাই-সেপ্টেম্বরে সুদ ও ডলার বাবদ কোম্পানিটির খরচ গত বছরের একই সময়ের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। তাতে তাদের মুনাফায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ গতকাল মঙ্গলবার চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে মুনাফা কমে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ঋণের সুদ, ডলারের বিনিময়মূল্য ও আবগারি শুল্ক বাবদ ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজকে খরচ করতে হয়েছে ১২৩ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে খরচের পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরে কোম্পানিটির খরচ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে ভালো ব্যবসার পরও প্রান্তিক শেষে তাদের মুনাফা কমে গেছে।

এদিকে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যেও গত জুলাইয়ে ওয়ালটনের ব্যবসায় বড় ধরনের কোনো প্রভাব পড়েনি। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে কোম্পানিটি ১ হাজার ২১৫ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করেছে। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২০৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ওয়ালটনের বিক্রি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ কোটি টাকা বা ১ শতাংশের মতো বেড়েছে। ব্যবসা যতটা বেড়েছে, সেই তুলনায় প্রশাসনিক ও পণ্য বিক্রয় এবং বিতরণ বাবদ খরচ বেশি বেড়েছে। ফলে পরিচালন মুনাফা কমেছে।

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১ হাজার ২১৫ কোটি টাকার ব্যবসা করে ওয়ালটনের পরিচালন মুনাফা হয়েছে ২৬০ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে ১ হাজার ২০৩ কোটি টাকার ব্যবসা করে পরিচালন মুনাফা করেছিল ২৭২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত বছরের চেয়ে আয় কিছুটা বেশি হলেও পরিচালন মুনাফা কমেছে ১২ কোটি টাকা।

ওয়ালটন জানায়, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ডলারের বিনিময়মূল্যের কারণে তাদের প্রায় ৪৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে এ ক্ষেত্রে কোম্পানিটির লোকসান ছিল মাত্র ২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ডলার কেনায় তাদের লোকসান বেড়েছে ৪৪ কোটি টাকা। বড় অঙ্কের এই লোকসানের কারণে কোম্পানির মুনাফা কমেছে।

আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সব ধরনের খরচ ও কর বাদ দেওয়ার পর ওয়ালটনের মুনাফা হয়েছে ১৪৯ কোটি টাকা।

করপোরেট সংবাদ

ডিজিটাল লাইফস্টাইল প্যাক 'রাইজ' চালু করল বাংলালিংক

তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে 'রাইজ' নামে নতুন একটি উদ্ভাবনী ডিজিটাল লাইফস্টাইল প্যাক চালু করেছে বাংলালিংক। এ প্যাকের মাধ্যমে তরুণেরা 'রাইজ' নামের এআই-সমৃদ্ধ অ্যাপে প্রবেশাধিকার পাবেন। গত সোমবার রাজধানীর তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডের 'আলোকি'তে পণ্যটির উদ্বোধন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ভিওনের গ্রুপ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) কান তেরজিওগ্লো ও বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী এরিক অসসহ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

চট্টগ্রামে বিএসআরএমের মতবিনিময় সভা

সম্প্রতি বিএসআরএমের চট্টগ্রামের সদর দপ্তরে 'সমৃদ্ধির পথে একসাথে' স্লোগানে দিনব্যাপী এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিএসআরএমের অন্যতম সরবরাহকারী মেসার্স দাপুনিয়া আয়রন স্টোরের স্বত্বাধিকারী মো. আছির উদ্দিন। এ ছাড়া বিএসআরএমের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্থ পরিচালক, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন নির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

বিমক্স প্রদর্শনীতে এসিআই মেরিনের অংশগ্রহণ

এসিআই মেরিন সম্প্রতি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিন অ্যান্ড অফশোর এক্সিবিশনে (বিমক্স-২০২৪) অংশ নিয়েছে। ঢাকায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে এসিআই মেরিন মিতসুবিশি মেরিন ইঞ্জিন ও এসিআই মেরিন ইকুইপমেন্ট প্রদর্শন করে। প্রদর্শনীতে নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বিমক্সের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এসিআই মেরিনকে ক্রেস্ট দেন এবং প্রতিষ্ঠানটির স্টল পরিদর্শন করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

উদ্ভিজ্জ খাবারের অভ্যাস গবেষণা বলছে, ১২ শতাংশ মার্কিন উদ্ভিদভিত্তিক ডায়েটের ওপর ভরসা রেখে সেভাবে জীবন যাপন করছেন। সূত্র : হেলথলাইন

ইটিং ডিজঅর্ডার খাওয়া নিয়ে মানসিক সমস্যা

ইটিং ডিজঅর্ডারে ভুগে অনেকেই খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। মডেল : প্রমা, ছবি : কবির হোসেন

আহমেদ হেলাল
অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

১৩ বছরের কিশোর স্বচ্ছর (ছদ্মনাম) ওজন ছিল বেশি। ওজনের কারণে বাড়িতে, স্কুলে, এমনকি রাস্তাঘাটেও তাকে নানা কথা শুনতে হতো। ওজন কমানোর জন্য খাওয়া কমাতে কমাতে একসময় পুরোই বন্ধ করে দিল। দিনে দু-একটি ফল ছাড়া আর কিছুই খায় না। তার ওজন এতই কমে গেল যে দুর্বল হয়ে পড়ল। যকৃৎও ঠিকমতো কাজ করছিল না। হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসকেরা জানালেন, তার 'ইটিং ডিজঅর্ডার' হয়েছে। এটি একধরনের মানসিক সমস্যা। কাউন্সেলিং আর কিছু ওষুধ সেবনের পর ধীরে ধীরে সে সেরে উঠছে।

কারও খাদ্যাভাসজনিত অস্বাভাবিক পরিবর্তন, ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে খাদ্য গ্রহণ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও সেই চিন্তার কারণে আচরণে যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, তাকেই বলে ইটিং ডিজঅর্ডার। নারী ও তরুণদের মধ্যে এই সমস্যার হার বেশি। বয়ঃসন্ধিকালে এই সমস্যা হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। কখনো কখনো এটি জটিল আকার ধারণ করে, যা ব্যক্তিকে গুরুতর অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায়। এমনকি সঠিক পুষ্টি আর খনিজ লবণের স্বল্পতা মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এই রোগে ভুক্তভোগীরা যেকোনো খাবারের প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। খাবার সামনে এলেই একধরনের মানসিক অস্থিরতায় পড়ে যান।

কেন হয়

ইটিং ডিজঅর্ডারের জন্য দায়ী একক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে যেসব ঝুঁকি থাকলে ইটিং ডিজঅর্ডার হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে আছে—

- জেনেটিক্যালি বা বংশে যদি কারও ইটিং ডিজঅর্ডার থাকে।
- পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার, অ্যাংজাইটি, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, বিষণ্নতা থাকলে বা শৈশবে ট্রমার মুখোমুখি হলে ইটিং ডিজঅর্ডারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- নিজের ওজন, চেহারা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা অবসেশনের পর্যায়ে চলে গেলে হতে পারে এই রোগ।
- ওজনবিষয়ক বুলিংয়ের শিকার হলেও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।
- পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে ঝামেলা থাকলেও ইটিং ডিজঅর্ডার হতে পারে।

ধরন

ইটিং ডিজঅর্ডারের অনেকগুলো ধরন আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বিভিন্ন সমাজে ও দেশে এর লক্ষণ আলাদা হতে পারে। সাধারণত বেশি হয়, এমন কয়েকটি ইটিং ডিজঅর্ডার হচ্ছে—

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা : অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসায় আক্রান্ত ব্যক্তি ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে প্রায় একদমই কোনো খাওয়াদাওয়া করেন না। হয়তো কিছু বিশেষ খাবার সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করেন। যা তাঁর জন্য পর্যাপ্ত নয়। ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাঁদের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়, ক্লান্ত হয়ে পড়েন, পুষ্টির অভাবে শারীরিক নানা রোগ হয়। চুল ও নখ নষ্ট হতে থাকে।

বুলিমিয়া নার্ভোসা : বুলিমিয়া নার্ভোসা যাঁর রয়েছে, তাঁর অবশ্য খাবার গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই। বরং স্বাভাবিকের চেয়ে তিনি বেশি পরিমাণেই খান। কিন্তু খাওয়ার পর তাঁর মধ্যে তৈরি হয় অপরাধবোধ, ভাবতে থাকেন, এবার তাঁর ওজন বেড়ে যাবে। এরপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বমি করে ফেলেন। অথবা জোলাপজাতীয় ওষুধ খেয়ে খাবার বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়াম করেন। প্রিন্সেস ডায়ানার বুলিমিয়া নার্ভোসা ছিল। গলায় আঙুল দিয়ে জোর করে বমি করার ফলে গলা ফুলে যায়, গলার ভেতর ব্যথা হয়, লালাগ্রন্থিতে সমস্যা হয়। বারবার বমির কারণে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়। হতে পারে খনিজ লবণের ঘাটতি ও পানিশূন্যতা।

বিঞ্জ ইটিং ডিজঅর্ডার : এঁরাও একসঙ্গে অনেক বেশি পরিমাণ খেয়ে ফেলেন। তবে খাওয়ার পর নিজে থেকে বমি করেন না। ফলে দিন দিন ওজন বাড়তে থাকে। ডায়াবেটিস থাকলে তা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে ওজন কমানোর কথা মাথায় আসে কিন্তু খাবার গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না।

এভয়েডেন্ট রেস্ট্রিকটিভ ফুড ইনটেক ডিজঅর্ডার : কিছু কিছু খাবারের পদের চিন্তা বারবার মাথায় আসতে থাকে। এসব খাবার নিয়ে তিনি নানা রকম কল্পনা করতে থাকেন। কিন্তু সামনে এলে সেসব খাবার খেতে পারেন না, এমনকি তখন সেটা পছন্দও করেন না। এই খাবারগুলো চোখের সামনে থাকলে অন্য খাবারও খেতে পারেন না।

করণীয় কী

- সবার আগে রোগী ও তাঁর স্বজনদের বোঝাতে হবে যে এটি একধরনের মানসিক সমস্যা। এ বিষয়ে সময় নিয়ে রোগী ও তাঁর স্বজনদের রোগের গতিপ্রকৃতি, চিকিৎসার ধরন আর চিকিৎসা না করলে কী হতে পারে, তা জানাতে হবে। বিশেষ করে কিশোর ও তরুণ বয়সী সন্তান আছে, এমন মা-বাবাকে সচেতন থাকতে হবে।
- সব ধরনের বুলিং, বিশেষ করে ওজনজনিত বুলিং প্রতিরোধ করতে হবে।
- শারীরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে। শরীরে পুষ্টি উপাদান, পানি ও খনিজ লবণের ঘাটতি যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাবার ও পানির অভাবে যকৃৎ অথবা কিডনি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।
- এই রোগে কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও রোগটি সম্পর্কে জানাতে হবে। অযথা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ওপর রাগ দেখানো যাবে না। বরং তাঁকে সহযোগিতা করুন।
- কখনো কখনো বিশেষজ্ঞ মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করার প্রয়োজন হতে পারে।
- মানসিক রোগের চিকিৎসক, সাইকোলজিস্ট, শারীরিক রোগের চিকিৎসক, পুষ্টিবিদ ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ইটিং ডিজঅর্ডারের চিকিৎসা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইটিং ডিজঅর্ডার একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। তাই ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করতে হবে।

আপনার প্রশ্ন চিকিৎসকের পরামর্শ

- আমার বয়স ২২ বছর। হালকা দৌড়ালে কিংবা একটু জোরে ২-৩ তলা সিঁড়ি ভাঙলে বুকজুড়ে মাঝারি আকারের ব্যথা হয়। শ্বাস নিতে প্রচুর কষ্ট হয়। কিছুক্ষণ পর বুকের বাঁ পাশে হালকা ব্যথা বোধ হয়, আর হাত-পা কাঁপতে থাকে। এ রকম হওয়াটা কি স্বাভাবিক, না কোনো রোগের লক্ষণ? আমি কৃষিকাজে অনেক পরিশ্রম করি, কিন্তু তখন এই উপসর্গগুলো হালকা মনে হয়।

শাহরিয়ার, রংপুর

পরামর্শ : এগুলো মোটেই কোনো স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। বেশ কিছু কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার বয়স কম, এ বয়সে সচরাচর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হয় না। তবে আপনার হার্টে জন্মগত ত্রুটি থাকতে পারে। হৃৎপিণ্ডে কোনো ছিদ্র অথবা ভালভের কোনো সমস্যার কারণে এমনটি হতে পারে। হার্টের ত্রুটি নির্ণয়ে ইসিজি ও ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে নিশ্চিত হতে হবে। যদি হার্টের কোনো সমস্যা না পাওয়া যায়, তাহলে জেনে নিতে হবে অ্যাজমা বা হাঁপানিজাতীয় কোনো সমস্যা আছে কি না। এ ক্ষেত্রে বুকের এক্স-রে ও অ্যালার্জি পরীক্ষা করিয়ে নিন। এর মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সহজ হবে। আপনি দ্রুত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

পরামর্শ দিয়েছেন—
ডা. নুর মোহাম্মাদ, হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ.সিনিয়র কনসালট্যান্ট, মেডিসিন, ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি, ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল

● তা র কা

এই তারকারাও ভুগেছেন ইটিং ডিজঅর্ডারে

ইটিং ডিজঅর্ডারে ভোগা তারকার সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। এখানে থাকছে এমন কিছু তারকার কথা, যাঁরা এই রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন অনেক বছর। লিখেছেন **হাসান ইমাম**

প্রিন্সেস ডায়ানা। ছবি : এএফপি

প্রিন্সেস ডায়ানা

ব্রিটিশ রাজবধূ প্রিন্সেস ডায়ানার ইটিং ডিজঅর্ডারের ধরনটা আবার ভিন্ন। খাবারে তাঁর অনীহা ছিল না, বরং বেশিই ছিল! খাওয়ার পর যখন বুঝতেন বেশি হয়ে গেছে, তখন আত্মগ্লানিতে ভুগতেন। আর দ্রুত বাথরুমে ঢুকে বমি করে সেসব খাবার উগরে দিতেন। প্রিন্সেস ডায়ানার এই ইটিং ডিজঅর্ডারের ধরনটিকে বলা হয় বুলিমিয়া নার্ভোসা। মিডিয়াগুলো ডায়ানার এই তথ্য জানলেও দীর্ঘদিন তারা সেভাবে সেটা প্রকাশ করেনি। ১৯৯২ সালে প্রিন্সেস ডায়ানার জীবনী প্রকাশ করেন লেখক অ্যান্ড্রু মর্টন। তিনিই প্রথম বিশদে রাজকুমারীর এই রোগ সম্বন্ধে জানান।

বাগ্‌দানের এক সপ্তাহ পরে ডায়ানা বুঝতে পারেন, তিনি ইটিং ডিজঅর্ডারে ভুগছেন। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তাঁর প্রায় এক দশক লেগেছিল। ডায়ানার বিয়ের পোশাকের ডিজাইনার এলিজাবেথ এমানুয়েল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি যখন ডায়ানার বিয়ের পোশাকের জন্য কোমর মেপেছিলাম, তখন সেটা ছিল প্রায় ২৭। তবে ১৯৮১ সালের জুলাই নাগাদ ২৩-এ নেমে আসে সেই কোমরের মাপ!'

এড শিরান

২০২৩ সালের মার্চে এক সাক্ষাৎকারে এড শিরান নিজেই জানান তাঁর ইটিং ডিজঅর্ডারে ভোগার কথা। বেশ কয়েক বছর এই সমস্যায় ভুগেছেন গায়ক। বিয়ারের সঙ্গে কাবাব খেতে ভালোবাসা এই গায়ক নিজেকে 'মোটা' ভাবতেন। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে ভুগতেন দ্বিধায়। বিশেষ করে ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের বাকি সদস্যদের স্লিম ও সিক্সপ্যাক গড়ন তাঁকে আরও হতাশায় ফেলে দিত। তাই 'খাবারের লোভ' সংবরণ করতে শুরু করেন। শিরান ভেবেছিলেন, না খেয়ে থাকলেই শুকিয়ে অন্য তারকাদের মতো সুঠাম দেহ পাবেন, হয়ে উঠবেন আরও আকর্ষণীয়। খেতে ভালোবাসা মানুষটা একসময় খাবার দেখলেই শঙ্কায় পড়ে যেতেন। শিরান বলেন, 'আপনি যখন জাস্টিন বিবার বা শন মেন্ডেসের মতো তারকার সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করবেন, তখন নিজেকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা কি স্বাভাবিক নয়? বিশেষ করে ওই বয়সে! মনে হতো, সব তারকার কী সুন্দর শরীর, আমি কেন এত মোটা।'

এই হতাশাই শিরানকে খাবারের প্রতি অনীহ করে তোলে। একসময় খাবার দেখলেই তাঁর অসহ্য লাগতে থাকে।

টেলর সুইফট

২০২০ সালে টেলর সুইফটকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানায় নেটফ্লিক্স। *মিস আমেরিকানা* নামের সেই তথ্যচিত্রেই প্রথম জানা যায়, এই গায়িকারও ইটিং ডিজঅর্ডার ছিল। সুইফট বলেন, 'একসময় আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল, যা-ই দেওয়া হোক, আমি খেতে পারব না। এই বিষয়টি আমি আবার ইতিবাচকভাবেই দেখে গেছি। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম, কোনো খাবারেই আমার আগ্রহ নেই। খাবার দেখলেই একধরনের অস্বস্তি হতে থাকে।'

শোর সময় সুইফট মনে করতেন, গানটাই তাঁর সব। অথচ ঠিকমতো না খেলে যে মঞ্চেও পারফর্ম করা যায় না, এটা যতক্ষণে বুঝেছেন, তখন দেরি হয়ে গেছে। সুইফট বলেন, 'এখন বুঝতে পারি, আপনি যদি ঠিকমতো না খান, শক্তি পাবেন না। আর শক্তি না পেলে তার প্রভাব আপনার শোতেও পড়বে।'

টম ডেলি

অলিম্পিকে পদকজয়ী ব্রিটিশ তারকা ডাইভার ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব টম ডেলিরও ছিল ইটিং ডিজঅর্ডার। টম বলেন, '২০১২ সালের দিকে আমি প্রতিদিন নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতাম। নিজের ওজন মাপতাম আর নিজের শরীর দেখে নিজেই লজ্জিত হয়ে ভাবতাম, বেঢপ।'

এই ভাবনার অন্য একটা কারণও অবশ্য ছিল, তখন একজন ডাইভার হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন টম। যেখানে তাঁকে শুনতে হতো, 'তোমার ওজন বেশি।' এই বুলিং থেকেই একসময় খাওয়া নিয়ে অতিরিক্ত সচেতন হতে গিয়ে ইটিং ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হন টম, 'ছেলেদের এই বয়সে এমন সমস্যা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলাও কঠিন। খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি হতে গিয়ে আমার এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তখন শুনতে হতো, পরাফর্ম করতে হলে তোমাকে ওজন কমাতে হবে।'

জায়ান মালিক

দীর্ঘদিন খেতে না পারার অসুখে ভুগেছেন জায়ান মালিক। ২০১৬ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী *জায়ান*-এ প্রথম সেই কঠিন সময়ের কথা সবার সামনে আনেন এই ব্রিটিশ গায়ক। এই বইয়ে জায়ান জানান, ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। কনসার্টের শিডিউল নিয়ে টালমাটাল পুরো দল। আজ এই দেশে তো কাল আরেক দেশ। এক বেলা খেতে বসে কখনো পুরো খাবার শেষ করতে পারতেন না মালিক। টেবিলে একাধিক পদ থাকলেও সময়ের কারণে একটার বেশি পদ ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হতো না। এভাবে চলেছে বছরের পর বছর। পরে সময় নিয়ে খেতে বসলেও আর খেতে পারতেন না। ব্যস্ততার কারণে জায়ান মালিক সেই সময়ে বুঝতে পারেননি, তিনি ইটিং ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। যখন বুঝতে পারেন, তত দিনে তাঁর ওজন কমে গেছে, দেখা দিয়েছে নানা শারীরিক সমস্যা। সেই অবস্থা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছেন মালিক।

লিলি কলিন্স

এমিলি ইন প্যারিস সিরিজের 'এমিলি' লিলি কলিন্সও কিশোরী বয়সে ইটিং ডিজঅর্ডারে ভুগেছেন। *টু দ্য বোন* সিনেমায় অভিনয় করার পর এক সাক্ষাৎকারে লিলি বলেন, 'এই সিনেমায় আমার অভিনীত চরিত্রটি নিজের জীবনের সঙ্গে খানিকটা মিলে যায়। কারণ, আমি নিজেই টিনএজ বয়সে খাবারের সমস্যায় ভুগেছি।' লিলির লেখা বই *আনফিল্টারড : নো শেম, নো রিগ্রেটস, জাস্ট মির একটা* গোটা অধ্যায়জুড়ে আছে সেই সময়ে খাবার নিয়ে তাঁর সংগ্রামের কথা। সেই সময়ে নিজের ইটিং ডিজঅর্ডারের সমস্যা আর দশজন কিশোরের মতো তিনিও লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। ফলে সেটা আরও দীর্ঘায়িত হতে থাকে। লিলির পরামর্শ তাই, এমন সমস্যা নিয়ে কম বয়সীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে খোলামেলা আলোচনা জরুরি। সমস্যা শেয়ার করলেই মিলবে সমাধান।

ভোগ, পিপল ও *ইউএস* ম্যাগাজিন অবলম্বনে।
ছবি : ইনস্টাগ্রাম

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ খিলক্ষেত, খিলগাঁও, মালিবাগ বাগানবাড়ী, মোহাম্মদপুর, বসুন্ধরা, ধানমন্ডিতে ৩/৪ লাক্সারি রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০১৭, ০১৭৫৫-৫১১০১৯ মোবু-৬০৫২৭৩

✱ রেডি ফ্ল্যাট মগবাজারে দক্ষিণমুখী ৮৩৪ এবং ১১৬৩ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৩১৫৮৫১৬০৮, ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪। ডি-৬০৫২৯৭

✱ আগারগাঁও (শের-ই বাংলানগর) জনতা হাউজিংয়ে ১৩২৫ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪-১৭০০৭৬, ০১৭০৪-১৭০০৭৮। মোবু-৬০৫২৭৪

পাত্রী চাই

✱ কানাডার মন্ট্রিয়াল, অটোয়া, টরন্টো ও ভ্যানকুভার এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মেলবোর্ন, ক্যানবেরা ও পার্থে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৫২৯৩

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র লন্ডন হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৭-৫´-৯´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৮০-৪১৪৮৯৭, ০১৬৩১-৯১৫৩৪২। ডি-৬০৫৩০১

✱ আমেরিকার সিটিজেন ডাক্তার ইউএসএমএলই কমপ্লিট বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর ঢাকায় সেটেল্ড ছোট পরিবার পাত্র ছুটিতে ঢাকায় (৩৫-৫´-১০´´) সুদর্শন নামাজি পাত্রের পাত্রী। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০৫৩০০

✱ অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত, বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর (৩২-৫´+১০´´) সরাসরি অভিভাবকগণ যোগাযোগ # ০১৮৬৩৮২৭০০৮ হোয়াটসঅ্যাপ। ডি-৬০৫৩১৬

✱ সরকারি উচ্চপদে কর্মরত বিএসসি এমএসসি ঢাবি পিএইচডি আমেরিকা জন্ম-৯০, উচ্চতা ৫´-৯´´ ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রের উপযুক্ত। ০১৭৩৬৮৬২৩১৪ monjur404@gmail.com ডি-৬০৫৩৩২

✱ ঢাকায় সেটেল্ড, সরকারি কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র (৫´-৭´´+৩৮) বিবিএ, এমবিএ আইবিএ জাবি। সিএ কমপ্লিট। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফিন্যান্স ডিভিশন রেনেটা ফার্মাসিউটিক্যাল। শর্ট ডিভোর্স পাত্রের পাত্রী। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০৫৩৪৩

✱ কানাডা পিএইচডি (৩০-৫´-১০´´) জাপান পিএইচডি (৩২-৫´-৯´´) অস্ট্রেলিয়া পিএইচডি (৩৪-৫´-৮´´) ইউকে পিএইচডি (৩৩-৫´-৯´´) ফ্রান্স পিএইচডি (৩৬-৫´-৭´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৫৩৪৬

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের বিএসসি বুয়েট এমএসসি পিএইচডি কানাডা, কানাডা সিটিজেন (৩২-৫´-৯´´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০৫৩৪৭

✱ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বিএসসি বুয়েট (ইইই) বুয়েটের লেকচার (৩১-৫´-১১´´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের ০১৮৯৬২২৪৫৫৪। ডি-৬০৫৩৪৮

✱ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের একমাত্র পুত্র ৩৭তম বিসিএস পররাষ্ট্র (সিএসই) বুয়েট (৩৪-৫´-১০´´) ঢাকা অভিজাত এলাকায় বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের ০১৩২৪২৪৭৩১৭। ডি-৬০৫৩৪৯

✱ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার বিবিএ এমবিএ কানাডা গুগলে কর্মরত কানাডা সিটিজেন (৩২-৫´-৯´´) পরিবার ঢাকা সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের ০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০৫৩৫০

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবিএ এমবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ৪০তম বিসিএস ম্যাজিস্ট্রেট (৩০-৫´-৮´´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের ০১৩৩২৫৬৫৮৭৩। ডি-৬০৫৩৫১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি. ০১৭০৪-১৭০০৭৮, ০১৭০৪-১৭০০৭৬ মোবু-৬০৫২৭৫

✱ আফতাবনগর পাসপোর্ট অফিসের সন্নিকটে ৬ কাঠা জমিতে দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি- ০১৮১০০০৮০১০। ডি-৬০৫৩০৯

✱ শ্যামলী রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ বফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০-০৩২৫১২, ০১৮১০-০৩২৫১৩ মোবু-৬০৫২৭৬

✱ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১০-০৩২৫১০, ০১৮১০-০৩২৫১৫ মোবু-৬০৫২৭৭

✱ মালিবাগে আবুল হোটেলের পিছনে ও বাগানবাড়িতে বিডিডিএলএর ১০৩০-১৩০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩-৫০২৩৯২, ০১৭১৩-৫০২৫৯৩ মোবু-৬০৫২৭৮

✱ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুর, ফ্ল্যাট সাইজ ১৩৫০ বর্গফুট। মিরপুর ৬০ ফিট রোড, বারেক মোল্লার মোড়, ফ্ল্যাট সাইজ ১১০০, ১১৫০ বর্গফুট এবং ১২০০ বর্গফুট। ০১৭৯৬-৬৪১৫৯৮ মোবু-৬০৫২৭৯

✱ উত্তরা সোনারগাঁ জনপথ মেইন রোড, বিআরটি অপজিটে, মেট্রোরেল সংলগ্ন, ইডেন ভিলা প্রজেক্টে এপার্টমেন্ট বুকিং চলিতেছে। ০১৭১৭৪৫৪৩৪৫। মিবু-৬০৫২৬৫

✱ উত্তরা দক্ষিণমুখী ডুপ্লেক্স রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ # ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। ডি-৬০৫২৬৮

✱ রেডি মার্কেটে রেডি দোকান দ্রুত বিক্রয়-মিরপুর, যশোরে। যোগাযোগ # ০১৭৭৭৭৩৪৭১৬। ডি-৬০৫২৬৯

✱ ধানমন্ডি ৩নং রোডে ১৬৪৫ বর্গফুটের ৩ বেডের পার্কিং, লিফট, গ্যাস সংযোগসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০৫২৩৫

✱ মগবাজার ওয়্যারলেস-সংলগ্ন প্রাইম লোকেশনে উত্তর-পূর্ব কর্নার প্লটে ১৪৫০ বর্গফুটের রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫। টিবু-৬০৫২৮২

✱ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪০। টিবু-৬০৫২৮৭

✱ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্নারে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০৫২৯৫

প্লট বিক্রয়

✱ ঢাকার সর্বাপেক্ষা সুন্দর আর নান্দিনক ১৮০ ফিট এশিয়ান হাইওয়েের উপর ২টি ইউনিভার্সিটি, ২টি কলেজ, গলফ ক্লাব, নান্দিনক পার্ক, সার্বক্ষিণক নিরাপত্তায় বিদেশি গাছপালা শোভিত পূর্বাচল আমেরিকান সিটিতে ১৪০ ফিট রোডে ১২/৬ কাঠার প্লট। ০১৭১৫০৬৬০২৭। ডি-৬০৫২৬৭

✱ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি/নতুন বাজার, আফতাবনগর এবং বনশ্রী-সংলগ্ন বালিভরাটকৃত রেডি প্লট কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪৩৩৯২৮। ডি-৬০৫২৯৪

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪২৪৩৮৫৮। টিবু-৬০৫২৮১

✱ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৮৯৪৮০১৯২১। টিবু-৬০৫২৮৩

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়েসংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮৪১৭০০। টিবু-৬০৫২৮৪

✱ পূর্বাচল-সংলগ্ন বালিভরাট চলমান ৩, ৫, ১০ কাঠার আবাসিক প্লট ও ২০ কাঠার বাণিজ্যিক প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮৪১৭০৩। টিবু-৬০৫২৮৫

✱ বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে জে-ব্লকে ৫ কাঠা ও আই-এক্সটেনশনে ৪ কাঠা উত্তরমুখী প্লট বিক্রি। # ০১৭৮০-৮০৮০৮৫। ডি-৬০৫৩১৪

✱ ঢাকার গুলশানের পার্শ্বে ভাটারায় ৩ কাঠার ১টি নিষ্কণ্টক কর্নার প্লট বিক্রি হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণই শুধুমাত্র যোগাযোগ করবেন। #০১৭৮৩-৫৭৯২০০। ডি-৬০৫৩১৫

✱ ইস্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এম-ব্লকে ৫০ ফিট রোডে ১০ কাঠা। সি-ব্লকে ৩.৫ কাঠার প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়। ০১৭৭৮৭২৪৬৯৯, ০১৯১৭০৮৩৯৩৯। ডি-৬০৫৩৩৩

পাত্র চাই

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা মেডিকেলে অধ্যয়নরত (২৪-৫´-২´´) পাত্রীর জন্য ধার্মিক ডাক্তার পাত্র চাই। ০১৯৭০-৫০৪৫০৪, ০১৬১৮-৮৭১০৪৮। ডি-৬০৫৩০২

✱ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এমএস পিএইচডিরত আমেরিকান সিটিজেন ডক্টরেট পিতা (৫´-৪´´-২৬) সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭১৪-৮৮১৫৪৪ alammoudud@gmail.com ডি-৬০৫৩০৩

পাত্রী চাই

✱ বিসিএস (পররাষ্ট্র) ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট) এমএস (৫´-৮´´-৩০); বিসিএস (স্বাস্থ্য) এমবিবিএস (সলিমুল্লাহ) এফসিপিএস-ফাইনাল পার্ট (৫´-১০´´-৩১) পাত্রদ্বয়ের- ০১৭১৮৮৮৯৭৫৮, ০১৭১৫০৯০৬৪১। www.superlinkmatrimony.com ডি-৬০৫২৯৯

✱ চলিশোর্ধ্ব প্রবাসী ইউনিভার্সিটি শিক্ষক ঢাকায় সেটেল্ড (৫´-৪´´) ডিভোর্সড সুদর্শন পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৫ সন্তানসহ/সন্তানবিহীন ডাক্তার পাত্রী চাই। সরাসরি ০১৮৫৯-০৫৮৩২৭, ০১৭৪৯-৪৬৯৭১১, ই-মেইল : huqridoy@gmail.com মোবু-৬০৫২৭২

✱ ঢাকায় স্থায়ী যুগ্ম সচিবের পুত্র, বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট, স্কলারশিপে এমএসসি+পিএইচডিরত ইউএসএ (৩০+৫´-১০´´) সুদর্শনের আর্জেন্ট উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৬০৫২৯৬

✱ অ্যারিজোনা, নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, ফ্লোরিডা, ডালাস ও ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৫২৯২

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ বিয়ে ও সুখী পরিবার গঠনে দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ ধরে আস্থা/নিষ্ঠা/সততায় কাজ করে আসছে "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" তারই ধারাবাহিকতায় ১৫, ১৬ এবং ১৭ই নভেম্বর-আমরা থাকছি ঢাকা, ওয়েস্টিনে। ৪৩ এবং ৪৪ নং স্টলে, সকাল ১০.০০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। ০১৭২০-৫০৪৫০৪। ডি-৬০৫৩০৪

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোমসার্ভিস # ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৫৩৫২

হিন্দু পাত্র চাই

✱ কয়েকজন শেষ বর্ষ/সদ্য পাসকৃত এমবিবিএস ও বিসিএসকৃত/পোস্টগ্র্যাজুয়েশনরত সুদর্শনাদের উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/ এক্সিকিউটিভ পাত্র প্রয়োজন। "গুলশান মিডিয়া"# ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৫৩২৪

আবশ্যক

✱ ডিটিসি কোম্পানীতে পরিচালক, ম্যানেজার ও একাউন্টেন্ট কাম ক্যাশিয়ার প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবী অগ্রাধিকার। ১৯/১০, হাতিরপুল, ঢাকা। ০১৭৪২১৮৬৮৪৬, ই-মেইল : dtc5800@gmail.com ডি-৬০৫২৮৮

✱ চাঁন্দ গ্রুপের হেড অফিসের জন্য ২ জন ভূমি কর্মকর্তা জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হইবে। অভিজ্ঞতা ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে যেমন: দলিল, পর্চা, নকশা, খারিজ ও জমিসংক্রান্ত মামলার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ # ৬৬, দিলকুশা, বা/এ মতিঝিল, ঢাকা, chandgroupbd66@gmail.com মোবা # ০১৭৩৩৮৯৮০৭৭, ০১৭০৬০০১২০২। ডি-৬০৫৩১৭

জমি বিক্রয়

✱ উত্তরা (সেক্টর-১২) এ ৩০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন রাজউক এর একটি ৩ কাঠার আবাসিক প্লট বিক্রয় হবে। ০১৮৩৩৩১১১০৪, ০১৮১৯১২৭৫১৮। ডি-৬০৫৩৪১

মিডৌ স্কলাস্টিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

বন্দ ছাঁটগাও, জিনজিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা ১৩১০। মোবাইল নং ০১৭১৫৮৮০২৪৯

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ক্র. নং	পদের নাম	যোগ্যতা	বেতন
১	বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান বিষয় সমূহ ও ICT (প্রত্যেক বিষয়ে ৪ জন)	স্নাতক সম্মান/ স্নাতকোত্তর	আলোচনা সাপেক্ষে
২	ইসলাম শিক্ষা (৩ জন)	স্নাতক সম্মান/ স্নাতকোত্তর/ফাজিল/কামিল	
৩	জুনিয়র শিক্ষক (৯ জন)	স্নাতক সম্মান/ স্নাতকোত্তর/ফাজিল/কামিল	

প্রার্থীর আবেদনের সময়সীমা ২১/১১/২০২৪ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত, জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত ই-মেইল বা সরাসরি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হল। খামের উপরে পদের নাম এবং ই-মেইল হলে সাবজেক্টের ঘরে পদের নাম লিখতে হবে। আগামি ২৩/১১/২০২৪ রোজ শনিবার সকাল ১১ ঘটিকায় (মিডৌ স্কলাস্টিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ জিনজিরা শাখা) লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানা: বন্দ ছাঁটগাও, জিনজিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা। what'sapp: 01715880249 Email: msscinzira@gmail.com

- অধ্যক্ষ

Office of the Projector Director
Establishment of Jamdani Village Project

Bangladesh Handloom Board

BTMC Bhaban (4th floor), 7-9, Kawran Bazar, Dhaka-1215.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (E0I)

	GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH	
1.	Ministry/Division	Ministry of Textiles and Jute
2.	Agency	Bangladesh Handloom Board
3.	Name of Procuring Entity	Project Director
4.	Procuring Entity Code	....
5.	Procuring Entity District	Dhaka
6.	Expressions of Interest for Selection of	Selection of a Consultancy firm for Architectural and Structural Design, Estimate & Supervision of Services.
7.	EOI Ref.No.	Reference No: 24.05.0000.546.07.010.24-55
8.	Date (dd/mm/yyyy)	12.11.2024
	KEY NFORMATION	
9.	Procurement Sub-Method	Quality and Cost Based Selection (QCBS) (National)
	FUNDING INFORMATION	
10.	Budget and Source of Funds	GoB
11.	Development Partner	N/A.
	PARTICULAR INFORMATION	
12.	Project/Programme Code: 224381200	
13.	Project/programme Name: Establishment of Jamdani Village Project	
14.	EOI Closing Date and Time	Expression of interest shall be submitted by 12:00 PM (BST) on 27.11.2024 in sealed envelope delivered to Project Director, Establishment of Jamdani Village Project and be clearly marked "Expressions of Interest (EoI).
	INFORMATION FOR APPLICANT	
15.	Brief Description of the Assignment	Selection of a firm for Architectural, Structural Design, Estimation, Supervision works .For detail Terms of Reference (TOR) Please log in www.bhb.gov.bd
16.	Experience, Resources & Delivery Capacity Required	1. Minimum 5 year's general experience in Architectural, Structural Design, Estimation, Supervision and Contractor Bill Check works as a registered joint stock company in Bangladesh. 2. Must submit up to date trade license, income tax and VAT certificate. 3. Minimum specific experience on Architectural, Structural Design, Estimation, Supervision works of under 2(two) contracts with a summation of contract value Tk, 30(thirty) Lakh on Government/Semi government/ Autonomous organization during last 5 years. 4. Vendor needs to have at least two existing completed project in Bangladesh in any Government/Semi-government/Autonomous organization. 5. Needs to have full time experienced human resource in Senior Architect, Structural Engineer, Assistant Architect, Draftsman and Estimator for project management. 6. Needs to have working environment equipped with necessary office equipment's, devices and transports. Vendor's Headquarter must be located at Dhaka. 7. Management capacity (brochures and other documents describing similar assignments, experience, availability of appropriate professional staff and experience among applicant's staff, resources to carry out the assignment). 8. Logistic capability (well-equipped office space at Dhaka with necessary facilities). 9. The minimum amount of liquid assets i.e. working capital or credit line(s) of the firm shall be Tk.14(fourteen) lakh. 10. Audit report of the last 5 (five) years, 11. Yearly average turnover of the firm shall be at least Tk.15 (fifteen) lakh [It will consider the best 3 years from last 5 years]. A shortlist of consultants will be prepared upon evaluation of EoI's of the eligible applicants and "Request for Proposal" document will be issued in their favor. A Consultant/Vendor will be selected using the Quality and Cost Based (QCBS) method. It is expected that the services will commence in time. Total duration of the contract will be 8 months. Details requirements are given in the Terms of Reference (TOR) please log in www.bhb.gov.bd.
17.	Other Details (if applicable)	• Government/semi-government/Autonomous organization is encouraged for participating of the bid. But the terms & conditions may be relaxed in Government/Semi-government Institutions. • Joint venture agreement is encouraged,
18.	Association with foreign firms is N/A.	
21.	Name of the Official Inviting EoI	Md. Mahfuzar Rahman
22.	Designation of the Official inviting EoI	Project Director
23.	Address of the Official Inviting EoI	BTMC Bhaban (3rd floor),7-9, Kawran Bazar, Dhaka-1215
24.	Contact Details of the Official Inviting EoI	Phone: 02-55012185 Cell: 01726546378 e-mail: pd.jamdani@gmail.com

The Procuring entity reserves the right to accept or rejects all EoI's.

11.11.2024

Engr. Md. Mahfuzar Rahman
Project Director

Jalalabad Gas Transmission & Distribution System Ltd.
(A Company of Petrobangla)
(Gas Bhaban, Mendibag, Sylhet-3100)

গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন এবং সময়মত গ্যাস বিল পরিশোধ করুন | শুদ্ধাচার চর্চা করি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ি | বিনা কারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা আর বিপদকে ডাকা একই বিষয়

Ref.No: 28.16.9100.097.07.002.24/87 Date: 12-11-2024

e-Tender Notice

This is to notify all concern that the following tender have published through National e-GP portal: http://www.eprocure.gov.bd

SL. No.	Tender ID, Package No & Date of Publishing	Name of the Goods	Tender Last Selling and Closing Date & Time
01.	Tender ID : 1035364; Tender Package No : 28.16. 9100.097.07.002.24/07; Date of Publication : 12th Nov, 2024	Procurement of Stationery and Cleaning Materials for Jalalabad Gas	Tender Document Last Selling Date & Time: 26-Nov-2024; 17:00; Tender Closing Date & Time : 27-Nov-2024;15:00; Tender Opening Date & Time : 27-Nov-2024;15:00

The interested Tenderer may visit the web site http://www.eprocure.gov.bd to get the detailed tender notice and to purchase the tender document.

This is an OTM tender, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, Registration in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.

Further information and guidelines are available in the National e-Gp System portal/e-GP help desk: helpdesk@eprocure.gov.bd

(Engr. Sarwar Jahan Mahmud)
General Manager (Planning & ICT Division)
Tel:+88022996632641
E-mail: gmplaning17@gmail.com
gm.pl@jalalabadgas.org.bd

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION
Common Service Department
Head Office, 22 Purana Paltan, Dhaka-1000
Website: www.bhbfc.gov.bd

Reference: HB/HO/CS/Recruitment of Cleaner-1010/

e-Tender Notice

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of following work:

e-Tender ID No.	Package No.	Name of the work	Last Date and Time for Tender/Proposal Security Submission	Tender/Proposal Closing & Opening Date and Time
1033359	CS/PW/Cleaner-1010	Cleaning services of floors and parking area of Head Office Building and Uttara Staff Quarter of Bangladesh House Building Finance Corporation, Dhaka.	13-November-2024 Time : 15:30	27-November-2024 Time : 16:00

This is an online tender where e-Tender will be accepted only in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd), is required. The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System portal have to be deposited through online in any e-GP registered Bank's Branches.

Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

sd/-
Md. Rafiqul Islam
Deputy General Manager
Common Service Department
E-mail: dgm.cs@bhbfc.gov.bd
Tel: +88-02-223381754

BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD
POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY AND MINERAL RESOURCES.
GOVERNMENT OF THE PEOPLES' REPUBLIC OF BANGLADESH

Memo No. 27.12.2637.225.02.015.24.১৫৪ Date: 11-11-2024.

CORRIGENDUM NOTICE

For the convenience of the tenderers the Notice Published for the e-Tender ID No. 1026022, 1026020, 1026019, 1025587, 1025586, 1025585, 1025584, 1024996, 1024973 & 1026025 in the daily প্রথম আলো & The Daily Star on 06/11/2024 for electric line construction/ up-gradation under MCEP project (Memo No. 27.12.2637.225.02.015.24.151; Date: 31-10-2024) is hereby amended. The corrigendum is as follows:

e-Tender ID	Field	Existing Value	Extended (Corrected) Value
1026020	Online (e-GP System) Tender Publication Date & Time	06-Nov-2024 15:00 (BST)	14-Nov-2024 09:00 (BST)
	Tender Document Last Selling Date and Time	20-Nov-2024 16:00 (BST)	27-Nov-2024 16:00 (BST)
	Tender Closing Date and Time	21-Nov-2024 13:00 (BST)	28-Nov-2024 10:00 (BST)

The above mentioned corrigendum is only for e-Tender ID No. 1026020. Tender publication, Tender Selling and tender opening/ closing dateline for other tenders of the same notice will remain unchanged.

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
Bangladesh Rural Electrification Board

বাপবিবো/জন (২৪১১-৬৫) ২০২৪-২৫

Superintending Engineer
Bangladesh Rural Electrification Board
Dhaka Zone (South), Executive Building,
Nikunja-02, Khilkhet, Dhaka-1229.
E-mail : sebrebdhksouth@gmail.com.

> এ মুহূর্তে বিয়ের কোনো পরিকল্পনা নেই। **যখনই** আমি বিয়ে করি না কেন, ঘোষণা দিয়েই **করব**।

টরন্টোতে এক অনুষ্ঠানে **বলেন** অভিনেত্রী **হানিয়া আমির**

টুকরো খবর

বদলে গেল নাম

ঢাকার অদূরে কবিরপুরে নির্মীয়মাণ 'বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি'র নাম পাল্টে 'বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি' করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে *প্রথম আলো*কে খবরটি নিশ্চিত করেছেন এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার বণিক। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গাজীপুরের কবিরপুরে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ এই চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয় বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ। ৫০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৫ একর জমির ওপর নির্মিত হচ্ছে এই ফিল্ম সিটি। ২০২৮ সালে পুরোপুরি চালু হবে এই প্রকল্প। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

আবার আসছে 'গিলমোর'

১৯৯৬ সালের সাড়াজাগানো সিনেমা *হ্যাপি গিলমোর*। খেলা নিয়ে সিনেমাটির আইএমডিবি রেটিং ৭। জনপ্রিয় সেই সিনেমার সিকুয়েল *হ্যাপি গিলমোর-২* নিয়ে আসছে এবার নেটফ্লিক্স। বর্তমানে নিউ জার্সিতে শুটিং চলছে। সিনেমাটির কাস্টিং ও গল্পে রয়েছে চমক। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী *ভ্যারাইটি*র খবরে জানা যায়, সিকুয়েলটি দিয়ে একসঙ্গে ফিরছেন অ্যাডাম স্যান্ডলার ও বেন স্টিলার। **বিনোদন ডেস্ক**

হ্যাপি গিলমোর-এর পোস্টার

এবার নেটফ্লিক্সের জন্য

মনস্টার সিনেমা দিয়ে গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার পাম দ'রে মনোনয়ন পান কোরি ইডা হিরোকাজু। পরবর্তী সিনেমাটি নেটফ্লিক্সের জন্য বানাচ্ছেন জাপানের পরিচালক। সিনেমার নাম *আসুরা*। পারিবারিক ঘটনা নিয়েই এগোবে এটি। জানা যায়, আগামী বছরের ৯ জানুয়ারি সিনেমাটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

কোরি ইডা হিরোকাজু। ছবি : আইএমডিবি

স্বল্পদৈর্ঘ্য 'জহরে কহরে'

ইউটিউবে প্রকাশ পেয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা *জহরে কহরে*। একটি রেডিওকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলে গল্প। পরিচালনা করেছেন রাকায়েত রাব্বী। অভিনয় করেছেন আশীষ খন্দকার ও মৌসুমী মৌ। শাহরিয়ার শাকিল প্রযোজিত স্বল্পদৈর্ঘ্যটির ক্রিয়েটিভ প্রযোজক অনিমেষ আইচ। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

জহরে কহরে-এর পোস্টার থেকে

শুটিং শুরু

২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল জাহ্নবী কাপুর ও ঈশান খাট্টার অভিনীত *ধড়ক*। এবার আসছে সিকুয়েল। এ ছবির নায়ক-নায়িকা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও তৃপ্তি দিমরির শুটিংয়ের কিছু ছবি নেট-দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। শাজিয়া ইকবাল পরিচালিত *ধড়ক ২* আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে আসবে বলে জানা গেছে। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

সুদর্শন বলে স্কুল-কলেজে সব সময়ই আলাদা নজর কেড়েছেন। এভাবেই এক কাস্টিং ডিরেক্টর বন্ধুর নজরে পড়ে যান। সেই বন্ধুর মাধ্যমেই প্রথম একটি বিজ্ঞাপনে নাম লেখান। শখের বশেই 'এক্সট্রা' চরিত্রে নায়কের পেছনে দাঁড়িয়ে যান অভিনেতা **আবু হুরায়রা তানভীর**। এক্সট্রা থেকে তাঁর নায়ক হয়ে ওঠার গল্প শোনাচ্ছেন **মনজুরুল আলম**

এক্সট্রা থেকে নায়ক

পড়াশোনার ফাঁকে হাতে বেশ সময় থাকত। তাই বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে শখ করে বিজ্ঞাপনের প্রধান চরিত্রের পেছনে দাঁড়িয়ে যান আবু হুরায়রা তানভীর। এভাবে বেশ কিছু কাজ করেন। কিন্তু সেগুলোতে অনেক চরিত্রের ভিড়ে নিজেই নিজেকে খুঁজে পেতেন না। একপর্যায়ে প্রধান চরিত্রের সঙ্গে নিজের যোগ্যতা মেলাতে থাকেন। মনে হতে থাকে, বিজ্ঞাপনের প্রধান মডেলের চেয়ে যোগ্যতায় তিনি কোথায় পিছিয়ে রয়েছেন। আবু হুরায়রা বলেন, 'দেখলাম, যাদের পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করি, তাদের অনেকের চেয়ে আমার যোগ্যতা কোনো অংশে কম নয়। তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন? ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট হিসেবে কেন কাজ করব? প্রধান চরিত্রের জায়গায় যেতে হলে কী কী করতে হবে? অডিশন দেওয়া শুরু করি। কিছু কাজও জুটে গেল।'

মডেল থেকে নায়ক

এক যুগ আগে ২০১২ সালে মডেল হিসেবে যখন কাজ শুরু করেন, তখন অভিনয়ের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। অভিনয়ের জন্য ধরনা দিতেন না, কাউকে ফোনও করতেন না। পরিচিত কেউ মডেল হিসেবে ডাকলেই অডিশন দিয়ে কাজ করতেন। এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিন। হঠাৎ ফেসবুকে তাঁর ছবি দেখে ফোন দেন পরিচালক বদরুল আনাম সৌদ। পরিচালকের সঙ্গে দেখা করার পরে জানতে পারেন, *গহীন বালুচর* সিনেমার নায়কের চরিত্রে তাঁকে ভাবছেন তাঁরা।

শুরু হয় নায়ক হিসেবে পথচলা। 'প্রথম সিনেমায় কাজগুলো যেভাবে হতে থাকে, সেগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আগে কোনো কিছু এতটা এনজয় করিনি। ছয় মাসের অনুশীলন, বড় পরিসরে শুটিং, তারকার জীবনযাপন—সবই এনজয় করছিলাম। শুটিংয়ের সময়ই মনে হয়, অভিনয় পেশা হিসেবে নিলে মন্দ হয় না।' এভাবেই ২০১৫ সালে নায়ক হয়ে পর্দায় আসেন আবু হুরায়রা তানভীর।

তারপর পরবর্তী সিনেমার জন্য অপেক্ষা।

নায়ক থেকে শিক্ষা

কিন্তু সেই সময়ে ঢালিউডে সিনেমা হলের সংখ্যা, সিনেমা নির্মাণ কমতে থাকে। তখন শিল্পী-কলাকুশলীরা অনেকেই সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে। তাঁর মনে হতে থাকে, শুধু নায়ক চরিত্রে অভিনয় করতে চাইলে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে। তার চেয়ে নিয়মিত অভিনয় করে যাওয়া উচিত। আবু হুরায়রা বলেন, 'আমাকে স্ক্রিনে থাকতে হবে, এই ভাবনা থেকে ২০১৮ সালে নাটকে অভিনয় শুরু করি। এখানেও বেকায়দায় পড়ি। বিজ্ঞাপন ও সিনেমায় বড় আয়োজনে কাজের অভ্যাস। কিন্তু নাটকে আয়োজন কম। প্রথম দিকে মনে হলো, ভুল করলাম কি না। পরে মনে হলো, নায়ক মানে কাঁধে অনেক দায়িত্ব, বাধা, একটি কাজে অনেক সময় দিতে হয়। তার আগে আমাকে অভিনেতা হতে হবে। এখন আমি নায়ক নই, অভিনেতাই হতে চাই।'

২০০ কোটি বনাম অভিনয়

বর্তমান সময়ে দর্শকেরা নেটফ্লিক্সসহ নানা মাধ্যম থেকে নিয়মিত কনটেন্ট দেখছেন। আবু হুরায়রার মতে, এসব বিদেশ কনটেন্ট দেখে কেউ তুলনা করে না, ২০০ কোটি বনাম ১-২ কোটি টাকার বাংলা সিনেমা বা সিরিজ অথবা ২-৩ লাখ টাকার নাটক। সবাই মানের জায়গায় তুলনা করেন, কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। দেশের একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে এ তুলনায় যাওয়াটা খুবই চ্যালেঞ্জিং উল্লেখ করে এই অভিনেতা বলেন, 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ছোট। এখানে আমার ভালো চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়া আর কিছু নেই। আমার একটাই কথা, গল্প পছন্দ হলে আমি এক-দুই মিনিট ব্যাপ্তির চরিত্রও করতে চাই। ওই সময়ে দর্শক যেন বুঝতে পারে, আমি পর্দায় আছি। বাজেটের চেয়ে আমার অভিনয় নিয়ে দর্শক যেন কথা বলে, সেটাই চাই। তুলনায় হাহুতাশ করে লাভ নেই। দিন শেষে দর্শকের করতালি অনুপ্রেরণা। যে কারণে সব সময় অভিনয় শেখার মধ্যে থাকি। নিজেকে ডেভেলপ করতে থাকি। আমার কাছে মনে হয়, একজন অভিনেতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি পুরস্কার নয়, আত্মসন্তুষ্টি আর অভিনয়ের অভিজ্ঞতা। কদিন আগে চরকির *৩৬ ২৪ ৩৬* সিনেমার দৃশ্যগুলো দর্শক যেভাবে পছন্দ করছে, এটা প্রাপ্তির তালিকায় নতুন অভিজ্ঞতা যোগ হলো।'

এই অভিনেতা জানান, তাঁর *ফ্রেক্সি*, *গিরগিটি*সহ একাধিক সিনেমা, সিরিজ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এর আগে *রাত জাগা ফুল*, *ওমর* সিনেমা, *ক্রিমিনাল* ওয়েব সিরিজ, *বুক পকেটের গল্প* নাটকগুলো প্রশংসিত হয়।

আবু হুরায়রা তানভীর। ছবি : অভিনেতার সৌজন্যে

তুষারে আবৃত পর্বতের মধ্যে লি সি ইয়ংয়ের পিঠে চড়ে আছে ছেলে। ইনস্টাগ্রাম থেকে

ছেলেকে পিঠে নিয়ে ট্রেকিং

বিনোদন ডেস্ক

পাহাড় তাঁকে টানে; শুটিংয়ের ফাঁকে অবসর পেলেই বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গে থাকে ছয় বছরের পুত্রসন্তান। প্রাণপ্রকৃতির সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দেন মা। এই যেমন ছেলেকে কাঁধে নিয়ে হিমালয়ের মার্দি হিমাল পর্যন্ত ঘুরে এলেন লি সি ইয়ং। চার হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার মার্দি হিমালের ভিউ পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়েছিলেন এই কোরীয় অভিনেত্রী। সেই সফরেরই কয়েকটি ছবি ৮ নভেম্বর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি। এতে দেখা যাচ্ছে, তুষারাবৃত পর্বতের মধ্যে লি সি ইয়ংয়ের পিঠে চড়ে আছে ছেলে। মা-ছেলের মুখে রাজ্য জয়ের আনন্দ।

মা ও ছেলের আনন্দঘন মুহূর্ত অনেককে ছুঁয়ে গেছে। লি সি ইয়ংয়ের প্রশংসা করছেন কেউ কেউ। অনেকে লিখেছেন, 'তুমি মা হিসেবে সেরা।'

ট্রেকিংয়ের ফাঁকে তোলা আরেকটি ছবিতে দেখা গেছে, ছেলেকে নিয়ে খুনসুটিতে মেতেছেন তারকা অভিনেত্রী। তিনি জানান, বাইরের পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাওয়াতে শিখে গেছে তাঁর ছেলে।

অভিনেত্রী লি সি ইয়ং ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'রাত তিনটা থেকেই ট্রেকিংয়ের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যাতে করে একটু আগেভাগেই পৌঁছাতে পারি। তবে আমরা খুব বেশি দ্রুত এগোতে পারিনি। আমরা মার্দি হিমালের ভিউ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি।'

আবহাওয়া অনুকূলে ছিল না জানিয়ে লি সি ইয়ং লিখেছেন, 'পুরো ট্রেকের সময়েই আবহাওয়া ছিল রুক্ষ। শেষ দিনে বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়েছিল। হিমালয়ে কাটানো পুরোটা সময় আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম। আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ।'

১০ নভেম্বর ইনস্টাগ্রামে আরেক পোস্টে এই অভিনেত্রী জানান, নিরাপদে ট্রেক শেষ করেছেন তাঁরা। পরে পোখারার হোটেলে দুই দিন থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার পথে রওনা দিয়েছেন।

২০১৭ সালে এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেন লি। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার হাল্লাসান পর্বতে গিয়েছিলেন ৪২ বছর বয়সী এই তারকা অভিনেত্রী।

সুইট হোম, *মে আই হেল্প ইউ* সিরিজে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন লি সি ইয়ং। সিরিজের বাইরে *নো মার্সি*, *দ্য ডিভাইন মুভ*সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায়ও তাঁকে দেখা গেছে।

বাগান ফেলে চলে গেলেন 'বাঞ্ছারাম'

প্রয়াণ

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'সাজানো বাগান'-এর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন 'বাঞ্ছারাম'। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতার গুণী অভিনেতা ও নাট্যকার মনোজ মিত্র। বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তাঁর ভাই সাহিত্যিক অমর মিত্র। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে গুরুতর অসুস্থ হয়ে সল্ট লেকের ক্যালকাটা হার্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। প্রবীণ অভিনেতার চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, যদিও চিকিৎসকদের সব চেষ্টা বৃথা গেল!

মনোজ মিত্রর জীবনের এক মাইলফলক চরিত্র বাঞ্ছারাম। এই ইউটিউবের যুগেও বাংলা সিনেমার দর্শকের মনকে নাড়া দেয় বাঞ্ছারাম কাপালির হাহাকার। দিনভর নিজ হাতে গড়া ফুল-ফলের বাগান নিয়ে মগ্ন অশীতিপর বাঞ্ছারামকে কি ভোলা যায়! প্রাণের চাইতেও প্রিয় ছিল এই বাগান। নিজের সৃষ্ট এই চরিত্রকে মঞ্চে যেমন ফুটিয়ে তুলেছিলেন মনোজ মিত্র, তেমনি তপন সিনহার পরিচালনায় পর্দায়ও করে তুলেছিলেন জীবন্ত!

এক সাক্ষাৎকারে মনোজ মিত্র জানিয়েছিলেন, বাঞ্ছারাম চরিত্রটি তিনি বাংলাদেশ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্যে, 'বাঞ্ছারাম কিন্তু আমার দেখা একজন জলজ্যান্ত মানুষ! আমার বৃদ্ধ পিসিমা একদিন বললেন, "চল মনু, তোকে একটি পানের বাগান দেখিয়ে আনি!" পিসি সেই পানের বরজের কাছে গিয়ে বাঞ্ছা...বাঞ্ছা বলে চিৎকার করে ডেকেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখি, পাটকাঠি দিয়ে ঘেরা পানের বরজ থেকে শুধু একটা মাথা বেরিয়ে পিসির দিকে তাকিয়ে। মাথাটা একজন বুড়ো মানুষের। মাথার চুল থেকে দাড়ি—সবই সাদা...।'

১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা জেলার ধূলিহর গ্রামে তাঁর জন্ম। ওই গ্রামেই কেটেছে শৈশব। পূজার সময় বাড়ির উঠানে যাত্রা ও নাটক দেখে ছোট থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫০ সালে ১২ বছর বয়সে চলে যান কলকাতায়।

মনোজ মিত্র। (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৮—১২ নভেম্বর ২০২৪)

স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এই কলেজেই দর্শনে অনার্স নিয়ে স্নাতক পড়ার সময় নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মনোজ মিত্র। সেই সময় পার্থপ্রতিম চৌধুরীর মতো বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নাটকের দল সুন্দরম। সেই থেকে নাটকের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন।

১৯৫৯ সালে লেখেন প্রথম নাটক *মৃত্যুর চোখে জল*। কিন্তু ১৯৭২-এ লেখা নাটক *চাকভাঙা মধু* তাঁর খ্যাতি এনে দেয়। মনোজ মিত্রর লেখা শতাধিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *দর্পণে শরৎশশী*, *নরক গুলজার*, *সাজানো বাগান*, *নৈশভোজ*, *কাল বিহঙ্গ*, *অশ্বত্থামা*, *মেষ ও রাখাল*, *অলকানন্দর পুত্রকন্যা* ইত্যাদি। সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা ছাড়াও অনেক বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বাঞ্ছারামের বাগান*, *গৃহযুদ্ধ*, *আদালত ও একটি মেয়ে*, *ঘরে বাইরে*, *বৈদুর্য্য রহস্য*, *গণশত্রু*, *অন্তর্ধান*, *চরাচর*, *হুইলচেয়ার*, *হঠাৎ বৃষ্টি*, *আশ্চর্য প্রদীপ*, *উমা* ইত্যাদি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে বিভিন্ন কলেজে দর্শন বিষয়েও শিক্ষকতা করেন।

মনোজ মিত্রর দীর্ঘ পথচলা প্রেরণা জোগাবে দুই বাংলার নাট্যানুরাগী, শিল্পীদের। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুই বাংলার অনেকেই স্মৃতিচারণা করলেন, শোক জানালেন। ২০১১ সালে দুই বাংলার তরুণ নাট্যকারদের নিয়ে শান্তিনিকেতনের কর্মশালার স্মৃতিচারণা করে নাট্যকার ও অভিনেতা অলক বসু লিখেছেন, 'আমরা আড়ালে বলতাম, হেড পণ্ডিত। প্রকৃত শিক্ষাদানের সহজাত প্রবৃত্তি ছিল তাঁর অন্তরে।' বাকার বকুলের ভাষ্যে, 'এমন হিউমার এবং স্যাটায়ারধর্মী সংলাপ লিখতে পারা নাট্যকার এই উপমহাদেশে আর এসেছেন কি না, আমার জানা নেই। বাংলাদেশের গবেষকদের অনেকে তাঁকে হালকা মানের নাট্যকার হিসেবে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন! কিন্তু আমি দেখেছিলাম, তাঁর রচিত সংলাপে-বিষয়বস্তুতে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শনের গভীরতা! সহজ কথা সহজে বলতে পারার ক্ষমতা! একবার প্রশ্ন করেছিলাম, "এমন হিউমারাস ডায়ালগ কী করে লেখেন?" উনি বললেন, "লেখার সময় শিশু হয়ে যাই, বৃদ্ধ হয়ে গেলেই লেখাটা আরোপিত হয়।"'

শিশুমনের অধিকারী মনোজ মিত্র চলে গেলেন। বছরের পর বছর তিনি আগলে রেখেছিলেন তাঁর বাগান, নাটকের বাগান।

> অনেক বছর ধরে কোনো জায়গায় না জেতার রেকর্ডের অবশ্যই ইতি টানতে হবে।

মোহাম্মদ রিজওয়ান
এবারের সিরিজ সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়ায় কখনো **টি-টোয়েন্টি** সিরিজ না জেতা পাকিস্তানের অধিনায়ক

এই মালদ্বীপও 'কঠিন' প্রতিপক্ষ

ফিফা প্রীতি ম্যাচ আজ

কিংস অ্যারেনায় আজ সন্ধ্যা ছয়টায় মালদ্বীপের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। একই মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ আগামী শনিবার।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এমন বেকায়দায় মালদ্বীপকে আগে খুব কমই পেয়েছে বাংলাদেশ দল। গত অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মালদ্বীপকে হারিয়েই গ্রুপ পর্বে কোয়ালিফাই করেছিল বাংলাদেশ। আর মালদ্বীপ চলে গিয়েছিল এক অনিশ্চিত পথে। আন্তর্জাতিক ফুটবল দূরের কথা, ঘরোয়া ফুটবলও বন্ধ হয়ে যায় দেশটিতে।

দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ফিফার অর্থ আত্মসাৎ—বিভিন্ন অভিযোগে টালমাটাল হয়ে পড়েছিল মালদ্বীপ ফুটবল। ফিফার শাস্তির মুখে পড়তে হয় মালদ্বীপ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি বাসাম আদিল জলিলকে। প্রিমিয়ার লিগ হয়নি। প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টই ছিল দেশটির শীর্ষ ফুটবলারদের একমাত্র সম্বল। কোচ মোহাম্মদ সুজাইন তো কাল বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় সংবাদ সম্মেলনে বলেই দিলেন, 'আমাদের ফুটবলের অবস্থা এতটাই খারাপ যে গত অক্টোবরে বাংলাদেশকে হারালেও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে বিদেশে যেতে পারতাম কি না, সন্দেহ!'

তবে কি বাংলাদেশের এবারের মালদ্বীপ-মিশন সহজই হতে যাচ্ছে? না। বাংলাদেশের স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হলেও মালদ্বীপকে এখনো কঠিন প্রতিপক্ষই মনে করছেন, 'মালদ্বীপের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই কঠিন। তবে এবার আমরা আত্মবিশ্বাসী, আমরা তাদের বিপক্ষে ভালো খেলব এবং জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ব। আমরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব। যদিও আমরা জানি, তাদের ফুটবল নানা ধরনের সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।'

কিংস অ্যারেনায় আজ সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে দুই দলের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচটি আগামী শনিবার একই সময়ে। টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও মালদ্বীপের অবশ্য জয়ই প্রত্যাশা। কোচ সুজাইনের কণ্ঠে সেই প্রত্যয়, 'আমাদের দেশের ফুটবলের পরিস্থিতি যা-ই হোক, আমরা বাংলাদেশকে হারাতে এসেছি। দুটি ম্যাচ জিতে ঘুরে দাঁড়াতে চাই আমরা। আমাদের খেলোয়াড়েরা মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্ত, তারা নিজেদের প্রমাণ করতে চায়।'

আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জয় মালদ্বীপের বিপক্ষে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দ্বিতীয় সাফ গেমসে ৮-০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ। তবে ৩৯ বছর আগের সেই ম্যাচ এখন সত্যিকার অর্থেই দূর অতীতের গল্প। ২০০৩ সালের সাফে ঢাকায় গ্রুপপর্বে মালদ্বীপকে হারানোর পর পরের ১৫ বছর প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ মানেই ছিল বাংলাদেশের জন্য দুঃস্বপ্ন। ২০২১ সালে মালদ্বীপকে আবার হারানোর পর বাংলাদেশ জিতেছে আরও দুইবার। কোচ কাবরেরা এটিকে বাংলাদেশের উন্নতির প্রমাণ হিসেবেই দেখছেন, 'মালদ্বীপের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই ২০২২ সালে আমি বাংলাদেশের কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। এরপর কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টেছে। ২০২৩ সালে দুবার হারিয়েছি তাদের। এসবই বাংলাদেশের উন্নতির প্রমাণ।'

ঘরের মাঠে খেলা বলে বাংলাদেশের জন্য থাকবে বাড়তি সুবিধা। তবে মালদ্বীপ কোচের উল্টো যুক্তিও আছে, 'এই মাঠ আমাদের খেলোয়াড়েরাও খুব ভালো চেনে। এখানে মাজিয়ার (মালদ্বীপের অন্যতম শীর্ষ ক্লাব) খেলোয়াড়েরা খেলে গেছে। সেই দলের অনেকেই আছে এবার। আমরা গত বছর এখানে খেলে গেছি, তাই মাঠটা আমাদেরও খুব পরিচিত।'

মালদ্বীপের বিপক্ষে এই দুটি ম্যাচ বাংলাদেশ দলের জন্য অনেক কিছু প্রমাণ করার উপলক্ষ। কিছুদিন আগে মেয়েদের দল নেপাল থেকে জিতে এসেছে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। সাফ জিতেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলও। অন্যদিকে গত এক বছরে লেবাননের বিপক্ষে একটি ড্র আর ভুটানের বিপক্ষে একটি জয় ছাড়া বাকি সব ম্যাচেই হেরেছে ছেলেদের জাতীয় দল। হেরেছে ভুটানের সঙ্গেও। এক বছরে ৮ ম্যাচে মাত্র ২ গোল করা বাংলাদেশ জাতীয় দল তাই যেকোনো মূল্যে হারাতে চায় মালদ্বীপকে। জামাল ভূঁইয়া স্কোয়াডে নেই, তাঁর জায়গায় অধিনায়ক তপু বর্মণ। তিনি বলেছেন, 'আমরা নারী দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দলকে অভিনন্দন জানাই। দারুণ খেলেই তারা জিতেছে। আমরাও চাই মালদ্বীপের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি জিতে সবাইকে আনন্দিত করতে।'

মোরসালিনকে কিছু একটা বোঝাচ্ছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। গতকাল কিংস অ্যারেনায় বাংলাদেশ দলের অনুশীলন। ছবি : বাফুফে

প্রথম ম্যাচে বরিশাল-রাজশাহী

বিপিএলের সূচি ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের আসর শুরু হচ্ছে আগামী ৩০ ডিসেম্বর, উদ্বোধনী দিনে প্রথম ম্যাচে খেলবে ফরচুন বরিশাল ও দুর্বার রাজশাহী। সেদিনই পরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। ৭ দলের এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে আগামী বছর ৭ ফেব্রুয়ারি।

১১তম বিপিএলের শুরু এবং শেষটা মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। এ ছাড়া খেলা হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে। গতকাল এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিপিএলের বিস্তারিত সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

মিরপুরে প্রথম পর্বে খেলা হবে চার দিন, ম্যাচ ৮টি। এরপর সিলেটে ৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ছয় ম্যাচ ডেতে হবে ১২টি ম্যাচ। সেখান থেকে দলগুলো যাবে চট্টগ্রামে। ১৬ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১২টি ম্যাচ হবে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে। এরপর বিপিএল আবার ফিরবে ঢাকায়। দ্বিতীয় পর্বে ঢাকায় খেলা হবে ২৬ জানুয়ারি থেকে একেবারে ফাইনাল পর্যন্ত। গ্রুপ পর্ব শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। প্লে-অফ পর্ব হবে ৩ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এলিমিনেটর, দুটি কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালের জন্য রাখা হয়েছে একটি করে রিজার্ভ ডে।

সূচি অনুযায়ী শুক্রবার ছাড়া অন্য দিনগুলোতে দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে বেলা দেড়টায়, দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। শুক্রবারে দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে বেলা দুইটায় ও দ্বিতীয় ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টায়।

আরেকটি ভিডিও বার্তায় বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ আজ বলেছেন বিপিএলের টিকিট এবার পাওয়া যাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, 'এবার আমরা চেষ্টা করছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেতে। যেন সবাই সবার সুবিধামতো টিকিট কিনে খেলা উপভোগ করতে পারেন। আমরা তিনটি ভেন্যুতে (বিপিএল) করেছি। ঢাকায় শুরু করে যাব সিলেটে, ওখান থেকে চিটাগং, তারপর আবার ঢাকায় এসে শেষ রাউন্ড খেলব। যারা খেলা দেখতে ইচ্ছুক, মুঠোফোন এবং অনেক অ্যাপস দিয়ে আপনারা ডিজিটাল টিকিটগুলো কিনে ফেলতে পারবেন।'

সেরার স্মারক হাতে হাস্যোজ্জ্বল সামিউল ইসলাম ও যুথী আক্তার। এবারের জাতীয় সাঁতারে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে সেরা দুজন। ছবি : শামসুল হক

সোনিয়া-রোমানাকে ছাপিয়ে যুথী

জাতীয় সাঁতার

ক্রীড়া প্রতিবেক, *ঢাকা*

ম্যাক্স গ্রুপ ৩৩তম জাতীয় সাঁতারে ছেলেদের বিভাগে রাফিউল ইসলামের সেরা সাঁতারু হওয়াটা অনুমিতই ছিল। হয়েছেও তা-ই। গতকাল মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে শেষ হওয়া চার দিনের প্রতিযোগিতায় সামিউলই হয়েছেন দেশসেরা পুরুষ সাঁতারু। রাজবাড়ীর ছেলে সামিউল তিনটি রেকর্ডসহ পাঁচটি ব্যক্তিগত সোনা জিতেছেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাঁতারু সামিউল গত জাতীয় প্রতিযোগিতায়ও সেরা পুরুষ সাঁতারু হয়েছিলেন।

দুটি রেকর্ডসহ ৪ সোনাজয়ী যুথী আক্তার হয়েছেন মেয়েদের বিভাগের সেরা সাঁতারু। বয়সভিত্তিক ও জাতীয় সব পর্যায়েই এই প্রথম সেরার স্বীকৃতি পেলেন। রিলেতে তিনটিসহ এবার তাঁর প্রাপ্তি ৭টি সোনা। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ৪টি। মাদারীপুরের কুলপদ্দির মেয়ে কাল শেষ দিনে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রেকর্ড গড়েছেন। নৌবাহিনীর সাঁতারু যুথী প্রথম রেকর্ডটি করেছিলেন প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে। গতকাল শেষ দিনে ১০০ মিটার মিডলে রিলেতেও সোনা জেতেন তিনি। শেষ দিনে অন্য রেকর্ডটি করেন ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে কাজল মিয়া। নৌবাহনীর সাঁতারু কাজল মোট দুটি সোনা জিতেছেন রেকর্ড গড়ে। প্রতিযোগিতায় চার দিনে জাতীয় রেকর্ড হয়েছে ১০টি, যদিও সবই হাতঘড়িতে।

১৯ বছর বয়সী যুথী প্রথমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন ২০২১ সালে। তিন বছরের মধ্যেই সেরা হলেন। তবে সেরা হবেন এমন আশা করেননি উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া যুথী। তাই তো বলেন, 'নাম ঘোষণার আগপর্যন্ত জানতাম না আমি সেরা হব। শুনে খুব অবাক হয়েছি। আমার ধারণা ছিল রোমানা আপু বা টুম্পা (সোনিয়া আক্তার) আপু সেরা হতে পারেন। তবে আমি আজ (কাল) যখন ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জিতেছি, অনেকে বলছিলেন রেকর্ডের ভিত্তিতে সেরার পুরস্কার দেওয়া হতে পারে। সঙ্গে যে বেশি সোনা পাবে তার সম্ভাবনা বেশি।' রেকর্ডের জন্য ৫ হাজার টাকা করে পুরস্কার দিয়েছে ফেডারেশন। অঙ্কটা এত কম যে খেলোয়াড়েরা বলতেও বিব্রতবোধ করেন।

মেয়েদের বিভাগে এবার কার হাতে ওঠে সেরার পুরস্কার, এ নিয়ে সংশয় ছিল সাঁতারসংশ্লিষ্টদের মনে। ৮টি ব্যক্তিগতসহ ১১টি সোনাজয়ী সোনিয়া আক্তার (টুম্পা) এগিয়ে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ছেলে-মেয়ে মিলে সবচেয়ে বেশি সোনা জেতেন ঝিনাইদহের মেয়ে সোনিয়াই। কিন্তু বেশি সোনা জিতেও গতবারের মতো এবারও সেরা সাঁতারু হতে পারেননি ৩০ পেরোনো সোনিয়া। গতবার মহিলা বিভাগে সেরা হয়েছেন আরেক সাঁতারু সোনিয়া খাতুন। এবার দুই রেকর্ড গড়া জাতিসংঘ মিশনফেরত রোমানা আহমেদও ছিলেন আলোচনায়।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় এর আগে বেশ কয়েকবার সেরা হয়েছেন সোনিয়া। সর্বশেষ হন ২০২১ সালে বাংলাদেশ গেমসে। আগেরবার সোনা বেশি জিতেও সেরা না হতে পেরে অভিমান করে ক্যাম্প ছেড়েছিলেন সোনিয়া। এবারও সেরা হতে পারলেন না।

এসব নিয়ে মনে আক্ষেপ থাকলেও বলতে চান না কিছু। মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সে দাঁড়িয়ে *প্রথম আলো*কে শুধু এটুকু বলেন, 'আসলে আমার রেকর্ড হয়নি, বয়সের একটা ব্যাপার। রেকর্ডের জন্য তাহলে আমাকে ইভেন্ট কমিয়ে দিতে হবে। ১২টি ইভেন্ট করা তো বিশাল ব্যাপার। এই চার দিনে আমি ইভেন্ট করতে করতে অনেক ক্লান্ত। ফ্রিস্টাইল, বাটারফ্লাই ও আইএম। আমার চাওয়া, সোনা জিতেই যেন অবসর নিতে পারি।'

৩৩তম জাতীয় সাঁতারে ডাইভিং ও ওয়াটারপোল মিলে ৪২টি ইভেন্টের মধ্যে ৩২ সোনা, ২৬ রুপা ও ১২টি ব্রোঞ্জ জিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে। নৌবাহিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না কেউই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১০ সোনা, ১৫ রুপা ও ২৩ ব্রোঞ্জ নিয়ে দ্বিতীয়।

পদক তালিকা

	সোনা	রুপা	ব্রোঞ্জ
বাংলাদেশ নৌবাহিনী	৩২	২৬	১২
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১০	১৫	২৩
বিকেএসপি	-	১	৭
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	-	-	১

এবারের জাতীয় সাঁতারে সোনিয়া আক্তারের ব্যক্তিগত সোনার পদক। ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে এটাই সর্বোচ্চ। একটি রুপাও জিতেছেন তিনি।

৩টি রেকর্ডসহ ৫টি ব্যক্তিগত সোনা জিতেছেন সামিউল ইসলাম। একটি ব্রোঞ্জও জিতেছেন তিনি।

শারজায় সান্ত্বনা শুধু নাহিদ রানা

খেলা ডেস্ক

শারজায় কত কিছুই না হারাল বাংলাদেশ দল! আফগানিস্তানের কাছে সিরিজ তো হেরেছেই, এই সিরিজেই চোটে পড়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরতে হয়েছে মুশফিকুর রহিম ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেনকে। দুজনের কেউই খেলতে পারবেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। প্রাপ্তি যদি কিছু থাকে, সেটা পরশু শেষ ওয়ানডেতে পেসার নাহিদ রানার বোলিং।

শারজায় নিজের অভিষেক ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ৪০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন নাহিদ রানা, বলে সর্বোচ্চ গতি তুলেছেন ১৫১ কিমির কাছাকাছি। ১৪৫ কিমির আশপাশে তো নিয়মিতই বোলিং করেন। বাংলাদেশ দলের কোচ ফিল সিমন্স এবং তাঁর একসময়ের সতীর্থ ইয়ান বিশপের চোখে বিশেষভাবেই পড়েছে নাহিদ রানার এই দুরন্ত গতির বোলিং।

পরশু রাতে ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে মুগ্ধ সিমন্স প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ২২ বছর বয়সী এই তরুণ পেসারকে, 'রানা অবিশ্বাস্য রকম ভালো বল করেছে। গতি কিনতে পাওয়া যায় না। আপনি কাউকে জোরে বল করতে শেখাতেও পারবেন না। রানার গতিটা প্রকৃতিপ্রদত্ত। আমরা চেষ্টা করব, তাকে ঘষেমেজে আরও ভালো বোলার বানাতে। সে অসামান্য প্রতিভাধর, সব সময়ই চায় জোরে বল করতে।'

নাহিদ রানার বোলিংয়ে চোখ আটকেছে সাবেক ক্যারিবীয় পেসার ও বর্তমানে ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপেরও। শেষ ওয়ানডেতে রানার বোলিং দেখে নিজের এক্স হ্যান্ডলে বিশপ লিখেছেন, 'বাংলাদেশকে সেরা স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং বিশেষজ্ঞ ও ডায়েটিশিয়ান নিতে হবে। নাহিদ রানা ও তাদের ফাস্ট বোলিং দলটাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। নাহিদের গতি খুবই প্রশংসনীয়।'

আফগানিস্তান সিরিজ শেষে পরশু রাতেই আমিরাত থেকে লন্ডন হয়ে অ্যান্টিগার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বাংলাদেশ দল। বাংলাদেশ সময় আজ সকালের দিকে তাদের প্রথম টেস্টের ভেন্যু অ্যান্টিগায় পৌঁছানোর কথা। দলে নাজমুলের বিকল্প হিসেবে যোগ দেবেন শাহাদাত হোসেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দুই টেস্ট, তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলতে শারজা থেকে কী নিয়ে গেল বাংলাদেশ? সিরিজ হারের হতাশা, ব্যাটিং-ব্যর্থতা আর চোটের ক্ষত—এই তো! সান্ত্বনা শুধু নাহিদ রানা।

ছোট পর্দায় আজ

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল *টি স্পোর্টস*

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ	সন্ধ্যা ৬টা

১ম ওয়ানডে *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড	বেলা ৩টা

টেনিস : এটিপি ফাইনালস *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

আলকারাজ-রুবলেভ	সন্ধ্যা ৭টা

৩য় টি-টোয়েন্টি *স্পোর্টস ১৮-১, ট্যাপম্যাড অ্যাপ*

দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত	রাত ৯টা

বাংলাদেশ হেরেছে নিজেদের কাছেই

খেলাটা ওয়ানডে, আর এই সংস্করণে আফগানিস্তানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শারজার এবারের উইকেট, যেটি ঠিক ৩০০ রানের উইকেট নয়। ২৫০ রানের আশপাশে হলেও দারুণ লড়াই করা যায়। বাংলাদেশ যেটা চায় আরকি! এত কিছুর পরও ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশের হার! কিন্তু কেন?

আফগানিস্তান সিরিজ

শাওন শেখ, *ঢাকা*

হঠাৎ এক ঝড়

সিরিজের প্রথম ম্যাচ, আফগানিস্তান ২৩৫ রানে অলআউট। তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান দুজনেই নেন ৪ উইকেট করে। মোটাদাগে, বোলারদের পারফরম্যান্সে প্রশ্ন তোলার জায়গা কমই ছিল। আফগানিস্তানের ২৩৫ রান তাড়া করতে গিয়ে একপর্যায়ে বাংলাদেশের রান ছিল ২ উইকেটে ১২০। নাজমুল হোসেনের দলের জয়টাই তখন সম্ভাব্য ফল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে ২৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ৯২ রানে হেরে বসে বাংলাদেশ। ৬ উইকেট নেওয়া গজনফরের কৃতিত্ব নিশ্চয় ছিল, তবে যেভাবে সেদিন মুশফিকরা উইকেট দিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল দৃষ্টিকটু। গজনফরের কৃতিত্বের চেয়ে তাই বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের দায়টাই বেশি ছিল ও রকম ধসে পড়ায়।

প্রথম ওয়ানডেতে মুশফিকের সেই দৃষ্টিকটু স্টাম্পিংয়ের দৃশ্য। ছবি : এসিবি

কোথায় হারালেন হৃদয়

তাওহিদ হৃদয় উইকেটে থাকলে রানরেট নিয়ে ভাবতে হয় না। কিন্তু আফগানিস্তান সিরিজে মিডল অর্ডারে ভোগার বড় কারণ হৃদয়ের ব্যর্থতা। সিরিজের তিন ম্যাচে হৃদয়ের রান ১১, ১১ ও ৭। তাঁর রান না করাটা ব্যাটিংয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চোটের কারণে শেষ দুই ওয়ানডেতে মুশফিক আর তৃতীয় ওয়ানডেতে নাজমুল হোসেনের ছিটকে যাওয়ায় হৃদয়ের দায়িত্ব ছিল আরও বেশি। কিছুই তো পারলেন না!

মাঝের ওভারে স্থবিরতা

পরশু সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ১৫ ওভার শেষে বাংলাদেশের রান ছিল ৪ উইকেটে ৭৩। ওই ৪ উইকেটেই ৪০ ওভারে তুলেছিল ১৬৬ রান। অর্থাৎ মাঝের ২৫ ওভারে বাংলাদেশে করেছে মাত্র ৯৩ রান। ওভারপ্রতি ৪ রানও নয়! শারজার উইকেটে অনেক বড় সংগ্রহ হয়তো দরকার নেই, কিন্তু বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণ যে বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়, সেটাও তো মাথায় রাখতে হবে। এই ২৫ ওভারে ১২০ রান তুলতে পারলেও তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২৬০ রানের বেশি থাকত। ২৫ ওভারে ১২০ রানের মতো করতে খুব বেশি ঝুঁকিও বোধ হয় নিতে হতো না। এর আগে দ্বিতীয় ম্যাচে ২ উইকেটে ১৫২ রান করা বাংলাদেশ ১৮৪ রানে হারিয়েছিল ৬ উইকেট। পরের ৪ উইকেট পড়েছিল ৩৩ থেকে ৪১ ওভারের মধ্যে। আর প্রথম ম্যাচের ব্যাটিংধসের কথা তো আগেই বলা হলো।

তাওহিদ হৃদয়

ওপেনাররা কবে জ্বলে উঠবেন

এটা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট নয় যে ওপেনাররা ২০-৩০ রানের কার্যকর ইনিংস খেলে ড্রেসিংরুমে যাবেন। ওয়ানডেতে বরং ২০-৩০ রান করার পরই আসল খেলাটা খেলতে হয়। দলকে টানার দায়িত্ব তখন ওই ব্যাটসম্যানেরই। আফগানিস্তান সিরিজে ওপেনার সৌম্য সরকার তিন ম্যাচেই ভালো শুরু পেয়েছেন। প্রথম দুই ম্যাচে আউট হন ত্রিশের ঘরে, পরের ম্যাচে বিশের ঘরে। তাঁর ব্যাট থেকে একটা বড় ইনিংস এলেই ম্যাচের চেহারা পাল্টে যেতে পারত, যা তিনি দিতে পারেননি।

আরেক ওপেনার তানজিদের ১৮ ম্যাচের ক্যারিয়ারের গড় মাত্র ১৮ রান। প্রতিভাবান তকমা পাওয়া এই ক্রিকেটারের সঙ্গে এই পারফরম্যান্স কোনোভাবেই যায় না। আফগানিস্তান সিরিজের কোনো ম্যাচে ২৫ রানের গণ্ডিও পার হতে পারেননি।

আউট হয়ে ফিরছেন তানজিদ। ছবি : এসিবি

ফিল্ডিংয়ে সুযোগ হাতছাড়া

শেষ ম্যাচে ক্যাচ, স্টাম্পিং ও একাধিক রানআউটের হাত থেকে বেঁচেছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। এতগুলো সুযোগ পেয়েই তিনি অষ্টম সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। গুরবাজ পরশু প্রথম জীবন পান ব্যক্তিগত ৩০ রানে, পয়েন্টে মোস্তাফিজুর রহমানের বলে ক্যাচ ছাড়েন রিশাদ হোসেন। এরপর ৪৮ রানে আরেকবার, ফিফটির পর আবার। পুরো সিরিজেই এমন বাজে ফিল্ডিং বাংলাদেশকে ভুগিয়েছে।

চাইলে বোলারদেরও কাঠগড়ায় তোলা যেতে পারে। তবে আফগানিস্তান অনেক বড় সংগ্রহ করেছে বা দ্রুতই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, এমন কিছু কোনো ম্যাচেই হয়নি। সে হিসাবে বোলারদের পাস মার্ক দেওয়াই যায়।

সিরিজে ইতিবাচক দিকও আছে। সে তালিকায় সবার আগে আসবে পেসার নাহিদ রানার নাম। পরশু ওয়ানডে অভিষেকে ৪০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। উইকেটের কথা বাদই দিন, বাংলাদেশের কোনো পেসার যে প্রায় ১৫১ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করলেন, এটাই তো শিরোনাম হয়!

সিরিজের ৩ ম্যাচেই মিরাজ ৪-এ ব্যাটিং করেছেন। ২৮, ২২ ও ৬৬ রানের ইনিংস তিনটিতে দেখিয়েছেন, ব্যাটিংয়ে সাকিব আল হাসানের জায়গাটা তিনি নিতে পারেন। যাক, এ পর্যন্তই!

অবশ্য আফগানিস্তানের কাছে হেরে যাওয়া একটি সিরিজ থেকে কেউ কোনো ইতিবাচকতা নিতে চাইবেন কি না, সেটাও একটা প্রশ্ন।

১৯ বছর খেলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ক্যারিয়ারে যতি টানলেন ফরহাদ হোসেন। ছবি : বিসিবি

পথচলা থামল ফরহাদের

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অবশেষে থামল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ফরহাদ হোসেনের পথচলা। ২০০৫ সালের মার্চে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচ খেলা রাজশাহীর এই ব্যাটসম্যান ১৬১তম ম্যাচ খেলার পর গতকাল অবসর নিয়েছেন। ১৯ বছর আগে যেখানে প্রথম ম্যাচটি খেলেছিলেন, সেই রাজশাহীতেই ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি খেললেন ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটিং অলরাউন্ডার।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৮ সেঞ্চুরিতে ৯০৬৫ রান ও ১৬৫ উইকেট নেওয়া ফরহাদকে গতকাল জাতীয় লিগের রাজশাহী-রংপুর ম্যাচের পর সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজশাহী বিভাগ দলের পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দেওয়া হয় সতীর্থদের স্বাক্ষরিত জার্সি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্বাচক হান্নান সরকার স্মারক ক্রেস্ট তুলে দেন ফরহাদকে। ফরহাদের বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দল ও রাজশাহীর সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদও।

শেষটা অবশ্য ভালো হয়নি ফরহাদের। রংপুরের বিপক্ষে দুই ইনিংসে করেছেন ২৬ ও ৯ রান। হেরেছে তাঁর দলও। ৬ উইকেটে ৬২ রান নিয়ে চতুর্থ রাউন্ডের শেষ দিন শুরু করা রাজশাহী দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রানে অলআউট হয়ে হেরেছে ১০১ রানে। চার ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেল রংপুর, রাজশাহী পেয়েছে দ্বিতীয় হারের স্বাদ।

কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে দিনের অন্য এক ম্যাচে ড্র করেছে সিলেট-খুলনা। প্রথম ইনিংসে ২২৩ রানে পিছিয়ে পড়ে ফলো অন করা খুলনা আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২৯৬ রান তোলার পর ড্র মেনে নেয় দুই দল। খুলনার মোহাম্মদ মিঠুন অপরাজিত ছিলেন ১০২ রানে। ৭টি করে চার-ছক্কায় সাজানো ছিল মিঠুনের ১০৮ বলের ইনিংসটি।

সিলেট একাডেমি মাঠে ঢাকা বিভাগকে ১৫৭ রানের লক্ষ্য দিয়ে জয়ের খুব কাছে গিয়েছিল ঢাকা মহানগর। ঢাকা বিভাগ ৮ উইকেটে ১৪৮ রান তোলার পর আলোকস্বল্পতায় বন্ধ হয়ে যায় দিনের খেলা, ড্র হয়ে যায় ম্যাচ। এর আগে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা মহানগর অলআউট ২৬৭ রানে। ঢাকা বিভাগের পেসার এনামুল হক ৮১ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। এনামুল প্রথম ইনিংসেও নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। ২১ ম্যাচের ক্যারিয়ারে এটাই ২৪ বছর বয়সী এনামুলের ইনিংস ও ম্যাচসেরা বোলিং।

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠানে কুপন তুলছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ইমতিয়াজ সুলতান জনি। মঞ্চে আছেন (ডান থেকে) ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক ইমাদ ইস্পাহানি, টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) ওমর হান্নান ও *প্রথম আলোর* প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র। গতকাল বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

নিউমোনিয়া রোধে চাই সচেতনতা

গোলটেবিল বৈঠক

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস উপলক্ষে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ ও *প্রথম আলো* আয়োজিত গোলটেবিলে চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিউমোনিয়া প্রতিরোধ ও চিকিৎসাযোগ্য। তাই শিশুর নিউমোনিয়া প্রতিরোধে কী করতে হবে এবং আক্রান্ত শিশুকে কীভাবে রোগের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানো সম্ভব, তা জানতে হবে অভিভাবক ও কমিউনিটির লোকজনকে। নিউমোনিয়া নিয়ে ব্যাপক হারে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বহু শিশুর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। পাশাপাশি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর যথাযথ চিকিৎসায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস উপলক্ষে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ ও *প্রথম আলো* আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

‘প্রতিটি শ্বাস বাঁচায় জীবন: নিউমোনিয়া প্রতিরোধে সক্রিয় হোন’ শিরোনামে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা বলেন, নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষার জন্য জন্মের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ পান করাতে হবে। ছয় মাস পর থেকে আয়রনসমৃদ্ধ সম্পূরক খাবার খাওয়াতে হবে। নিউমোনিয়া প্রতিরোধে শিশুকে হাত ধোয়ানো ও নিরাপদ পানি পান করার অভ্যাস করতে হবে। শিশুকে গৃহস্থালি বায়ুদূষণ (রান্নাঘরের ধোঁয়া) ও বাইরের যেকোনো ধরনের বায়ুদূষণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর পাশাপাশি নিউমোনিয়া প্রতিরোধসহ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতাভুক্ত টিকাগুলো দিতে হবে। আর শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে কিছু বিপদ-চিহ্নের প্রতি সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। যেমন জ্বর, শিশু দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে কি না, শিশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কি না, শ্বাস নেওয়ার সময় বুক দেবে যাচ্ছে কি না।

বৈঠকে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্বে প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম বয়সী যত শিশু রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তার মধ্যে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু সবচেয়ে বেশি। বছরে ১০ লাখ মৃত্যুর মধ্যে সাড়ে ৭ লাখই ঘটে নিউমোনিয়ায়। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই হাজার শিশুর প্রাণ যাচ্ছে নিউমোনিয়ায়। সেই সব শিশুই মারা যাচ্ছে, যারা টিকা, অক্সিজেন ও অ্যান্টিবায়োটিকের মতো জরুরি চিকিৎসা পাচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫ বছরের কম বয়সী ২৬ হাজার শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। ৫ বছরের কম বয়সী মোট শিশুমৃত্যুর ২৪ শতাংশ হচ্ছে নিউমোনিয়ায়। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস) ২০২২ প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে জীবিত জন্ম নেওয়া প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ৭ দশমিক ৪টি শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ২০১৭-১৮ প্রতিবেদনে তা ছিল প্রতি হাজারে ৮ শিশু। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু প্রতি হাজারে ৩ জনে নামিয়ে আনতে হবে।

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে ডা. মো. জহুরুল ইসলাম, ডা. নাজমুন নাহার, ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা ও ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

গোলটেবিল বৈঠকে শিশুস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নাজমুন নাহার বলেন, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে নিয়ে হাসপাতালে দেরিতে আসার কারণে অনেকে মারা যায়। তাই নিউমোনিয়ার শুরুতে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে ব্যাপক হারে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। চিকিৎসাসেবা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছাকাছি নিতে হবে এবং সুলভ করতে হবে। নিউমোনিয়া চিকিৎসায় পদক্ষেপ বাড়াতে বেসরকারি চিকিৎসা খাতকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. জহুরুল ইসলাম। তিনি জানান, নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যু কমানোর ক্ষেত্রে দেশ এখনো লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা, প্রতিরোধ এবং আক্রান্ত হলে কী করতে হবে, তা যথাযথ অনুসরণ হলে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এখন শিশুর ছয় মাস পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পান করানোর হার কমে গেছে। বায়ুদূষণের ভয়াবহতা ও নিরাপদ পানির ঘাটতি যেমন রয়েছে, তেমনি চিকিৎসার জন্য জনবল, বিরামহীন মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। অ্যামোক্সিসিলিন ট্যাবলেটের উৎপাদন ও সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়গুলোতে নজর বাড়িয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে শক্তিশালী করতে হবে।

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনসের (বিসিপিএস) সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা বলেন, নিউমোনিয়ার বিপদ-চিহ্নগুলো সম্পর্কে জানাতে প্রচার বাড়াতে হবে। শিশুর শ্বাস গুনতে হবে। শিশুর শ্বাসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের খাঁচা দেবে যাচ্ছে কি না দেখতে হবে।

বারডেমের মা ও শিশু হাসপাতালের শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক আবিদ হোসেন মোল্লা বলেন, গ্রামে হাসপাতালের বাইরে বিভিন্ন ওষুধের দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। অনিয়ন্ত্রিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের কারণে দেহ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। এ বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া দরকার।

নিউমোনিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল অক্সিজেন দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার বলে মন্তব্য করেন আইসিডিডিআরবির মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী বিজ্ঞানী শফিকুল আমীন। তিনি বলেন, পালস অক্সিমিটারে শিশুর অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম এলে ওই শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে যার অক্সিজেন প্রয়োজন, তাকেই শুধু দেওয়া দরকার।

সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশের শিশুস্বাস্থ্য বিভাগের উপদেষ্টা গৌতম বণিক বলেন, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে হাসপাতালে আনার ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে সেভ দ্য চিলড্রেন বিভিন্ন জায়গায় তরুণদের সম্পৃক্ত করেছে। প্রান্তিক জনপদে কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা দানকারীরা যেন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রথম ডোজ দেন, সেই বিষয়েও প্রচার বাড়াতে বলেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির উপপ্রকল্প ব্যবস্থাপক সাবিনা আশরাফী লিপি জানান, সরকার নিউমোনিয়াকে আলোকপাত করে নতুন কার্যক্রম নিয়েছে।

বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক দেওয়ান মো. ইমদাদুল হক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের কর্মসূচি কর্মকর্তা মো. নূরুল ইসলাম খান এবং প্রজন্ম রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (পিআরএফ) উপপরিচালক সাব্বীর আহমেদ। বৈঠক সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

আরও বড় আয়োজনে টুর্নামেন্টের ড্র

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম অঞ্চলের খেলা দিয়ে মাঠে গড়াচ্ছে দ্বিতীয় ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। ঢাকার হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের সুরমা হলে গতকাল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল টুর্নামেন্টের ড্র।

টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০টি দল খেলবে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে। খুলনা ও রাজশাহী থেকে খেলছে ৪টি করে দল। ঢাকায় ২৪টি দল ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নিচ্ছে। খেলা হবে নকআউটভিত্তিক। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দল উঠে আসবে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বে। গত বছর টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে খেলেছিল ৩২টি দল, এবার ৪২টি। সেবার খেলা হয়েছিল চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ঢাকায়। এবার হবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়। চট্টগ্রামে শুরু হয়ে রাজশাহী ও খুলনা ঘুরে টুর্নামেন্ট আসবে ঢাকায়। ২৭ নভেম্বর ঢাকায় শুরু আঞ্চলিক পর্ব। চূড়ান্ত পর্ব শুরু হবে ৫ ডিসেম্বর। ফাইনাল হবে ৯ ডিসেম্বর।

ড্র অনুষ্ঠানে ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা, যা পরিচালনা করেন সাবেক ফিফা রেফারি ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের হেড অব রেফারিজ আজাদ রহমান। ড্রয়ের কুপন তোলেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ইমতিয়াজ সুলতান জনি, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ও টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য শফিকুল ইসলাম মানিক, টুর্নামেন্ট কমিটি সদস্য ও সাবেক তারকা ফুটবলার আলফাজ আহমেদ ও ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব, দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল ও ক্রীড়ালেখক ইকরামউজ্জমান।

টুর্নামেন্টটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক ইমাদ ইস্পাহানি। এমন টুর্নামেন্ট তরুণদের অনুপ্রাণিত করে জানিয়ে তাঁর কথা, ‘আশা করি তরুণদের সম্পৃক্ততা আরও বাড়বে এই আয়োজনে।’ ইস্পাহানির মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) ওমর হান্নানের মুখেও একই কথা, ‘গতবার এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সাড়া পেয়েছি। তাই আমরা দ্বিতীয়বারের মতো টুর্নামেন্টটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছি। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই কাজটা করছি।’

এই টুর্নামেন্ট দেশের ফুটবলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে মনে করছেন অন্য বক্তারা। টুর্নামেন্ট সফল করতে খেলোয়াড়দের প্রতি খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু। তিনি বলেন, ‘হারজিত বড় নয়, খেলায় অংশগ্রহণই বড়। খেলোয়াড়ি মানসিকতা নিয়েই খেলতে হবে।’ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক অবদান রাখছে। এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে খেলাধুলায়ও তারা বড় ভূমিকা রাখবে বিশ্বাস করেন আশির দশকে মোহামেডান-আবাহনীতে খেলা সাবেক ফুটবলার ইমতিয়াজ সুলতান জনি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র।

চন্দনা টিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায়। ছবি : নাহিয়ান প্রাপণ জামান

বনের চন্দনা টিয়া এখন ঢাকায়

মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, *অধ্যাপক ও প্রাণী-গবেষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। ভোরে পাখি কলরব, বিশুদ্ধ বাতাস, ফুলের সুবাস—এসবের মধ্য দিয়েই সকালটা কেটে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমার বসবাসের সুবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছুটা হলেও আমেজ পাওয়া যায়। কারণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবাসিক এলাকা ও পার্কগুলোতে বেশ কিছু বড় গাছ এখনো টিকিয়ে রেখেছে। আর যানবাহনের কোলাহল কিছুটা কম থাকায় পাখির আনাগোনা ও কলরব বেশ ভালোই থাকে।

বাসার বারান্দা থেকে মূলত বাংলা-ঠোকরা, কোকিল, সবুজ টিয়া, ভাতশালিকের দল, পাকরা শালিক, কাক, দোয়েল, লাল-পুচ্ছ বুলবুল, বেগুনি মৌটুসি, কালো মাথা বেনেবউ, দাগি বসন্তবাউরি—এগুলোকে প্রতিনিয়ত ডাকাডাকি করতে দেখা যায়। প্রতিদিনের মতো সেদিনও খুব সকালে ঘুম ভাঙল, তবে প্রতিদিনের পক্ষিকুল থেকে ভিন্ন কলরব অর্থাৎ একটি উচ্চ কণ্ঠের ধ্বনি ভেসে এল, যেন কিছুটা অপরিচিত মনে হলো। বিস্মিত হয়ে ছুটে গেলাম বাসার বারান্দায়। দেখলাম বারান্দা থেকে অনেকটা দূরেই কড়ইগাছের মাঝবরাবর একটি ডালে উচ্চ স্বরে একটি পাখি ডাকছে। ছেলেকে বললাম, ক্যামেরায় জুম লেন্সটি লাগিয়ে দ্রুত কয়েকটি ছবি তুলতে। পাখিটি ডালের এমন জায়গায় বসে ছিল যে বারান্দা থেকে ছবি তোলা খুবই দুষ্কর ছিল। তবু পাখিটি শনাক্তের জন্য দুটি ছবি সে তুলতে পেরেছিল।

ছবি দুটি ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, এরা মূলত ‘চন্দনা টিয়া’, যার ইংরেজি নাম অ্যালেক্সান্ড্রাইন প্যারাকিট, বৈজ্ঞানিক নাম *Psittacula eupatria*। এটি এ দেশের সবচেয়ে বড় আকৃতির টিয়া পাখি। কিছুক্ষণ পর আরও একটি একই প্রজাতির পাখি উড়তে দেখে বুঝে গেলাম যে এর এক জোড়া এখানে এসেছে। দ্রুত আমার গবেষণা দলের সদস্য উজ্জ্বল দাসকে জানালাম এবং অনুসন্ধান করতে বললাম শেষবার কবে চন্দনা টিয়া ঢাকা শহরে দেখা গেছে! সে বলল কদাচিৎ ডাক শোনা যায়, কিন্তু ছবি তোলার সুযোগ হয়নি।

পাখিটির ইংরেজি নাম নিয়ে অনেকের মনে কৌতূহল জাগে। এই নামে একটা ইতিহাস লুকিয়ে আছে। চন্দনা টিয়ার ইংরেজি নামের সঙ্গে গ্রিসের ‘মহাবীর আলেকজান্ডার’-এর নাম জড়িয়ে আছে। তিনি বিখ্যাত এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের রাজকীয় পুরস্কার বা প্রতীক হিসেবে চন্দনা টিয়া দেওয়ার প্রচলন করেছিলেন। আলেকজান্ডার চন্দনা টিয়াদের ভারতের পাঞ্জাব থেকে ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক দেশে উপহার হিসেবে ছড়িয়ে দেন। তখন থেকে এই টিয়ার এই ইংরেজি নাম হয়।

বাংলাদেশের বিরল আবাসিক পাখি চন্দনা টিয়া, যা *Psittaciformes* বর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং *Psittaculidae* পরিবারের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম টিয়া পাখি। এরা শুষ্ক, পর্ণমোচী বন, আর্দ্র নিম্নভূমির বন, চাষ করা এলাকার আশপাশের গাছ, পুরোনো গাছের বাগান, ম্যানগ্রোভ ও বনভূমিতে বাস করে। ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের বাগানে ও লোকালয়ে দেখা যায় মাঝেমধ্যে। এটির দৈর্ঘ্য ৫০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার আকার ও কাকের মতো এবং ওজন ২০০ থেকে ২৬০ গ্রাম। দেহ সবুজ, বুক ও পেট ফ্যাকাশে হলদে ভাব, সবুজ বিশাল লাল চঞ্চুর শেষ প্রান্তে কমলা দাগ। চোখ লেমন সবুজ, কাঁধে মেরুন পট্টি। লম্বা সবুজ লেজের কিছু অংশ নীল ও হলুদ। পুরুষের থুতনি ও গলা কালো এবং ঘাড়ে গোলাপি বলয় থাকে। পুরুষ চন্দনা টিয়ার ডাক বেশ গভীর এবং শক্তিশালী হয়, যা এক কিলোমিটার পর্যন্ত শোনা যায়।

চন্দনা টিয়া সাধারণত বসন্ত ও গ্রীষ্মে প্রজনন করে থাকে। এরা শুধু একজনের সঙ্গে জোড়া বাঁধে, যাকে আমরা ইংরেজিতে মনোগেমি বলি। এদের জুটিবন্ধন খুবই শক্তিশালী। এরা গাছের গহ্বরে বা কৃত্রিম বাক্সে বাসা বাঁধতে পছন্দ করে। স্ত্রী পাখি ৩-৬টি ডিম দেয় এবং পুরুষ-স্ত্রী দুজনে মিলে ডিমে তা দেয়, ২৩-২৮ দিনের মধ্যে বাচ্চা ফোটায়।

মূলত এরা ফলভুক পাখি। বুনো ও চাষ করা ফল, বীজ, বাদাম, ফুল, ফুলের কুঁড়ি, অঙ্কুর, কোমল পাতা, শস্য, শাকসবজি খেয়ে থাকে। তা ছাড়া মা পাখিরা বাচ্চাদের ছোট ছোট পোকামাকড়ও খাওয়ায়। সুতরাং বলা যায়, এই প্রজাতির পাখির উপস্থিতি কোনো একটা এলাকার পরিবেশ কতটুকু গাছপালাসমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র, তার নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

পৃথিবীজুড়ে *Psittaculidae* পরিবারের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বাসাবাড়িতে শৌখিন পাখি হিসেবে পোষা হয়ে থাকে। যেহেতু চন্দনা টিয়া পাখিটি আমদানি-রপ্তানি করা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাখি বেচাকেনার হাটে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাখি ক্রয়-বিক্রয় গ্রুপে এদের ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখা যায়, যা বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় এদের আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে, ফলে এ পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অতিরিক্ত নগরায়ণের কারণে এই প্রজাতির পাখিগুলো গভীর বনে এবং কোনো অভয়ারণ্য পর্যন্তই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

তাই শহরের গাছপালাসমৃদ্ধ এলাকাগুলো সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দেশের গভীর বনে বসবাসকারী প্রজাতির পাখিগুলো শহরাঞ্চলেও আবাসস্থল গড়ে তুলবে এবং দেশ জীববৈচিত্র্যে আরও সমৃদ্ধ হবে।

‘বিচারের জন্য ১৩ বছর আকুতি-মিনতি করেছি’

ট্রাইব্যুনালে গেলেন লিমন

তারিক সিদ্দিকসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দিয়েছেন র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো লিমন হোসেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লিমন হোসেন

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কাছে অভিযোগ দিয়েছেন লিমন হোসেন।

গতকাল মঙ্গলবার এই অভিযোগ দেন র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো লিমন হোসেন। পরে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় লিমন বলেন, ‘ন্যায়বিচারের জন্য ১৩ বছর অনেক আকুতি-মিনতি করেছি। বিচার তো পাইনি, বরং অনেক হয়রানির শিকার হয়েছি। তাই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছি ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য।’

অভিযোগে মেজর জেনারেল (অব.) তারিক সিদ্দিক ছাড়াও র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার সাবেক পরিচালক জিয়াউল আহসান ও র‍্যাব-৮-এর তৎকালীন ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাশেদসহ ৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া চার-পাঁচজন অজ্ঞাতনামা আসামি রয়েছেন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে চাইলেও সব অপরাধীকে আসামি করতে পারেননি উল্লেখ করে লিমন হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘সবাইকে আমরা আসামি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনেক বাধাবিপত্তি ও হুমকি ছিল।’ তিনি বলেন, তখন র‍্যাবের বিরুদ্ধে মামলা করায় তাঁরা গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারেননি। পায়ের বিনিময়ে কোনো ক্ষতিপূরণ যথোপযুক্ত না হলেও আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ চান তিনি।

১৩ বছর আগে, ২০১১ সালের ২৩ মার্চ ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের লিমন হোসেনের পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে র‍্যাব। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলাও দেয় র‍্যাব। ওই ঘটনার সময় কলেজছাত্র লিমনের বয়স ছিল ১৬ বছর। জীবন বাঁচাতে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে বাঁ পা কেটে ফেলেন। এ সময় লিমনসহ তাঁর মা, বাবা ও বোনকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে র‍্যাবের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়।

গণমাধ্যমে ব্যাপক লেখালেখি ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নিন্দা ও প্রতিবাদের মুখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে ২০১৩ সালে মামলা দুটি থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ছেলের ওপর এই অন্যায়ের ঘটনায় ২০১১ সালের ২৬ এপ্রিল ঝালকাঠির রাজাপুর থানায় মামলা করেন লিমনের মা হেনোয়ারা বেগম। সেই মামলা গত ১৩ বছরে থানা-পুলিশ, পিবিআই ও সিআইডি তদন্ত করেছে। ঘটনার প্রমাণ মেলেনি মর্মে একাধিকবার পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে মামলাটি শেষ করে দিতে চেয়েছিল। হেনোয়ারা বেগমের নারাজির আবেদনের পর আদালতের নির্দেশে মামলাটি তদন্তের জন্য সর্বশেষ সিআইডির কাছে রয়েছে। তবে তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই।

লিমন জানান, বিগত সরকারের সময়ে বিভিন্ন সংস্থা থেকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তাঁকে অনবরত হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কেবল তা-ই নয়, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের নির্দেশে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) তাঁর চিকিৎসাও পুরোপুরি হয়নি। পরে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। আর তাঁর পড়াশোনায় সহায়তা করে *প্রথম আলো* ও গণবিশ্ববিদ্যালয়। পড়াশোনা শেষ করে এখন সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন লিমন।

ট্রাইব্যুনালে আবেদনের পর লিমন তাঁকে গুলি করার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে সঠিক বিচার করার দাবি জানান।

ভারতের মণিপুর

এবার মেইতেই জাতিগোষ্ঠীর দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, *কলকাতা*

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের জিরিবাম জেলায় সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ছয়জন।

এর আগে গত সোমবার ‘বন্দুকযুদ্ধে’ অন্তত ১১ জন সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গি নিহত হয়েছেন বলে দাবি করে নিরাপত্তা বাহিনী।

গতকাল মরদেহ উদ্ধার করা দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন লাইসরাম সিং (৬৩) ও মাইবাম সিং (৭১)। দুজনই মেইতেই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। তাঁরা জাকুরাদরের শরণার্থীশিবিরের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকযুদ্ধের পর ওই শিবিরের অন্তত ছয়জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন নারী ও তিনটি শিশু।

ধারণা করা হচ্ছে, সোমবারের বন্দুকযুদ্ধে ১১ কুকি আদিবাসী নিহত হওয়ার জেরে মেইতেই জাতিগোষ্ঠীর ওই দুই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। তবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে কি না, তা জানাতে পারেনি পুলিশ।

সোমবারের বন্দুকযুদ্ধের পর গতকাল জিরিবামে কারফিউ জারি করা হয়। জেলার পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে বাজার, গাড়ি—সবকিছু বন্ধ ছিল।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে যে জাতিগত হিংসা শুরু হয়েছে, তার জেরে নিহত হয়েছেন ২৫০ জনের বেশি মানুষ।

পশ্চিম মণিপুরের জিরিবাম, মধ্য ও দক্ষিণ মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে গত বৃহস্পতিবার থেকে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। জিরিবাম জেলায় এক নারীকে বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণ করে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারার ঘটনায় এ উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ওই নারী জো জাতিগোষ্ঠীর। হামর, জোমি ও কুকি—এই তিন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে ‘জো’ বলে চিহ্নিত করা হয়।

মণিপুরে দেড় বছর ধরে প্রধানত জো সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই চলছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই জাতিগোষ্ঠীর মানুষের। মেইতেই উপজাতিভুক্ত নয়।

১২ নভেম্বর, ২০২৪

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের এডিতে প্রথম হয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস

বিস্তারিত কমেন্টে

১২ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৮৩	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ভারতের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ শুরু হয়।
১৯৯৬	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে মানবতাবিরোধী কালাকানুন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৭৮১	ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণ ভারতের নাগাপাট্টম দখল করে।
১৯১৮	অস্ট্রিয়াকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
১৯৫৬	মরোক্কো, তিউনিসিয়া ও সুদান জাতিসংঘে যোগদান করে।
১৯৫৬	ইসরাইলি সেনারা ফিলিস্তিনের গাজার রাফা শহরে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে গণহত্যা চালায়।